ডক্কে-ভাউস্

বা

তাজমহল

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক-নাটক)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

—•⁘•—

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,

২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩১৮।

[মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,

৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।
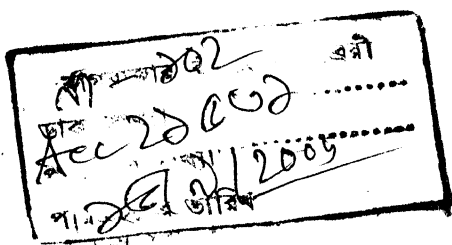
এই গ্রন্থের

প্রকাশক মহাশয়ের

সুযোগ্য পুত্র,

আমার পরমহিতৈষী

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

এই সামান্য গ্রন্থখানি

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার

কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শন-স্বরূপ

অর্পিত করিলাম।

বঙ্গ-বিজয়

বা

"ভিষক্-দুহিতার" ছবির নমুনা।
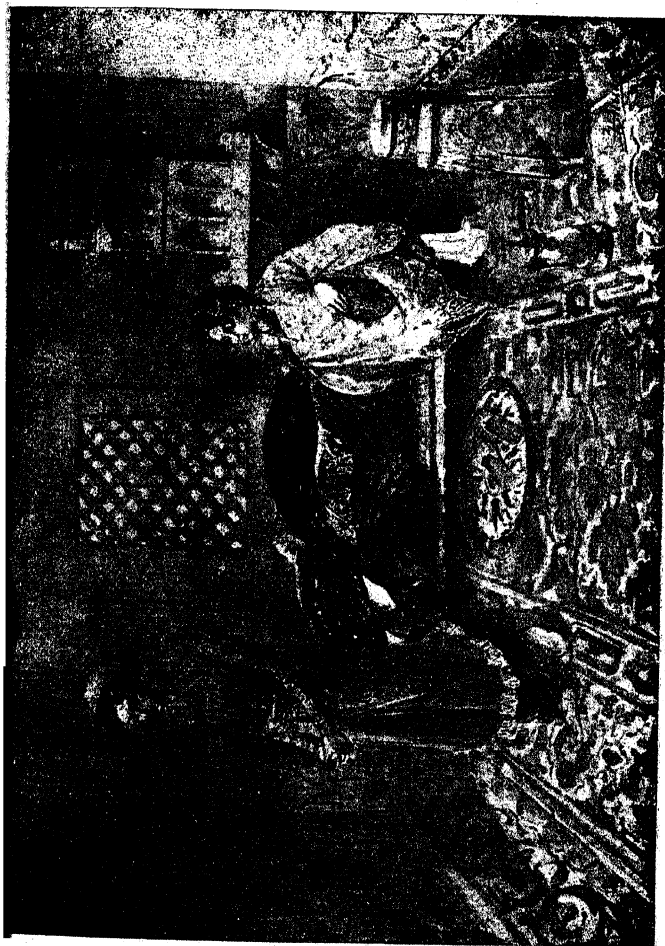
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জাহাঙ্গীর	...	হিন্দুস্থানের বাদ্‌সা।
আসফ খান	...	ঐ মন্ত্রী।
খস্রু পরভেজ খুরম শেরইয়ার	...	জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ।
মহাব্বৎ খান	...	মোগল সেনাপতি।
আবদর রহিম খান (খানখানান)	...	দাক্ষিণাত্যের মোগল সেনাপতি।
মালেক অম্বর	...	আমেদনগরের প্রধান সচিব।
হিম্মত	...	ঐ পুত্র।
আবদুল খান	...	মোগল সেনাপতি।
করিম	...	মহাব্বৎ খাঁর ভৃত্য।
বুলাকী	...	খস্রুর পুত্র।
জগৎ সিংহ	...	মেবারের রাণা।

দূত, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ, মোসাফিরগণ, নাগরিকগণ, সেনানায়ক, সৈন্যাধ্যক্ষ, খোজা, সরাইওয়ালা, অমাত্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

নুরজাহান	...	সম্রাটের প্রধানা বেগম ও আসফ খানের ভগ্নী।
মীণা	...	খস্রুর সহধর্ম্মিণী।
তাজমহল	...	খুরমের পত্নী ও আসফ খাঁর কন্যা।
সোহানা	...	নুরজাহানের কন্যা (শেরখাঁর ঔরসজাত)।
খয়ের-উন্নেসা	...	খানখানানের কন্যা।
দুলিয়া	...	সোহানার সহচরী।

বাঁদিগণ, নর্ত্তকীগণ, প্রদীপধারিণীগণ, ফুলওয়ালিগণ ইত্যাদি।

"সাবিত্রী-সত্যবানের"

ছবির নমুনা।

“সাবিত্রী-সত্যবান্” সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রাদির

অভিমত—

বঙ্গদর্শন।—আমরা এই উপাখ্যানখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের বিশুদ্ধতা এবং আদর্শের পবিত্রতা গ্রন্থখানিকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সাবিত্রী চরিত্রের যাহা মূল—গ্রন্থে তাহা বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকার সাবিত্রী-চরিত্রটিকে, অতি সুন্দর, সহজ এবং স্বাভাবিক-ভাবে স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকার সংযম এবং সাত্ত্বিকতার আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপাখ্যানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; তাহাতে আমরা সুখী।

বঙ্গবাসী।—আলোচ্য গ্রন্থখানি এমন মধুর ভাবে এবং সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত যে, বলিতে ইচ্ছা হয়, এ বিষয়ে এমন ধরণের গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। ইহার মুদ্রাঙ্কণে, ভাষায়, ভাবে, রচনার অঙ্কনে অপিচ ছাপা-ছবিতে নূতনত্বের ভাব বিকাশ হইয়াছে। পুস্তক হাতে করিলে, না পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না; আবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া উঠিতে সাধ যায় না। আবাল বৃদ্ধ-বণিতার হস্তে এ গ্রন্থ থাকা উচিত। ইহা যদি স্কুল-পাঠ্য না হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্য।

মানসী।— এরূপ গ্রন্থ সংখ্যায় যত অধিক হয় ততই মঙ্গল।

বসুমতী।—এমন সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। “সাবিত্রী-সত্যবানের” কাহিনী গ্রন্থকার নিপুণভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জন্মভূমি।—বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় অতি সুললিত ভাষায়

এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গের গৃহস্থ মাত্রেই বিশেষতঃ আমাদের গৃহলক্ষ্মী মহিলাকুল এই ধর্ম্মানুগত পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের বাসনা।

সুপ্রভাত।—গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

হিতবাদী।—ইহা একখানি সুমুদ্রিত সুসংবদ্ধ উপহার পুস্তক। হিন্দু-মহিলা মাত্রেই এ পুঁথি একখানি খরিদ করিয়া পাঠ করুন।

সময়।—আমরা এই পুস্তকখানিকে উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

The Bengalee.—We can confidently expect that Babu Surendna Nath Roy's book will command an extensive sale among the female population of Bengal. It is beautifully printed, on excellent home-made antique paper and the get-up leaves nothing to be desired. The language of the author is elegant and his diction impressive and homely.

Indian Daily News.—The book makes very interesting reading and should 'find a hearty recepion in the Hindu Zenana. It is a capital book for presentation purposes and with that end in view the publisher has made it highly attractive in respect of its general get-up.

Amrita Bazar Patrika.—We have very seldom come across a more nicely got-up book in the whole Bengali literature with beautiful pictures. Daughters, sisters, wives and school girls will never like anything better than the presentation of a copy of "Savitri-Satyavan."

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!!

গ্রন্থকারের

নূতন

স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক!

স্ত্রীলোকের এমন

সহায় আর নাই!

এই একখানি

পুস্তকের সাহায্যে

প্রত্যেক নারী

কুললক্ষ্মী

হইতে পারিবেন।

চক্‌চকে

ঝক্‌ঝকে বাঁধাই!

অতি উৎকৃষ্ট

ছাপা ও কাগজ!!

প্রাইজের অপূর্ব্ব

সামগ্রী!!

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কুল-লক্ষ্মী

গ্রন্থখানি

৬ ভাগে বিভক্ত!

১। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা।
২। স্ত্রীলোকের আবশ্যকীয় গুণ।
৩। স্ত্রীলোকের পরিত্যাজ্য দোষ।
৪। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য।
৫। দৈনিক কর্ত্তব্য।
৬। পৌরাণিক স্ত্রী-ধর্ম্মনীতি।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

তক্তে-তাউস্

বা

তাজমহল

তক্ত-তাউস্

বা

তাজমহল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আজমীর, প্রাসাদসংলগ্ন প্রমোদউদ্যান।

হ্রদতীরে শিলাখণ্ডের উপরে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া নুরজাহান বসিয়াছিলেন। বামকরতলের উপর চিন্তাক্লিষ্ট-বদনমণ্ডল স্থাপিত।

নু। অনেকদূর উঠেচি, আরও খানিকটা উঠ্‌তে হবে। এখনও ভারত-সম্রাটে ও নুরজাহানে কতকটা তফাৎ। ভারত-সম্রাটের সন্তান ভবিষ্যতে ভারত-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কিন্তু নুরজাহানের সন্তানের এখনও সে সৌভাগ্য হয় নি! এই তফাৎটুকু নুরজাহানকে অবিলম্বে দূর

কর্ত্তে হবে! তারপর নুরজাহান, তুমি তৃপ্ত, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত, তোমার দুর্দ্দমনীয় পাপিয়সী প্রবৃত্তি চরিতার্থ! তারপর তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার! তারপর আর তোমার কোন ক্ষোভ নেই। (দূরে সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া) ওকি—ওকে গায়? চিনেছি—আমারই হতভাগিনী কন্যা! ওই এক দুঃখ! এক লজ্জা! সোহানা, তোর মুখের দিকে চাইলে আমার সকল দুঃখ-কষ্ট আবার নূতন হয়ে জেগে উঠে। তবু যদি সোহানা, তুই একটু হেসে কথা কইতিস, তবু যদি তোর মুখে একটু প্রফুল্লতা দেখ্‌তুম! উঃ! স্মৃতির দংশন কি নিষ্ঠুর!

(সোহানার প্রবেশ)

সোহানা। মা, তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি—এখন কি তোমার শোনবার অবসর হবে।

নুরজাহান নীরবে কতক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে বলিলেন,"সোহানা, একি প্রশ্ন মা! আমার নিকট তোর কথা! তাতে আবার অবকাশ অনবকাশ কি মা? সোহানা, আমি কি তোর মা নই?"

কন্যা নীরব রহিল। মাতা পুনঃ কহিলেন, "বল সোহানা, আমি কি তোর গর্ভধারিণী নই,—আমি কি তোর জননী নই?"

সো। (ধীরে ধীরে বলিলেন) তা ছিলে বটে!

নুরজাহান মাথা গুঁজিলেন। উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "সোহানা, সোহানা, বড় নিষ্ঠুর তুই! উঃ মায়ের জন্য এতটুকু দয়া নেই, এতটুকু কোমলতা নেই, এতটুকু তোর প্রাণ নেই! তুই যদি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হোস্ সোহানা, তবে কে আর আমার মুখের দিকে চাইবে? সোহানা, অদৃষ্ট যদি আমায় বড় হ'তে ডাক্‌চে, তবে তুই তাতে বাধা দিস্ কেন?"

সো। না মা, আর আমি তাতে বাধা দেব না। আমি স্বধু একটা

ভিক্ষা চাইব। সুধু একটা, একটা। মা, সে ভিক্ষা হতে আমায় বঞ্চিত করোনা—আমি সে কথাই তোমায় এখন বলতে এয়েচি!

নু। বল মা বল, কি ভিক্ষা তোর! ভারতসাম্রাজ্ঞীর কন্যা তুই—ভারতের সম্রাট তোর হিতাকাঙ্ক্ষী, বল মা কি তোর প্রার্থনীয়! সে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোভনীয় সামগ্রী হলেও আমি তোর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখ্‌বো না।

সো। মা, আমি বর্দ্ধমানে যাবো।

নু। (চমকিয়া) আবার সেই কথা!

সো। মা, ক্ষতি কি এতে? আমি যাবো, আমি সুখ-দুঃখ ভোগ কর্ব্ব—তাতে তোমার কি যায় আসে মা! মা, তুমি এখন ভারত-সাম্রাজ্যের অধিকারিণী, তোমার অনেক কাজ হাতে, যা দিয়ে তোমার মনটাকে ভরে রাখ্‌তে পার। কিন্তু আমার এ শূন্য মনটা ভরে রাখবার যে কিছু নেই মা! মা, এ রাজপুরী আমার পক্ষে শূন্য, এ রাজপুরীতে কেউ 'আমার আত্মীয় নেই। যার মা সকলের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছে, তাকে কি কেউ দেখ্‌তে পারে মা? মা, আমি একবার আমার আপন গৃহ বর্দ্ধমানে যাবো। যেয়ে প্রাণভরে কেঁদে আস্‌বো। সেখানকার পশু-পক্ষীরাও আমায় আপন বলে দুটো কথা বল্‌বে।

নু। সোহানা, সোহানা, এই দুঃখ তোর? অভিমানিনী কন্যা আমার, এই দুঃখে তুই ম্রিয়মানা হয়ে থাকিস্? জানিস্ না মা, যারা তোকে ঘৃণা করে, যারা অভিমান ক'রে তোর সঙ্গে কথা বলে না, তাদের সঙ্গে আর তোর সঙ্গে কত প্রভেদ? সোহানা, তুই ভারতসাম্রাজ্ঞীর কন্যা, তুচ্ছ, দু'চার জন লোকের অনাদরে ক্ষুণ্ণ হওয়া তোর সাজে না। সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান যার জননী, স্বয়ং ভারতসম্রাট যার হিতাকাঙ্ক্ষী,—পৃথিবী শুদ্ধ লোকে বিরোধী হলেই বা তার ভয় কি?

সো। মা, এ ভয়ের কথা নয়, এ ক্ষোভ ও লজ্জার কথা! কিন্তু যাক্, সে কথায় আর দরকার কি? আমি যাবো অন্যের পীড়নে নয় মা, আমি যাবো নিজের অন্তরের তাড়নায়। মা, আমায় দু'মাসের ছুটী দাও—আমি একবার সেখানে যাবো।

নু। অসম্ভব! সোহানা, তোকে ছেড়ে আমি দু'দণ্ডও থাক্‌তে পার্ব্বো না।

সো দু'মাস, দু'টিমাসের তরে ছুটী দাও মা।

নু। না মা, আর ওকথা তুলিস্ না। জানিস্ না সোহানা, কি বিষাক্ত ছুরিকা তুই প্রতিদিন এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে বিদ্ধ করে দিস্। সোহানা, এখন যা, সম্রাট আস্‌বার সময় হলো।

সো। মা, একটি ভিক্ষা রাখ!

নু। অসম্ভব, অসম্ভব সোহানা! যাও, কথা শোন।

সো। মা, তুমি অতি নিষ্ঠুর!

নু। বুঝ্‌তে পাল্লেনা সোহানা—যাও।

সো। যাচ্ছি—কিন্তু বড় নিষ্ঠুর তুমি মা! [প্রস্থান।

নু। না, শেষকালে এ অশান্ত মেয়েটা আমার সব গুলিয়ে দিলে! যদি বা অতিকষ্টে মনটাকে বশীভূত করে আনছিলেম,—আবার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌চে। সোহানা, সোহানা, তোর ও শূন্য মনটা ভরে রাখ-বার কি কিছু উপায় নেই? লোকে তোকে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে—কেন? আমার কন্যা বলে? কিন্তু আমার কন্যার এ রূপ, এ গুণের কি কেউ পক্ষপাতী নেই? বুঝ্‌তে পেরেছি—অর্দ্ধমুকুলিত এ সুন্দর কুসুমটীর প্রতি এখনো কেউ ভাল করে চেয়ে দেখেনি, তাই এ অনাদর। যখন দেখবে, তখন আর আঁখি ফেরাতে পার্ব্বে না! সোহানা, রাজ্যলাভ যে কি ব্যাপার, কি লোভ, তা তুই এখনো বুঝে উঠ্‌তে পারিস্ নি। তাই

তোর দুঃখিনী মাকে এত কষ্ট দিস্। কিন্তু এইবার আমি তোকে সে কথা বুঝিয়ে দেব। হাঁ, এইবার সে চেষ্টা কর্ত্তে হবে, আর আমি অপেক্ষা কর্ত্তে পারি না।

তারপর নুরজাহান কতকক্ষণ নীরবে চিন্তাক্লিষ্ট-অন্তরে চারিদিকে পাইচারী করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু এ অপূর্ব্ব দেবাশীর্ব্বাদ আমি কার গলায় পরাব? এই সুন্দর রূপ, এই দুর্ল্লভ অন্তর, এই অপূর্ব্ব গুণরাশি—এই নুরজাহানের দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন কর্ব্বে? কার গলায় এ বিজয়-লক্ষ্মী আমি সাদরে পরিয়ে দেব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভারতের সিংহাসনে বরণ করে তুল্‌বো? ভেবে দেখি।

"খস্রু, তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যের মালিক তুমি—রূপে গুণেও তুমি সোহানার উপযুক্ত বট—কিন্তু তুমি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ! পিতার বিষনয়নের দৃষ্টিতে তোমার সকল সৌভাগ্যের বিলয় হয়েছে—তোমাকে দিয়ে আমার হবে না। পরভেজ, তুমি বিলাসী, উচ্চাশাশূন্য, তোমার গলায় এ উপহার দিয়ে লাভ কি? খুরম, তুমি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি বুদ্ধিমানও বট, সম্রাটের প্রিয়পাত্রও বট, তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি হ'তে পারে; কিন্তু কি পরিতাপ, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বরণ করেছ! শেরইয়ার, কুরঙ্গশাবক, তোমার কথায় আমার দরকার নেই।

"এখন কাকে এ রত্ন পরিয়ে দি! খুরম, কি খসরু? খুরম তৃতীয়, খস্রু প্রথম। এই দিকটায় খস্রুরই জিৎ! কিন্তু খস্রু পিতৃবিরোধী! সম্রাট কি তাকে ক্ষমা কর্ব্বেন? কি মূর্খ আমি, শুধু পুত্র খস্রুকে সম্রাট ক্ষমা না কর্ত্তে পারেন, কিন্তু নুরজাহানের জামাতা খস্রুকে সম্রাটের ক্ষমা কর্ত্তেই হবে। দেখি, আরও একটু ভেবে দেখি।" (পদচারণ)

(সহসা সম্রাটের প্রবেশ)

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান! তোমায় আমি খুঁজছিলুম! দেখ এসে শিসমহলের কি অপূর্ব্ব শোভাই হ'য়েছে।

নু। চলুন জাঁহাপনা।

জা। একি নুরজাহান, তুমি কি ভাব্‌চো?

নু। ও কিছু নয়! ভাব্‌ছিলুম, সম্রাটের এ আদর, এ অভ্যর্থনা দাসীর ভাগ্যে আর কত দিন?

জা। কতদিন! শুন্‌বে প্রাণেশ্বরী? যতদিন জাহাঙ্গীরের দেহে প্রাণ আছে, ততদিন। এস প্রিয়ে!

(নুরজাহানকে জাহাঙ্গীর বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আজমীর প্রাসাদ—কুমার খস্রুর বন্দীশালা।

খস্রু ও মীণা।

খস্রু। মীণা, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যখন তোমার মুখখানি একবার দেখি, আমার সকল কষ্ট কোথায় পলকে পালিয়ে যায়। মীণা, আমার সকল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এই এক সুখ।

মীণা। কিন্তু এ অতি ক্ষুদ্র সুখ জাঁহাপনা!

খস্রু। না মীণা, এ ক্ষুদ্র সুখ নয়, এ অতি বৃহৎ সুখ। যে একবার এ সুখের আস্বাদ পেয়েছে, সেই এ কথা বুঝ্‌তে পেরেছে। মীণা, রাজ্য-সুখ, সম্পদ্-সুখ, বিভব-সুখ সকলেরই একটা সীমা আছে, কিন্তু এ যেন অনন্ত, অসীম, ক্রমেই ঘন হচ্ছে, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

মীণা। জাঁহাপনা, এত অনুগ্রহ দাসীর প্রতি!

খস্রু। এ অনুগ্রহ নয় মীণা, এ একটা মস্ত পক্ষপাতিত্ব—মোহ। মীণা, এর মূলে কি জান? আমি যে তোমায় এত ভালবাসি, এর মূলে আমার গুণ নয়, এর মূলে স্থধু তোমারই গুণ—তোমারই ওই রূপ গুণ ও ভালবাসার গুণ।

মীণা। সাজাদা, আপনি আপনার সদন্তঃকরণের গুণেই একথা বল্লেন। অপরে অন্যরূপ বল্‌তো।

খস্রু। মীণা, আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তোমায় বুকে করে রেখেছি মাত্র। অপরে এ রত্ন পেলে মাথায় করে রাখ্‌তো।

মীণা। ছি জাঁহাপনা, ও কথা বল্‌বেন না।

খস্রু। মীণা, একটা কথা বল্‌বে?

মীণা। কি কথা প্রিয়তম?

খস্রু। অনেক দিন থেকে কথাটা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব কর্ব্ব মনে কচ্ছি, কিন্তু বলি বলি করেও এ পর্য্যন্ত বল্‌তে সাহস পাইনি। মীণা, এ কথাটা জান্‌বার জন্যে আমার মনটা অনেক দিন যাবৎ ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে।

মীণা। কি এমন গুরুতর কথা নাথ, যা তুমি এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার কাছে বল্‌তে অক্ষম হচ্ছ?

খস্রু। মীণা, সে বড় গুরুতর কথা। সে এমন গুরুতর যে, তার একটি উত্তরের উপর খস্রুর চির স্থখ-দুঃখ নির্ভর করে।

মীণা। কি সে কথা নাথ?

খস্রু কতক্ষণ নীরব রহিলেন।

মীণা। কি সে কথা প্রিয়তম?

খস্রু। মীণা, তুমি আমায় ভালবাস?

মীণা। এই প্রশ্ন তোমার? ক্ষিপ্ত স্বামিন্! এতদিন পরে, এতকাল

পরে, আজ কি তুমি ঘুমের ঘোরে কিছু দুঃস্বপ্ন দেখে উঠ্‌লে? তাই এত বৎসরের সব কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ এ অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বস্‌লে?

খস্রু। পরিহাস করো না মীণা। এতদিন পরেই হোক, আর এত বৎসর পরেই হোক্, আমি আর কখনো তোমায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি—আজ জিজ্ঞাসা কচ্ছি, উত্তর দাও।

মীণা খস্রুর হাতখানি টানিয়া লইয়া নীরবে চুম্বন করিলেন।

খস্রু। এ নীরব উত্তরে হবে না মীণা, আমি একটা স্পষ্ট জবাব চাই।

মীণা। ভালবাসা কাকে বলে তা যে আমি জানিনে নাথ? কি করে এ প্রশ্নের উত্তর দেব?

খস্রু। চালাকী করোনা মীণা, উত্তর দাও।

মীণা। প্রিয়তম, চালাকী কাকে বলে, তাও আমি জানিনে—বিশেষতঃ সে চালাকী যখন তোমার সঙ্গে। প্রিয়তম! কি উত্তর দেব এর? তুমি আমার প্রেমের শিক্ষাদাতা, ধর্ম্মকর্ম্মের আদর্শ, তুমি যদি নিজে কিছু বুঝ্‌লে না, তবে আমি কি করে বোঝাব?

খস্রু। কি করে বোঝাবে? একটী ক্ষুদ্র উত্তরে, ওই পদ্মকোরক তুল্য কোমল ও রঞ্জিত অধরের একটী ক্ষুদ্র কথায়—বল।

মীণা। একটী ক্ষুদ্র কথা, একটী ক্ষুদ্র উত্তরই কি সব হলো প্রিয়তম? আর চিরজীবনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধনা—এগুলি কি কিছুই নয়?

খস্রু। ও সব বুঝ্‌তে পারিনা। তোমার এক কথায় আমার যত বিশ্বাস মীণা, পৃথিবীর সহস্র ঘটনার সাক্ষ্যতেও বুঝি তার অর্দ্ধেক নেই।

মীণা। যদি না থাকে, তবে এ মুখের ভালবাসায় কাজ নেই নাথ? কি হবে এ একটা কথা শুনে? এই দেহ, এই হস্ত, এই চক্ষু, এই কর্ণ যদি তোমার অবিশ্বাসী হলো, তবে কি হবে নাথ, রসনার একটী প্রিয়বাক্যে?

খস্রু। অভিমান করোনা মীণা, আমি তোমায় কষ্ট দেবার জন্যে

একথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার এ প্রশ্নের একটা উদ্দেশ্য আছে।

মীণা। কি সে উদ্দেশ্য প্রিয়তম?

খস্রু। মীণা, ভেবে দেখ, তোমার আমার মধ্যে কি একটা দুরন্ত সাগর ব্যবধান! তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান। এ সাগর কি সহজে বন্ধন হয় মীণা? মীণা, আমার মার দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি—কি মূর্ত্তি তাতে অঙ্কিত দেখতে পাও? যেন একটা বিরাট নৈরাশ্য, বিরাট নিষ্কাম ব্রত, অনন্ত ত্যাগ! মীণা, সেই রাজপুত বংশে তোমারও জন্ম, তুমি কিরূপে আমায় ভালবাস্‌বে?

মীণা। কুমার, আমি তোমায় শুধু ভালবাসিনা, ভক্তি করি। তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু। কিন্তু তাতে কি আসে যায় প্রাণেশ্বর? হিন্দু-মুসলমান একই ঈশ্বরের সৃষ্টি,একই পৃথিবীর সন্তান, শুধু একটা আচারগত পার্থক্য মাত্র, বৈষম্য অপেক্ষা তাদের সাম্যের ভিত্তি শ্রেষ্ঠ। সেই ভিত্তির উপরে প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা কর—আর তার বিলয় হবে না। পৃথিবীর কিসে এ বৈষম্য নাই কুমার? দুটী মায়ের সন্তান একরূপ হয় না, এক গাছের দু'টী ফল ঠিক এক আকৃতির নয়, দুটী মুহূর্ত্ত একরূপ নয়—এত সাম্যের মধ্যেও তাদের বৈষম্যের পরমাণু আছে—কিন্তু তবু তো তাদের মিলন হয়! আমাদেরও এই আচারগত বৈষম্য সত্ত্বেও তেমনি মিলন হবেনা কেন নাথ?

খস্রু। মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি এ মহান ভাবটা ধারণা কর্ত্তে পারে না—তারা শুধু বাহিরের ক্ষণভঙ্গুর ঘটনাবলীর মধ্যে আপনাদিগের কার্য্যকারণকে আবদ্ধ করে রাখে। তাদের কাছে এ হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য কম নয়, মীণা।

মীণা। না হোক্, কিন্তু তাদের কাছে শাস্ত্রকথার তো একটা প্রকাণ্ড মূল্য আছে। প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে যে আমার এই সম্বন্ধ, এটা

হিন্দু-মুসলমান বলে নয়, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রী বলে। যে হিন্দু কুলে আমি জন্মেছি বলে, তুমি এ সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছ, সেই হিন্দু ধর্ম্মই বলে "স্বামী সৎ হউক, অসৎ হউক, ধার্ম্মিক হউক, অধার্ম্মিক হউক, স্বধর্ম্মী হউক কি বিধর্ম্মী হউক, তিনি সর্ব্বত্রই নারীর পূজ্য—একমাত্র উপাস্য দেবতা—তাঁর পূজাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম। তাদের আর ধর্ম্মান্তর নাই।" সেই হিন্দুকুলে সেই নারীবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যখন আমি একদিন তোমায় স্বামী বলে সম্বোধন করেছি, একদিন তোমায় আত্মদান করেছি, একদিন তোমার পূজাকে আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র পুণ্য বলে বরণ করেছি, তখন যে আর আমার অন্য ধর্ম্ম, অন্য পুণ্য নেই, প্রাণেশ্বর! এখন আমার ধর্ম্ম হিন্দুত্বেও নয়, মুসলমানিত্বেও নয়, এখন আমার ধর্ম্ম একমাত্র পত্নীত্বে! স্বামিন্, আজ হতে তুমি আর আমায় হিন্দুরমণী বলে ভেব না, শুধু তোমার পত্নী বলে ভেব।

(মীণা খস্রুর পদতলে বসিয়া গেলেন।)

খস্রু। আর তুমিও আজ হতে মীণা আমায় বিধর্ম্মী মুসলমান বলে জেন না, শুধু তোমার চিরপ্রেমাকাঙ্ক্ষী উন্মত্ত স্বামী বলে ভেব। উঠ প্রিয়ে উঠ, আর আমার কোন দুঃখ নাই, কোন ক্ষোভ নাই। পিতৃরোষে পড়েছি, তোমার ও স্নেহামৃত স্পর্শে এ রোষাগ্নি চন্দ্রকরতুল্য স্নিগ্ধ হয়ে গেছে, কারাগারে সোণার পিঞ্জরে আছি, তোমার ও মধুর প্রেম-সম্ভাষণে এ কারাগার আমার প্রেমের নিভৃত কুঞ্জে পরিণত হয়েছে! আমি মুসলমান-কুলে জন্মেছি সত্য, কিন্তু শিরায় শিরায় আমার হিন্দুরক্ত—হিন্দুভাব। লোকে বলে, আমি মুসলমান নই, হিন্দুও নই—খৃষ্টান। কিন্তু তারা জানে না আমার প্রকৃত ধর্ম্ম কি। যদি জান্‌তো, তবে বল্‌তো, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, খৃষ্টানও নই—হিন্দু ভাবাপন্ন স্বামী—হিন্দুরমণীর স্বামী—মীণার স্বামী মাত্র। প্রিয়ে, তোমার যেমন পত্নীত্ব ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নেই,

আমারও তেমনি এই স্বামীত্ব ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নেই। মীণা, এই বিশাল বিশ্বে প্রেম বলে যে একটা ধর্ম্ম আছে, তার উপরে আর অন্য ধর্ম্মের কিছু প্রয়োজন আছে কি ?

মীণা। কিছু না নাথ! এই বিশ্বপ্রেমই হচ্চে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। এই খানেই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান আদর্শ। এখানে ধর্ম্মের গোঁড়ামী নেই, কিন্তু ধর্ম্মের সাত্ত্বিক ভাব আছে, এখানে ভেদ নেই, মতান্তর নেই, কেবল এক বিরাট মিলন ও সাম্যের ভাব আছে। চেয়ে দেখ নাথ, একবার এই শিশুর (নিদ্রিত পুত্রের প্রতি দেখাইয়া) মুখের দিকে চেয়ে দেখ— এই খানে আমরা এক হয়ে গেছি, তোমার মুসলমানিত্ব ও আমার হিন্দুত্ব এইখানে এক হয়ে গেছে। দেখ দেখি নাথ, এর পরও আর আমাদের কিছু বল্‌বার আছে কিনা ?

সহসা সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নু। খস্রু, আমি তোমায় দেখ্‌তে এয়েচি।

খ। একি ? সাম্রাজ্ঞী! সাম্রাজ্ঞী এখানে!

নু। হাঁ খস্রু, সাম্রাজ্ঞী এখানে। আশ্চর্য্য হচ্চ যে ? খস্রু, আমি সুসংবাদ নিয়ে এসেচি। আর তোমায় এ কারাগারে থাক্‌তে হবে না।

খ। সাম্রাজ্ঞী, এ যে আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছিনা। সম্রাট কি তবে তার অভাগা পুত্রকে ক্ষমা কল্লেন ?

নু। হা কুমার, সম্রাট তোমায় ক্ষমা করেছেন—আমি করিয়েছি। এই দেখ কুমার, তোমার মুক্তিপত্র! এই এখনি কারাধ্যক্ষ এসে তোমায় মুক্ত করে দিয়ে যাবে। তার পর তুমি সম্রাটের শিবিরের যে কোন স্থানে গমনাগমন কত্তে পার্ব্বে, কোন বাধা থাক্‌বে না। কিন্তু শিবির ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পার্ব্বে না— তুমি রাজী আছ ?

খ। রাজ্ঞী! মা, তুমি আমার আপন মার চেয়েও অধিক—কি বলে আজ তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো, যদি কখনো সময় হয়—

নু। হাঁ কুমার, যদি কখনো সময় হয়, এর শোধ দিও—এখন আর অন্য কৃতজ্ঞতার দরকার নেই! শুধু একটা কথা মনে রেখো—আমি অনেক কষ্টে তোমার এই মুক্তিপত্র সংগ্রহ করেছি—পুনঃ যেন পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এ আশীর্ব্বাদের অপব্যয় করোনা—কল্লে আর আমি তোমায় বাঁচাতে পার্ব্বনা। এখন তবে আসি, মুক্ত হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো।

মীণা। মা, তোমার অসীম দয়া। তোমার কন্যার প্রণাম গ্রহণ কর।

নু। চিরসুখী হও মা।

[প্রস্থান।

খ। মীণা, এ যেন স্বপ্ন!

মী। কুমার, এই রাজ্ঞীকে আপনি ঘৃণা কর্ত্তেন?

খস্রু। কর্ত্তুম। ইনি আমার মায়ের সপত্নী—মায়ের সকল সুখশান্তি কেড়ে নিয়েছেন। সে কথা মনে হলে কেন জানিনা এখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা এ অযাচিত অনুগ্রহের কারণ কি?

মী। প্রিয়তম, সুন্দরকে সন্দেহের চক্ষে দেখে জোর করে কুৎসিতে পরিণত ক'রো না।

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

কা। বন্দেগি হুজুর। হুজুর, আপনি মুক্ত। সম্রাটের আদেশে আপনি এখন শিবিরের যথেচ্ছা গমনাগমন কর্ত্তে পারেন। রাজ্ঞী নুর-জাহানের আদেশ, আপনি এখনই তাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন।

খস্রু। কারাধ্যক্ষ, এখুনি আমাদের প্রাসাদে যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও, আমরা এখনি রাণীর আদেশ পালন ক'র্ব্বো।

কারা। (কারাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া) আসুন কুমার, আসুন বেগম সাহেবা।

খস্রু। এস মীণা।

মীণা। আজ আমি আনন্দ রাখ্‌বার স্থান পাচ্ছিনা। (নিদ্রিত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া) এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা এ—স্বপ্ন কি সত্য, মিথ্যা কি বাস্তব, কল্পনা কি যথার্থ। প্রিয়তম, আর যে তোমাকে মুক্ত দেখ্‌তে পাব সে আশা ছিল না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আজমীর প্রাসাদ—নুরজাহানের কক্ষ।

নুরজাহান ও খস্রু।

নু। কি আশ্চর্য্য কুমার, তুমি আমার এই দুর্ল্লভ আশীর্ব্বাদ প্রত্যাখ্যান কল্লে?

খ। জননী, আমি বিবাহিত।

নু। কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিৎ যে আমি তোমায় কঠোর রাজদণ্ড হতে অব্যাহতি দিয়েছি।

খ। জননী, ক্ষমতা যদি থাকৃতো, তবে আমি আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহের অবমাননা কর্ত্তেম না।

না। আর হলেও, তার সহায়তা ভিন্ন দাক্ষিণাত্য জয়ের আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা।

নু। তবে উপায়? তবে কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

জা। আমি ভাবছি, এই উপলক্ষে খস্রুকে তথায় প্রেরণ কর্ব্ব। তোমার কথায় খস্রুকে মুক্ত করেছি, তোমার অভিপ্রায় হ'লে তাকে দাক্ষিণাত্যের নায়ক কর্ত্তে পারি।

নু। না জাহাঁপনা, এত শিগ্‌গির কুমারকে হাত ছাড়া কর্‌বেন না। আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। দেখ্‌তে হবে, কুমার কি ভাবে আমাদের এ অনুগ্রহের প্রতিদান করেন। তারপর তাকে বিশ্বস্তকার্য্যে নিযুক্ত কর্ব্বেন।

জা। কিন্তু সেখানে পরভেজ ও খানখানান আছেন। তারা তার কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখতে পার্ব্বেন। আমার উদ্দেশ্য, যাতে এই সেনা-পতিরা পরস্পরকে আশঙ্কা কোরে কোনওরূপ শৈথল্য প্রকাশ না করে। কুমারকে আমি তাদের নজরবন্দী করে রাখ্‌বো, আবার তারাও কুমারের নজরবন্দী হয়ে থাকৃবে, ফলে উভয় পক্ষের কার্য্যই আমার গোচরে আস্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে এই অনিশ্চিতবুদ্ধি যুবককে গৃহকোণ হ'তে যথেষ্ট দূরেও সরিয়ে রাখা হবে।

নু। জাঁহাপনা, আপনি কি মনে করেন, এইরূপে দাক্ষিণাত্যের সেনানায়কত্বভার তিন জনের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে আপনি সে দেশ জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন?—কখনও না। আমার মনে হয়, সেই ভারটীকে এতদিন দুইভাগে বিভক্ত করেই আপনি দাক্ষিণাত্য-জয়টাকে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করেছেন। যে কোনও এক জনের হাতে এ ভার থাকৃলে, কবে দাক্ষিণাত্য জয় হতো।

জা। কেন, সে ভার তো অনেক দিন সম্পূর্ণ খানখানানের উপর ছিল।

নু। খানখানান অকর্ম্মণ্য হ'তে পারে, বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে। তাকে ছেড়ে আরও দু'একজনকে সে ভার দিয়ে দেখা উচিত ছিল। জাঁহাপনা, আমার বিবেচনায় এইবার কুমার খুরমকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করুন। খানখানান ও পরভেজ তার অধীনে কার্য্য কর্ব্বেন।

জা। খানখানান এ কথায় স্বীকৃত হবেন না।

নু। না হন, পদচ্যুত হবেন, বন্দী হবেন। কুমারকে বহু সংখ্যক সৈন্য দিন। তা বলে একটা অবাধ্য সেনাপতিকে রেহাই দেওয়া যায় না। কুমার খুরম বুদ্ধিমান, রণকুশল, খানখানান তাকে উড়িয়ে দিতে পার্ব্বেন না।

জা। কুমার পরভেজও খুরমের জ্যেষ্ঠ, তিনিও কনিষ্ঠের অধীনে কার্য্য কর্ত্তে অস্বীকৃত হবেন।

নু। ভাল, তবে তাঁকে এলাহাবাদে পাঠান—তিনি বঙ্গদেশ শাসন করুন।

জা। এত পরিবর্ত্তন এক সঙ্গে! আচ্ছা ভেবে দেখি, কিন্তু খস্রু—খস্রু কি তা হলে এমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরের কোণে বসে থাক্‌বে! অলস হয়ে বসে থাক্‌লে সয়তান এসে লোককে আশ্রয় করে জান নুরজাহান?

নু। জানি প্রিয়তম, কিন্তু সে বন্দোবস্ত আমি কচ্ছি। আমি মহাব্বৎ খাঁকে তলব দিয়েছি। তিনি খস্রুর অভিভাবক, তাকে তার উপর নজর রাখ্‌তে বল্‌বো।

জা। বেশ, কিন্তু দেখ যেন বৃথা আর তাকে অসন্তুষ্ট করো না। যাই, গোছল খানার সময় হলো। একটু সরাব—

নু! না প্রিয়তম, তা হবে না! অনেকক্ষণ মাত্রা পূর্ণ করেছ; আজ আর নয়। বিশেষতঃ এখন দরবারে যাবে। এখন অগ্নি যাও।

জা। ভারি নিষ্ঠুর তুমি—তুমি আমার মনটা হরণ করেছ, সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌ছি জান-প্রাণটা নেবে। এই যে মহাব্বৎ, সাম্রাজ্ঞী তবে আমি চল্লেম।

(মহাব্বৎখাঁর প্রবেশ)

মহাব্বৎ। বন্দেগি জাঁহাপনা, বন্দেগি সাম্রাজ্ঞী। সাম্রাজ্ঞী, আপনি আমায় স্মরণ করেছেন ?

[সম্রাটের প্রস্থান।

নু। হাঁ মহাব্বৎ, তোমার উপর বিশেষ ভার আছে। তুমি কুমার খস্রুর রক্ষণাবেক্ষণ কর্ব্বে। আর তার ব্যবহারের জন্য তোমায় দায়ী থাক্‌তে হবে।

মহাব্বৎ। দায়ী ? এ গুরুতর ভার আমার উপর কেন বেগম সাহেবা ?

নু। কেন ? কেন শুন্‌বে ? কারণ আছে। মানসিংহ খস্রুর মামা—তিনি না তোমায় খস্রুর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ?—তাঁরি জন্য। কেমন—না ?

মহা। সাম্রাজ্ঞী, একি ব্যঙ্গ ?

নু। বেশী নয়—একটু, একটু অতি সামান্য ! এত বড় একটা ভার তখন নিতে পেরেছিলে, এখন পার্ব্বেনা কেন মহাব্বৎ খাঁ ? কিন্তু যাক্—তোমার কি উত্তর বল, আমি শুন্‌তে রাজী আছি।

ম। সাম্রাজ্ঞী, মনে কর্ব্বেন না আমি প্রাণের ভয়ে বা রাজদণ্ডের ভয়ে এ দায়িত্ব গ্রহণ কর্ত্তে ইতস্ততঃ কচ্ছি। আমার ইতস্ততের কারণ, শেষটা যদি চেষ্টা ক'রেও কর্ত্তব্য পালন না কর্ত্তে পারি। সাম্রাজ্ঞী, আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যথাসাধ্য কুমারকে বিপথ হ'তে রক্ষা ক'র্ব্ব।

নু। ব্যস্, মহাব্বৎখাঁর নিকট এইটুকুই যথেষ্ট। আর আমি

কিছু চাই না। তবে এস মহাব্বৎ—আজ হ'তে কুমারের ভার তোমার উপর রইল।

(একদিকে নুরজাহান ও অন্য দিক দিয়া মহাব্বৎ খাঁ প্রস্থান করিলেন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আজমীর প্রাসাদ—খস্রুর কক্ষ।

খস্রু ও মীণা।

মীণা। তাইতো, এ যে বিষম সমস্যা!

খস্রু। কি সমস্যা মীণা?

মীণা। এই তুমি যা বল্লে।

খস্রু। তুচ্ছ কথা। মীণা, এই কথায় তুমি আজ এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লে?

মীণা। প্রিয়তম, আমাদের এ শান্তিস্নিগ্ধ প্রশান্ত প্রেম-সমুদ্রের উপরে আজ যে নিষ্ঠুর ঢিলখানি নিক্ষিপ্ত হ'ল, ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে কি এখনও তোমার সন্দেহ আছে? আশ্চর্য্যকুমার, সাম্রাজ্ঞীর এই কার্য্যটীকে সেদিন আমি নিতান্ত স্বার্থশূন্য স্নেহোপহার ব'লেই মনে করেছিলেম!

খস্রু। মীণা, আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এই দুরাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য, একটা বিরাট স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা আমার চক্ষে ভেসে উঠে। কিন্তু আমি এ রমণীকে জব্দ ক'র্ব্ব।

মীণা। কাজ নেই কুমার, এ দুরন্ত রমণীর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় কাজ নেই!

খস্রু। মীণা, তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না। দুঃশীলের আস্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়নি এই রমণী ভারতের সিংহাসনে উপবেশন ক'রেছে, এর মধ্যেই দেখ রাজ্যে কত বিশৃঙ্খলা, কত অমঙ্গল উপস্থিত। আর কয়েক বৎসর শাসন দণ্ড এর হাতে থাকলে— বিষম ব্যাপার উপস্থিত হবে। মীণা, তুমি কি মনে ক'রেচ, নুরজাহান আজকার এই অপমান, এই অবজ্ঞা নীরবেই সহ্য কর্ব্বে?—তা নয়, দু'দিন যেতে না যেতেই দেখ্বে নুরজাহান নিজেই বিবাদের সূত্রপাত কচ্চে—তখন শক্তি পরীক্ষা কর্ত্তেই হবে।

মীণা। তাইত নাথ, এ যে এক বিষম সমস্যা। তবে কেন নাথ, একে তুমি তুচ্ছ কথা ক'য়ে উড়িয়ে দিলে? তবে কি হবে নাথ?

খস্রু। কেন ভাবছ, মীণা? কোন্ মহাকার্য্য সাধনা বিনা সিদ্ধ হয়? আমিও প্রাণপণ ক'রে এ রমণীকে শাসিত কর্ব্বো। তুমি ভেবোনা।

মীণা। নাথ, কাজ নেই বিবাদে, রাজ্যের অমঙ্গল দশ জনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে হয় নিও—ভাগ ক'রে নিলে তা' সহ্য কর্ত্তে পার্বে, কিন্তু সকলের অমঙ্গল নিজের মাথায় টেনে নিয়ে নিজেকে একবারে নিষ্পেষিত ক'রো না। আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারিও না।

খস্রু। সে কি কথা মীণা?

মীণা। কুমার, ভেবে দেখ কি কর্ব্বে। নুরজাহানের কন্যাকে গ্রহণ না কল্লে রাজ্ঞীর ক্রোধের উপশম হবে না।

খস্রু। মীণা, তুমি পাগল হ'য়েচ? আমি তোমায় উপেক্ষা ক'রে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর্ব্বো?

মীণা। তবে কি এই তুচ্ছ রমণীর জন্য, ধন মান, রাজ্য, স্বাধীনতা সব হারাবে?

খস্রু। দু'দিনের স্বাধীনতা যায় যাক্। কিন্তু মীণা স্থির জেনো, নুরজাহান বিবির সাধ্য নাই রাজ্য হ'তে আমায় বঞ্চিত করে। আমি বাদশাহের প্রথম পুত্র—রাজ্য আমারই।

মীণা। সাবধান রাজকুমার, এখনও যদি মোহ থাকে, তবে তা' অপসারিত কর। এ আর অলস আকাশ-কুসুম রচনা নয়—দ্বারে মহা-পরীক্ষা উপস্থিত, এখন সাবধানে আত্ম বলাবল পরীক্ষা কর। আত্মগর্ব্বে নুরজাহানকে উপেক্ষা করোনা। নুরজাহানের যেই কথা সেই কাজ। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না।

খস্রু। কেউ না পারে, আমি পার্ব্বো। আর তাও না হয়, তোমার জন্য রাজ্য লোভ পরিত্যাগ কর্ব্বো।

মীণা। বল কি সাজাদা?

খস্রু। কেন এ কথা কি তুমিও বুঝ্তে পারনা মীণা। মীণা, তোমার প্রণয় তোমার সুখশান্তিতে আমার যে আনন্দ, দু'দশটা ভারত-সাম্রাজ্য লাভের আনন্দও তার কাছে অতি তুচ্ছ।

মীণা। বল কি প্রিয়তম?

খস্রু। মীণা, তোমার সুখ, তোমার শান্তি নষ্ট ক'রে আমি রাজ্য লোভে ব্যস্ত হবো না।

মীণা। প্রিয়তম, প্রিয়তম, এত অনুগ্রহ দাসীর প্রতি! এত অনুগ্রহ তো দাসীর প্রাপ্য নয়,—এত অনুগ্রহের তো দাসী প্রত্যাশী নয়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। খোদাবন্দ, দ্বারে মহাব্বৎ খাঁ ও কুমার শেরইয়ার উপস্থিত।

খস্রু। সসম্ভ্রমে তাদের নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) মীণা, যাও।

[মীণার প্রস্থান।

শেরইয়ার ও মহাব্বৎখাঁর প্রবেশ।

শের। দাদা, তুমি মুক্ত হ'য়েচ শুনে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এলাম।

ম। কুমার, আমার উপর আপনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হ'য়েচে।

খ। (শেরইয়ারের প্রতি) এস ভাই! (মহাব্বৎ খাঁর প্রতি) মহাব্বৎ, তুমি এখনো লাহোরে যাও নি? তোমার পঞ্জাবে যাওয়ার কি হলো?

ম। শীঘ্রই সেখানে যেতে হবে। কুমার খুরম দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন। সম্রাট্ও তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন—বোধ হয় কতক দিন আপনাকে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্তে হবে। তার পর সম্রাট্ আগ্রায় ফিরে গেলে, আমাকে আপনার ভার নিতে হবে।

খ। উত্তম, আমাকে নজরবন্দী হ'য়ে থাক্তে হবে, তা আমি পূর্ব্বেই বুঝ্তে পেরেছি। শেরইয়ার, আমার এ স্বাধীনতার অর্থ কি জান?

শে। না ভাই—এর আবার অর্থ কি?

খ। আছে—বিশেষ অর্থ আছে। মহাব্বৎ, এ স্বাধীনতা আমায় সম্রাট্ স্বেচ্ছায় দেন নি—আমার এ মুক্তির মূলে রাজ্ঞী নুরজাহান।

শে। কি রকম?

খ। তিনি সম্রাট্কে অনুরোধ ক'রে এ স্বাধীনতা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন?

ম। তাঁর উদ্দেশ্য?

খ। অতি মহৎ!—আমি আমার চির-সঙ্গিনী বেগমকে অবহেলা ক'রে, পুনঃ তাঁর কন্যাকে বিবাহ করি।

ম। বিবাহ করেন! নুরজাহানের কন্যাকে?

শে। সোহানাকে।

খ। হাঁ, নুরজাহানের কন্যাকে—সোহানাকে!

ম। সাজাদা কি ঠিক ক'রেছেন।

খ। আমি অবজ্ঞার সহিত রাজ্ঞীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রেছি।

ম। প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন?

খ। হাঁ মহাব্বৎ, প্রত্যাখ্যান ক'রেছি। একটা সাম্রাজ্যের জন্যে, একটা রমণীর দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে, আমার জীবন-মরণের সঙ্গিনীকে উপেক্ষা ক'রে পুনঃ দ্বারপরিগ্রহ করা আমি সঙ্গত মনে করিনি। তা আমি পার্‌ব না।

শে। উঃ! একটা গুরুভার নেবে গেল।

ম। তার পর?

খ। তার পর রাজ্ঞী ক্রোধভরে চলে গেলেন। তখনি বুঝ্‌তে পাল্লুম, আমার মুক্তি আবার বন্ধনে পরিণত হবে।

শে। কৈ, তাতো হয় নি।

খ। হয় নি? আর বাকি কি? আগে শৃঙ্খলবন্ধনে ছিলাম—এখন নজরবন্দী হলুম।

ম। ওঃ, তাই এই দায়িত্বের কথা হচ্ছিল। আর তাই বুঝি রো সাহেবকে কুমারের সঙ্গে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত হ'য়েচে!

খ। রো সাহেব কে?

ম। জানেন না? বিলাতের দূত! সেদেশের রাজার নিকট হতে কি আর্জ্জি নিয়ে সম্রাটের নিকট এয়েছে। আচ্ছা কুমার, এতে রাজ্ঞীর এত ক্রোধের কারণ কি?

খ। বুঝ্‌তে পাল্লে না? রাজ্ঞী চান, তাঁর পরে তাঁর কন্যাও এই ভারত-সিংহাসন অধিকার করুন।

ম। ওঃ! কিন্তু আপনি কি ঠিক এইরূপ অনুমান করেন।

খ। শুধু অনুমান নয়, বিশ্বাস করি। রাজ্ঞী স্বয়ং সে কথা খুলে বল্‌তে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বল্লেন, "খস্রু, কেবল আমার কন্যা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তুমি হিন্দুস্থানের সিংহাসন, আমার আশীর্ব্বাদ ও সম্রাটের স্নেহ, সব হারালে।" এর অর্থ কি কর্‌তে চাও মহাব্বৎ?

ম। কিন্তু সাজাদা, রাজ্ঞীর এ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। আপনার মত স্থিরবুদ্ধি যুবকের এ প্রলাপে উৎকণ্ঠিত হওয়া অনুচিত।

খ। মহাব্বৎ, প্রলাপ বলে রাজ্ঞীর এ ভ্রুকুটীকে উড়িয়ে দিও না। নুর-জাহান যা' বলে, তাই করে—কেউ তাকে রোধ ক'রে রাখ্‌তে পারে না।

ম। কুমার, আমি আপনার মাতুল মানসিংহের নিকটে আপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুত। অধর্ম্ম-পথে আপনার প্রতি অত্যাচার হ'লে আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌ব।

খ। মহাব্বৎ, তুমি যে এখন আমার প্রহরী। এ কথা তোমায় সাজে না। রাজ্ঞীর হুকুম হ'লে, কালই হয়ত তুমি আমায় বন্দী কর্‌বে।

ম। কুমার, আমি হুকুমের দাস সত্য, কিন্তু তবু আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নই। যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যতদূর সম্ভব তা রক্ষা কর্ব্ব। কুমার, আপনি যদি বিদ্রোহী না হতেন, তবে স্বয়ং বাদসাহের সাধ্য ছিল না আপনাকে বন্দী করেন। অধর্ম্মপথে আপনাকে বন্দী কর্‌লে, মহাব্বৎ খাঁ স্বয়ং বাদসাহকেও গ্রাহ্য কর্ত্ত না। ঠিক জান্‌বেন, যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে থাক্‌বেন, ততদিন পর্য্যন্ত মহাব্বৎ খাঁ আপনাকে পরিত্যাগ কর্ব্বে না। মহাব্বৎ খাঁ আপনাকে অধর্ম্মপথ হ'তে রক্ষা কর্ব্বার প্রহরী মাত্র, আপনাকে বিপদগ্রস্ত ক'রে রাখ্‌বার প্রহরী নয়।

খ। সেনাপতি, তোমায় ধন্যবাদ। কিন্তু সম্রাটের আদেশ কি ক'রে তুমি অমান্য কর্ব্বে?

ম। সে আদেশ ন্যায়সঙ্গত হ'লে তা আমার অমান্য কর্ব্বার সাধ্য নাই। অন্যায় হলে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হব না।

খ। মহাব্বৎ, তোমাকে আমার ভয় নাই—আমি সাদরে তোমার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ কল্লেম। তুমি অত্যন্ত মহৎ। শেরইয়ার, তোমার ভাই কোথা?

শে। কে, খুরম? তিনি সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে রওয়ানা হ'য়ে গেলেন। তিনি আপাততঃ বুরহানপুরে থাক্‌বেন।

খ। রওয়ানা হ'য়ে গিয়েছেন? তার সঙ্গে যে আমার দেখা করার প্রয়োজন ছিল।

শে। তার জন্য চিন্তা কি? আমরাও সেই দিকে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে মাণ্ডুতে তার পুনঃ সাক্ষাৎ হবে। আপনাকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবার জন্যই সম্রাট্ আমায় বল্‌তে পাঠিয়েছেন।

খ। আমাদের কখন রওয়ানা হ'তে হবে।

শে। অদ্যই সন্ধ্যায়।

খ। বেশ, আমি প্রস্তুত। এখুনি আমি সব বন্দোবস্ত কচ্ছি। এস শেরইয়ার, এস মহাব্বৎ।

[একদিকে মহাব্বৎ ও একদিকে খস্রুর প্রস্থান।

শে। ওঃ রাজ্ঞী সোহানাকে সিংহাসনে বসাতে চায়? তবে এ দুরাশা আমার কেন? শেরইয়ার, তুমি সকলের কনিষ্ঠ—সিংহাসনের আশা তোমার নাই? তুমি কেন এ বালিকার প্রণয়ে উন্মত্ত হ'লে? পঙ্গু হ'য়ে কেন তুমি চাঁদ ধর্‌তে হাত বাড়ালে?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মাণ্ডু—খুরমের শিবির।

দূরে মাণ্ডুদুর্গের অভ্রভেদী বিশাল ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে।
খুরম ও তাজমহল একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিলেন।

তা। কি বিরাট এই ভগ্নস্তূপ রাশি! যেন একটা অভ্রভেদী হিমালয় শৃঙ্গের মত আকাশ ভেদ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদিকে মনুষ্যের অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল ও অন্যদিকে অদ্ভুত ধ্বংস শক্তির পরিচয় দিচ্চে। উঃ কি বিশ্বকর্ম্মাই এই দুর্গ গড়েছিল।

খু। জান তাজমহল, কার এ কীর্ত্তি? কার অর্থরাশিতে এ দুর্গের সৃষ্টি হ'য়েছিল।

তা। কার প্রিয়তম?

খু। একটী কর্ম্মকারের—একজন হীন, দীন, দৈনিকপরিশ্রমলব্ধ-অন্নে পুষ্ট শ্রমজীবী কর্ম্মকারের।

তা। এমন গম্ভীর সময়ে, এমন বিরাট কৌতূহলের উত্তরে এমন অসার ব্যঙ্গ করো না, প্রাণেশ্বর।

খু। ব্যঙ্গ? এ ব্যঙ্গ নয় তাজমহল। তবু এ ব্যঙ্গের মতই অদ্ভুত বটে। শোন তবে, এক কাঠুরিয়া একবার কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে একটা অপূর্ব্ব পাথর পেয়েছিল। সে পাথরটা পরেশ পাথর। তার এম্নি গুণ যে, যখনই কোন লৌহখণ্ডের সঙ্গে তার স্পর্শ হতো, তখনই সেই লৌহখণ্ড স্বর্ণ হয়ে যেতো। মূর্খ কাঠুরিয়া সোণা কখনও দেখেনি, তা চিন্‌তে পার্ত্ত না। তাই, একদিন যখন তার কুড়লখানা হঠাৎ সেই পাথরটা স্পর্শে সোণা হ'য়ে গেলো, সে কুড়লটা বিগ্‌ড়ে গেল ভেবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

কামারের কাছে এসে সব কথা বল্‌লো। তুষ্ট কামার সব শুনে, তাকে একটা নূতন লোহার কুড়ল দিয়ে সন্তুষ্ট ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে, আর সে দিনই রাত্রিতে চুপি চুপি পাহাড়ে যেয়ে সে পাথরটা খুঁজে নিয়ে এলো। সে দিন হতে নিমেষে মণে মণ সোণা তার ঘরে জমা হতে লাগ্‌লো! তার পর সেই অফুরন্ত ধন রক্ষা কর্ব্বার জন্যেই লক্ষ লক্ষ মণ সোণা দিয়ে কামার এই বিরাট দুর্গ গড়্‌লে।

তা। এ এক আজগুবী গল্প!

খু। এ আজগুবী নয়, তাজমহল। চেয়ে দেখ এ বিরাট ভগ্নপুরীর দিকে—এও এক আজগুবী সৃষ্টি বটে। কিন্তু তবু এ সত্যি—চক্ষে দেখ্‌চি ব'লে বিশ্বাস কর্ত্তে হচ্চে। নতুবা এর বর্ণনাটাও এমনি একটা আজগুবী গল্প বলে মনে হতো। এমন একটা আজগুবী সৃষ্টির জন্যে যে এমনই একটা আজগুবী ব্যাপার ঘটেছিল, তাতে আর সন্দেহ কি তাজমহল?

তা। কিন্তু সে পরেশ পাথর?—এখন সেটী কোথায়?

খু। নর্ম্মদার গর্ভে। সেই কর্ম্মকার যখন এত বড় হলো, তখন আর সে কামার রইল না—তার রাজা উপাধি হলো, যা হ'য়ে থাকে। তখন তার মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বার জন্য বুরহনপুরের কুমার অস্থির হ'লেন। কামার রাজা সে বিয়েতে তার কন্যাকে সেই পাথরটা পুরস্কার দিলে, আর কিছুই দিলে না। সুধু একখানি ক্ষুদ্র পাথর যৌতুক দেখে কুমারের বাপ, বুরহনপুরের রাজা ক্ষেপে রেগে সেটা নর্ম্মদার জলে ফেলে দিলে। অবশ্য সে তখন তার গুণ জান্‌তো না।

তা। তারপর যখন জান্‌লে।

খু। তখন হায় হায় কর্‌লে, আর বুক চাপ্‌ড়ালে। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও সে পাথর আর পাওয়া গেল না।

তা। আর পাওয়া গেল না?

খু। না। কিন্তু তার অনেক দিন পর, আজ কয়েক বৎসর হ'লো আমার পিতামহ জগতপূজ্য আকবর সা একবার সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে যাবার সময় হাতীর পীঠে চড়ে নর্ম্মদা পার হন, তখন তাঁর হাতীর পায়ের শিকলের সঙ্গে সে মণিটার স্পর্শ হয়েছিল। তখন তিনি পুনঃ তার উদ্ধারের চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁর চেষ্টা বিফল হয়। সেই অবধি সেই পাথরটা ঐ নদীগর্ভেই আছে।

তা। আকবর সার হাতীর শিকলটাও তেমনি সোণা হয়ে গিয়েছিল?

খু। একবারে নিরেট সোণা—অত ভারী শিকলটা একবারেই নিরেট সোণা হয়ে গিয়েছিলো!

তা। আশ্চর্য্য! ও কি?

(দূরে তোপধ্বনি)

খু। প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। জনাব?

খু। তোপ কিসের?

প্র। বাদসাহের শিবির হ'তে নুরজাহান রাজ্ঞী কুমারের সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে আস্‌চেন। তারই সঙ্কেতধ্বনি।

খু। রাজ্ঞী আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে আস্‌চেন?

প্র। হাঁ জনাব। এইমাত্র সে খবর নিয়ে একজন দূত এসেছিলো।

তাজমহল ও খুরম বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

খু। (প্রহরীর প্রতি) আচ্ছা যাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

খু। অসময়ে এ সাক্ষাতের প্রয়োজন কি তাজমহল?

তা। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—অবশ্য বিশেষ কারণ আছে।

খু। শুনেচ তাজমহল, সেদিন এই রাজ্ঞী আমার ভাই খস্রুকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন?

তা। শুনেছি—তাতেও একটা বিশেষ কারণ থাকবার খুব সম্ভাবনা।

খু। কেন?

তা। তা না হ'লে, কথা নেই; বার্ত্তা নেই, সাম্রাজ্ঞীর মনে হঠাৎ এই করুণ সুর বেজে উঠবে কেন?

খু। তাজমহল, তুমি একটু অতিরিক্ত সন্দিহান্ নারী। আগে মনে কর্ত্তুম, তোমার এ সন্দেহটা বুঝি আমার প্রতি একটা প্রেমের ও অভিমানের দৌরাত্ম্য মাত্র। কিন্তু এখন দেকচি ঠিক তা নয়। কেন, তুমি কি মনে কর সাম্রাজ্ঞী কোন স্বার্থের বশীভূত হ'য়েই এ কার্য্য করেছেন?

তা। সরল স্বামীটী আমার, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রাজ্য শাসন কর্ব্বে—যুদ্ধ জয় কর্ব্বে? একবার ভেবে দেখ দেখি, পিতৃস্নেহ বড়, না বিমাতৃস্নেহ বড়? বিশেষতঃ সে বিমাতা যখন নুরজাহান! তোমার ভাই খস্রু, তোমার পিতার নয়নের মণি—সেই নয়নের-মণি পুত্রটীকে বাদসাহ রাজনীতির খাতিরে বন্দী ক'রে রাখলেন, আর কোথাকার কোন্ উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী রমণী, কথা নেই, বার্ত্তা নেই সাধ কোরে এসে, সেই নিজের পথের কণ্টকটীকেই নিজের পথে ছড়িয়ে দিলে! স্বামিন্, তুমি কি এখনও আমার পিসিমাটীকে চিন্‌তে পাল্লে না?

খু। না তাজমহল, এ তুমি অন্যায় সন্দেহ কচ্ছো। তাজমহল, জোর করে জিনিসের কদর্য্য পীঠ দেকতে চেয়ো না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। হুজুর, দ্বারে বেগম সাহেবা উপস্থিত!

খু। সসম্ভ্রমে তাকে নিয়ে এস। না, দাঁড়াও, আমরা নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা কর্ত্তে যাচ্ছি।

(তাজমহল ও খুরম প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ের সঙ্গে রাজ্ঞী প্রবিষ্টা হইলেন)।

নুর। খুরম, সংবাদ জানো? আমি খস্রুকে মুক্তি দিয়েছি।

খু। সাম্রাজ্ঞী, আপনার অসীম দয়া। এ অযাচিত দয়ায় যে কেবল খস্রুই ধন্য হয়েচে, তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আনন্দিত হয়েচে। সাম্রাজ্ঞী, আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

নুর। খুরম, আমি যে কেবল খস্রুকে মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেম, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদচিহ্নস্বরূপ তাকে আমার একমাত্র কন্যারত্নটীও দান কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু খুরম, সে আশীর্ব্বাদের কি প্রতিদান হয়েচে জানো?

(খুরম ও তাজমহল বিস্ময়ে নীরব রহিলেন)।

নুর। আমার সে আশীর্ব্বাদের প্রতিদান স্বরূপ কুমার আমার উপর এক বিরাট অপমানের ভার চাপিয়ে দিয়েছে। সে আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, আমাকে ও সম্রাট্‌কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে সহস্র কথা বলেছে। খুরম, আমি সে অপমানের জ্বালা সহ্য কর্ত্তে না পেরে তোমার নিকট ছুটে এসেচি।

খু। আজ্ঞে করুন সাম্রাজ্ঞী, আপনার কি কার্য্য সম্পন্ন কর্ত্তে পারি।

নুর। খুরম, অভিমানিনী কন্যা আমার এ অপমানের ভার সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না।

খু। আজ্ঞে করুন, সাম্রাজ্ঞী।

নুর। খুরম, আমি দেখ্‌তে চাই যে, খস্রু যে আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, এটা তার মুর্খতা মাত্র। খস্রুর অপেক্ষাও বুদ্ধিমান,

খস্রুর অপেক্ষাও আশা ভরসার স্থল, খস্রুর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নুর-জাহান-দুহিতার জন্য উন্মত্ত।

খু। খস্রুর অপেক্ষাও এমন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র কে সাম্রাজ্ঞী ?

নুর। সে পাত্র তুমি।

(খুরম ও তাজমহল উভয়েই চমকিত হইলেন।)

খু। সাম্রাজ্ঞী, আপনি কি আমার হস্তে আপনার দুহিতাকে অর্পিত কর্ত্তে চান ?

নুর। কেবল দুহিতা নয় খুরম, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য, ধন, মান, রাজস্নেহ-সকল।

খু। অসম্ভব !

নুর। কিছু অসম্ভব নয়, খুরম। মুর্খ খস্রু নিজদোষে সকল হারিয়েছে; পরভেজ উদাসীন; খুরম, রাজ্য চাও তো এই সুযোগ ! ভেবে দেখ।

খু। সাম্রাজ্ঞী, আমি রাজ্য চাইনা, ধন চাইনা, সম্পদ চাইনা, শুধু আপনকার আশীর্ব্বাদ চাই, আর চাই, আপনার এই সুন্দরী ভ্রাতুস্পুত্রীটীর নিস্বার্থ, অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বিতারহিত প্রেম-সাধনা। সাম্রাজ্ঞী, আমাকে এই ভিক্ষা দিন।

নুর। একি ! তবে কি তুমিও খুরম, আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান কল্লে।

তাজ। (নুরজাহানের সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবেশন পূর্ব্বক) পিসিমা !

নুর। একি তাজমহল ?

তাজ। তোমার স্নেহের ভাইঝিকে একটী ভিক্ষা দাও।

নুর। কি ভিক্ষা, তাজমহল ?

তাজ। আমাকে সপত্নী-বিভীষিকা হ'তে পরিত্রাণ কর।

নুর। তাজমহল, সোহানা তোর ভগ্নী। অসংখ্য সপত্নীর মধ্যে একটীর স্থানও কি তুই তাকে দিতে পারিস্ না ?

তাজ। না পিসি মা, আমার স্নেহের ভগ্নীর সঙ্গে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চাইনা। পিসিমা, ভেবে দেখ, তোমার কন্যা যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী, তার ভাগ লাভ করা অপরের পক্ষে কি সে কঠিন ব্যাপার!

নুর। তাজমহল, তুই কি রাজ্য লোভ করিস্ ?

তাজ। না পিসিমা, আমি রাজ্য চাইনা, আমি স্বামী চাই।

নুর। তাজমহল, ছলনা করিস্ না। যদি রাজ্য চাস্ তবে এই সুযোগ! উভয় ভগ্নীতে এ সিংহাসন দখল কর্। যদি না চাস্, তবে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আনিস্ না।

তাজ। বুঝ্‌তে পাল্লে না—সে রাজ্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় পিসিমা, সে স্বামীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পিসিমা, রমণীর নিকট রাজ্য তুচ্ছ, ধন তুচ্ছ, সকলই তুচ্ছ, সকলের উপর তাদের স্বামী। সেই স্বামীর জন্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

নুর। আমাকে উপলক্ষ ক'রে কি এই উপদেশ বাণী ? (তাজমহলের প্রতি) ভাল, এতদিনে কি সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছ, তাজমহল ?

তাজ। না পাইনি—কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিই চিরজয়ী হয়েচি। কিন্তু পিসিমা, তোমার কন্যার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হব, আমার সে স্পর্দ্ধা, সে ভরসা নাই।

নুর। মূর্খ মেয়ে, তবে কি তোর জন্যে আমায় এ অপমানের বোঝা মাথায় চেপে রাখ্‌তে হবে ?

তাজ। পিসিমা, ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্নেহের আবরণে সে অপমানকে ঢেকে রাখ।

নুর। ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপযুক্ত কথা বটে! খুরম, আমি শুন্তে চাই, এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি ?

(খুরম মস্তক অবনত করিয়া নীরব রহিলেন।)

নুর। খুরম, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

খু। সাম্রাজ্ঞী, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

তাজ। স্বামিন্, পুরুষের প্রাণ কি এতই চঞ্চল ? এইমাত্র যাকে দেখে আত্মহারা হচ্ছিলে, জীবনে-মরণে এইমাত্র যাকে পরিত্যাগ কর্ব্বে না প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছিলে, সেই স্নেহপাত্রীকে কি একটা রাজ্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রলোভন দেখেই রাখ্‌বে কি ছাড়্‌বে বুঝে উঠ্‌তে পাল্লে না ? স্বামিন্, এই তোমার প্রণয়ের মূল্য ?—ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপেই যে প্রেম-সাগরে এতটুকু চঞ্চলতা উঠে, প্রবল মন্থনে সে প্রেমের কতটুকু অবশিষ্ট থাক্‌বে, প্রাণেশ্বর ?

নুর। খুরম, ভেবে দেখ।

তাজ। প্রিয়তম, ভাববার কিছু নাই। একদিকে আমি, আর এক দিকে সোহানা, রাজ্য, রাজ-সম্পদ,—বেছে নেও।

নুর। খুরম, আমার কন্যা অপূর্ব্ব রূপবতী!

তাজ। প্রিয়তম, নিরপেক্ষভাবে আবার একবার নূতন ক'রে আমার দিকে চাও দেখি, সে সৌন্দর্য্য অভাগিনীর সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত কর্ত্তে পারে কি না ?

নুর। খুরম, আমার কন্যা অপূর্ব্ব গুণবতী।

তাজ। প্রিয়তম, এইমাত্র দাসীকে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব'লে আস্‌মানে তুল্‌ছিলে। ভেবে দেখ।

নুর। খুরম, খুরম, সে সৌন্দর্য্য, সে গুণ, একটা দীনা, হীনা, প্রেম-কাতরা বালিকার শক্তি-সম্পদহীন ঐশ্বর্য্য নহে—সঙ্গে সঙ্গে তার হিন্দুস্থানের সিংহাসন উপঢৌকন!

তাজ। সাম্রাজ্ঞী, অন্দরমণি, কথায় কথায় সিংহাসনের গর্ব্ব কর, কথায় কথায় সিংহাসন বিতরণ কর, এ সিংহাসন তোমার কত দিনের? প্রলোভন দেখিয়ে, নীচ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েচ, কিন্তু একবার ভেবে দেখেচ কি, এ সিংহাসন তোমার কত দিনের? মনে পড়ে, দীন হীন পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে, একবিন্দু স্নিগ্ধ বারির জন্য বৈদেশিক বণিকের কৃপাভিক্ষার্থিনী হ'য়েছিলে; তোমার ভরণপোষণ দুর্ব্বহ ভেবে তোমার পিতামাতা তোমায় দিগন্ত-বিস্তৃত সীমাহীন অন্তহীন এক আতপতপ্ত মরুভূমির মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছিল; সেই তুমি, সেই দীনের দীন তুচ্ছ নুরজাহান আজ ভাগ্যচক্রবশে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসেচ ব'লে কি একবারে অহঙ্কারে উন্মত্ত হ'য়ে গিয়েছ? আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রী কিছু জ্ঞান নাই? কেবল স্বার্থের জন্য উন্মত্ত! ভেবে দেখচ কি, এই আকস্মিক উন্নতি আবার এমনই একটা আকস্মিক পতনে পরিণত হতে পারে?

খু। তাজমহল, তাজমহল, কি ক'চ্ছ?—চুপ কর।

তাজ। সাম্রাজ্ঞী, মনে রেখো, যে তাতার রক্তে তোমার শরীর পুষ্ট, সে তাতার রক্ত আমার ধমনীতেও সঞ্চরিত হ'চ্চে, যে পিতা মাতার রক্তে তুমি বর্দ্ধিত, সে পিতা মাতার রক্ত আমার দেহেও এসে পৌঁছেছে, পার্ব্বত্যভূমি বোখারার যে তেজোগর্ব্ব তোমার দেহকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে, আমার দেহেও তার অভাব নেই। যদি এই রক্ত, এই তেজোগর্ব্ব ও এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি নিয়ে তুমি হিন্দুস্থানের সিংহাসন জয় ক'র্ত্তে পেরে

থাক, তা হ'লে প্রয়োজন হ'লে, তাজমহলও তা ক'র্ত্তে অক্ষম হবে না। এ তুচ্ছ সামগ্রীর জন্য রাজকুমারকে তোমার শরণাপন্ন হ'য়ে দরকার নেই।

নুর। তবে এই কথা, খুরম ?

তাজ। এই কথা সাম্রাজ্ঞী।

নুর। তথাস্তু। প্রহরী !

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। হুজুরালি—

নুর। তাঞ্জাম প্রস্তুত কর—পথ দেখিয়ে যাও।

খু। ক্রোধ সম্বরণ করুন, বেগম সাহেবা।

[প্রহরী সহ নুরজাহানের প্রস্থান।

খু। কাজটা ভাল ক'ল্লে না, তাজমহল।

তাজ। বেশ ক'রেচি—কিসের ভয় ? কে উনি ? বাদসাহের সহস্র বেগমের মধ্যে উনি একজন। সিংহাসনের লোভ দেখিয়া যথেচ্ছাচার করা, তার সাজে না।

খু। নুরজাহান সহস্রের মধ্যে একজন সত্য, কিন্তু নুরজাহান সহস্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ! তাঁর কথায় বাদসাহ উঠা-নাবা করেন।

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ)

প্র। হুজুর, রো সাহেব দেখা ক'র্ত্তে এয়েছেন।

খু। যত সাক্ষাৎ আজ এই দু'পুর রাত্রিতে ! হ'য়েছে কি ?

তাজ। বল ফুরসৎ নেই—এখন দেখা হবে না।

প্র। তিনি অনেকবার এসে ফিরে গেচেন। বল্‌চেন, তার বিশেষ দরকার।

খু। আচ্ছা নিয়ে এস—কিছু বক্‌সিস্ দিলেই আপদ চুকে যাবে এখন। এ এক বিভ্রাট! না বুঝি কথা, না বুঝি হাত-নাড়া।

(রো সাহেবের প্রবেশ)

রো। Good-night Prince, হামি অনেক কষ্টে এবার হুজুরের সাক্ষাট্ পেয়েছে।

খু। বেশ ক'রেছে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত সাহেব! বড় অসময়ে এসেচো—এখন আমাদের মোটেই ফুরসৎ নেই। এই নাও—এই পোষাকটা পর, আর আজ যাও।

রো। হামি বিশেষ কার্য্যে এসেচি।

খু। কার্য্য কাল হ'বে—আজ সময় নেই। ওকি, দেক্‌চো কি? পর্‌তে পার্ব্বে না? র'সো দেখিয়ে দিচ্চি। বাঁদি—

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। জনাব—

খু। সাহেবকে জামা পরাও।

(বাঁদীর তদ্রূপ করণ)

রো। Oh! Stiff—stiff—it will make a fool of me.

তা। কি বক্‌চো সাহেব?

রো। বিবি, হামেরা এমন জামা পরে না।

তাজ। তাইতো আদর ক'রে এটা তোমায় দিলুম, সাহেব। বেশ মানিয়েছে কিন্তু! কাল এই পোষাকটা পরে দরবারে যেও।

রো। Absurd! What a fool am I to expose myself to such redicule!—put off—put off—

খু। ওকি কচ্ছ সাহেব?

তাজ। খোল না, খোল না, এই বেশে ফির্‌তে হ'বে।

রো। No—no—

তাজ। আলবৎ, আলবৎ—দেখ সাহেব, তা না হ'লে আমি রাগ কর্ব্ব।

রো। Undone! I must bow to her whim. সেলাম সাহেব, সেলাম বেগম সাহেবা—Good bye.

খুরম ও তাজ। এস সাহেব—সেলাম।

[রো সাহেবের প্রস্থান।

তাজ। সাহেব বড় ভালমানুষ, জাত্‌টাও বেশ অমায়িক—ওকি? তুমি কি ভাব্‌চো, কুমার? সোহানার মুখখানি কি?

খুরম স্থির দৃষ্টিতে তাজমহলের দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন, "আমাকে তত অধম মনে ক'রো না, তাজমহল। তোমার অনিচ্ছায় আমি এমত কাজ ক'র্ব্ব না।"

তাজ। আচ্ছা প্রিয়তম, তুমি কি সাম্রাজ্যের লোভ কর?

খু। সাম্রাজ্যের প্রলোভন কা'কে না আকৃষ্ট ক'রে তাজমহল? কিন্তু প্রিয়ে, অধর্ম্মপথে আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হ'ব না। আমার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান, তাঁদের বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র ক'র্ব্ব না।

তাজ। তবে সে প্রলোভনটুকু রেখে দরকার? তবে কেন নুর-জাহানকে তুমি স্পষ্ট কথা বল্‌তে তখন কুণ্ঠিত হ'লে?

খু। কিন্তু তাজমহল, পৃথিবী অনিত্য, সংসার পরিবর্ত্তনশীল, রাজ-কুমারগণের জীবন পদ্মপত্রের জলের মত অনিশ্চিত। যদি কোনও কারণে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, যদি সত্যি সত্যি ন্যায্য ভাবে কখনো এ রাজ্যের ভার আমার উপর এসে পড়ে, তবে কেন মিছি মিছি শত্রু-সংখ্যা বর্দ্ধিত ক'রে সে পথ কণ্টকময় ক'র্ব্ব? বিশেষ, যখন

সে শত্রু নুরজাহানের মত প্রবলশক্তি-সম্পন্ন তাজমহল, নির্ব্বাকের শত্রু নেই—তার জন্যেই আমি চুপ ক'রে ছিলেম।

তাজ। প্রিয়তম, সত্য গোপন ক'রো না। বল দেখি সত্যই কি তুমি রাজ্যাশা-মুক্ত ?

খু। তাজমহল, একদিনের একটা ঘটনার কথা তোমায় বলিনি—তোমার নিকট কেন, কাকেও বলিনি। আমি যখন সে বার মেবার জয় ক'র্ত্তে যাই, তখন একজন প্রসিদ্ধ ফকিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ফকির আমায় দেখে বলেছিলো, "কিছু চিন্তা নাই বৎস, অগ্রসর হও—যুদ্ধে তোমার নিশ্চিত জয়।" আমি তখন এ কথাটায় ততটা আস্থা স্থাপন ক'র্ত্তে পারিনি, কারণ সে সময়ে আমাদের সৈন্যের অবস্থা বড় শোচনীয়। মেবারের দুর্জ্জয় পার্ব্বত্যবাহিনীর নিকট সেই সৈন্যদলের জয়াশা একটা দূরাশা বলেই মনে হ'চ্ছিল। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি আমাদের জয় হলো, তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম, এর মধ্যে একটু দৈব কৃপাও ছিল নিশ্চয়। আস্‌বার সময় আবার সেই ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ফকির আমাকে দেখেই বল্লে, "কেমন, বড় যে অবিশ্বাস করেছিলে—এখন ?" তাকে যে আমি অবিশ্বাস করেছিলুম, সে কথাটা আমি কাকেও বলিনি। তবু সে কি ক'রে তা টের পেলে, তা ভেবে আমি ভারি আশ্চর্য্য হলুম। তারপর সে আমার হাতখানি টেনে নিয়ে সেই দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল, পরে একটা ভারি আশ্চর্য্য কথা ব'ল্লে।

তাজ। কি সে কথা ?

খু। সে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি সে কথা শুনে সুখী হ'ব কি দুঃখী হ'ব, বুঝতে পাল্লুম না। ফকির বল্লে, "তোমার ভাগ্যে বাদশাই আছে।" আমি পরিহাস ক'রে বল্লেম, "রোমের বাদশাই বুঝি ?" ফকির ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লে, "তবু অবিশ্বাস ?" তার পর কোথায় দ্রুত চলে গেল—আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না!

তাজমহল ও খুরম উভয়ে কতক্ষণ নীরব রহিলেন। তার পর তাজমহল হঠাৎ উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—

"কুমার প্রতিজ্ঞা কর, সম্পদে হউক, বিপদে হউক, কখনও দাসীকে পরিত্যাগ কর্ব্বেনা।"

খু। উঠ তাজমহল, উঠ! রাজ্য নসীবে থাকে তা আপনি আস্‌বে, তোমার প্রেম উপেক্ষা করে আমি তা অর্জ্জন ক'র্ত্তে যাব কেন? সেজন্য উদ্বিগ্ন হ'য়োনা, তাজমহল।

তাজ। উঃ! মাথাটা 'ঝিম্‌ঝিম্‌' কচ্ছে—একটু সঙ্গীত—বাঁদি—

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হুজুর!

তাজ। সঙ্গীত।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও সঙ্গীত)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য—খানখানানের শিবির।

খানখানান ও মালেক অম্বর।

খান। আর আমি আপনার সাহায্য ক'র্ত্তে পার্ব্বোনা—কুমার খুরম দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত। শুন্‌চি নাকি সম্রাটও মাণ্ডু পর্য্যন্ত এসেচেন।

মালেক। তা হ'লে আমাদের উপায়? আমারা যে আপনার কথায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি।

খান। আমার যথাসাধ্য করেচি—আমাদ্বারা আর কিছু হ'তে পার্ব্বেনা ; তা'হলে আমিও মারা যাব।

মালেক। না হয়, আরও কিছু অর্থ নিন্। কুমারকেও বশীভূত করুন।

খান। সে দুরাশা ত্যাগ করুন। আপনি তাকে চেনেন্ না। সে গম্ভীর, বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী—শিরায় শিরায় তার আত্মসম্মানের তাড়িৎ ছুট্ছে—উৎকোচের উল্লেখমাত্রে তার উষ্ণশোণিত তীব্র হ'য়ে ছুট্‌বে—শেষটা হিতে বিপরীত হবে।

মা। তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য ?

খান। তাই বোধ হ'চ্ছে!

মা। তবে আমাদের অর্থ ফিরিয়ে দিন। আমরা তার বিনিময়ে কিছু পাইনি।

খান। সেই কথা বল্‌তেই আপনাকে আহ্বান করেছি।

মা। অর্থ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন ?

খান। অর্থ আমি খরচ ক'রে ফেলেচি, তা আর দিতে পার্ব্বোনা।

মা। দিতে পার্ব্বেন না! তা'হলে এ জুয়াচুরি ?

খান। আমেদনগর-সচিব, বাক্যব্যয়ে অসংযত হবেন না।

মা। আপনিই অসংযত হ'তে বাধ্য করেচেন—হয়ত অস্ত্র ধর্‌তেও বাধ্য কর্ব্বেন।

খান। যদি তাই হয়, তা'হলে মনে রাখ্‌বেন সচিব মহাশয় যে, সেটা আপনার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের কারণ হবে না।

মা। কারণ, এখন আমি আপনার গহ্বরে ? কিন্তু এও শুনে থাক্‌বেন সেনাপতি, ব্যাঘ্র শৃগালের গহ্বরে প্রবেশ ক'র্ত্তে কখনো শঙ্কিত হয় না।

থান। কে শৃগাল, কে ব্যাঘ্র, ভরসা করি শীঘ্র সেটা সপ্রমাণিত হতে পার্ব্বে। কিন্তু এখন আমি আপনার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা কর্ত্তে চাইনা। শত্রু-তার পরিবর্ত্তে মিত্রতার মধ্যে যদি মীমাংসা কর্ত্তে চান, তবে আমি একটা প্রস্তাব ক'র্ত্তে পারি।

মা। কি প্রস্তাব, বলুন।

থান। আপনি আপনার পুত্রের জন্য আমার কন্যাকে প্রার্থনা করেছিলেন ?

মা। হাঁ, আপনি তাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

থান। তখন হয়েছিলুম, কিন্তু এখন আমি রাজী আছি। এই বিবাহে কন্যাকে আপনার লক্ষ মুদ্রা দেবার কথা।

মা। আমিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'র্ত্তে প্রস্তুত। আমার পুত্র আপনার কন্যার বিশেষ অনুরাগী।

থান। প্রতিশ্রুতি আমি চাই না। সেই অর্থে আমি ঋণ পরিশোধ ক'র্ব্ব।

মা। আপনি যথার্থ বল্‌চেন ?

থান। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি।

মা। ব্যস্—তাহ'লে আপনার ঋণপরিশোধেও আর দরকার নেই। ঐ অর্থ আমি অগ্নি দিলুম। আপনার কন্যার যা প্রাপ্য, তাও পাবেন।

থান। আপনাকে ধন্যবাদ। আসুন, আলিঙ্গন করি।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

মা। তবে এই কথা রইল। আমি চল্লুম—শীঘ্রই বিবাহের দিন আপনাকে জানাবো।

থান। তাই হোক।

[মালেক আম্বরের প্রস্থান।

খান। শেষকালে দুষমনের সঙ্গে বৈবাহিকসম্বন্ধে আবদ্ধ হতে হলো! সকলই নসীব—নসীব—

(খয়েরউন্নেসার প্রবেশ)

খয়ের। পিতা!

খান। কে—খয়ের? মা, আমি তোমার বিবাহ ঠিক করেছি।

খয়ের। বিবাহ! সে কোথায় পিতা?

খান। মালেক অম্বরের পুত্র—হিম্মতের সঙ্গে।

খয়ের। আমেদনগরীর সঙ্গে! আমেদনগরের সচিবপুত্র হিম্মত আমার স্বামী?

খান। হাঁ খয়ের।

খয়ের। কি অপরাধে পিতা?

খান। কি অপরাধে? হাঁ, অপরাধেই সত্য। কিন্তু খয়ের, সে অপরাধ তোমার নয়, সে অপরাধ আমার!

খয়ের। আপনার অপরাধ! আপনার অপরাধে আমার দণ্ড! কিন্তু কি সে অপরাধ, পিতা?

খান। কি সে অপরাধ! তা সমস্তই তুমি জান খয়ের। কত দিন এজন্য তুমি আমায় ভৎর্সনা করেছ, বিপক্ষের সহায় হচ্ছি বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছ, কিন্তু অর্থলোভে আমি তখন তোমার কথা শুনিনি। সেই অর্থই এখন আমার কাল হয়েচে!

খয়ের। সেই অর্থের বিনিময়ে আমায় বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েচেন?

খান। সুধু অর্থের বিনিময়ে নয় খয়ের, আমার মান-সম্ভ্রমের বিনি-ময়েও বটে। আমি অর্থের বিনিময়ে অমেদনগরকে অভয় দিয়েছিলুম,

কিন্তু তখন জানতুম্ না, খুরম দাক্ষিণাত্যে আস্‌বে। খুরম আসায় আমার সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হয়েচে, আমেদনগরের আর সে অভয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বার উপায় নেই। এখন তারা অর্থ চাচ্ছে। সে অর্থ আমি খরচ করে বসেচি।

খয়ের। তবে বলুন, পিতার ইজ্জতের বিনিময়ে।

খান। তাই খয়ের।

খয়ের। উঃ! তা হলে এ সঙ্গত কথা! (নীরবে পাইচারী) কিন্তু পিতা, যদি কোনও রূপে এ অর্থের সংস্থান হয়, যদি ঋণমুক্ত হতে পারেন?

খান। তবু উপায় নেই খয়ের, আমি বাক্য দিয়েছি।

খয়ের। বাক্য দিয়েছেন! কিন্তু পিতা এ সম্বন্ধে আমাকেও একটু জিজ্ঞাসা কল্লে হতো। আমার মনে হয়, আমার দেহের উপর আপনার যেমন আধিপত্য, আমার মনের উপর আমারও তেমনি একটু হাত আছে। আমার দেহটাকে আপনি আমেদনগরীর হস্তে সমর্পন করবেন বলেছেন, কিন্তু আমার মন যদি সে দেহের সঙ্গে সে দুষমনকে আলিঙ্গন কর্ত্তে না চায়—তা হলে? তা হ'লে সে কি হবে, পিতা?

খান। খয়ের, মাপ কর—তা আমি ভাবি নি, আর ভাব্‌তেও পার্ব্বো না। তোমার দেহকে হিম্মতের হস্তে সমর্পণ কর্ব্ব বলেছি, তা আমায় কর্ত্তেই হবে। তারপর সব তোমার হাত।

খয়ের। আমার হাত?

খান। হাঁ খয়ের, তোমার হাত! তার পর তুমি যা কর, তাই হবে।

খয়ের। ব্যস্, এই কথা পিতা? আমি সম্মত হলুম। কিন্তু পরিণামের জন্য আমি দায়ী নই, পিতা।

খান। কি বল্‌ছো খয়ের?

খয়ের। দেখ্‌তে পাবেন।

[দ্রুত প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বুরহানপুর—তাপ্তীনদীর তট,

খুরমের শিবির।

তাজমহল।

তাজ। স্বামিন্, তুমি আমার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করেছ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করেছ। এইবার আমিও যথাশক্তি আমার কর্ত্তব্য কর্ব্ব। এই দাক্ষিণাত্যে আমি তোমার জন্য একটা সতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত কর্ব্ব। কেউ এ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য কর্ত্তে পারে নি—তুমি তা কর্ব্বে! আমি করাব—প্রাণ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়ে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, আমি তোমার জন্য এ সিংহাসন ক্রয় কর্ব্ব? নুরজাহানকে দেখাব, সে একটা তৈরী সিংহাসনে ব'সে এত স্পর্দ্ধা করে, কিন্তু আমি ইচ্ছে কল্লে তেমন একটা সিংহাসন নিজহস্তেই গড়ে তুল্‌তে পারি। দেখি, লালগড়দুর্গ আক্রমণের কি হলো।

(উথানের উপক্রম, কিন্তু এমন সময় খুরম ও
বালকবেশী খয়েরের প্রবেশ।)

খুরম। তাজমহল, তাজমহল, আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে—বড় বিপদ কেটে গিয়েছে।

তাজ। বিপদ! ছিঃ স্বামিন্, ক্ষুদ্র একটা যুদ্ধ জয় করে এত আস্ফা-

লন! এখনই অগণিত সংগ্রাম, অসংখ্য বিপদ বাকী রয়েছে যে? তার জন্য প্রস্তুত হও।

খু। বুঝ্‌তে পাল্লে না, তাজমহল। তোমার অপদার্থ স্বামী যুদ্ধ-বিভীষিকায় ভীত নয়, মেবার যুদ্ধে তার পরিচয় পেয়ে থাক্‌বে। এবার আমার প্রাণ বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল—সুধু এই বালকের বর্ম্মে তা রক্ষা পেয়েছে। তাই এ কথা বল্‌ছি।

তাজ। কে তুমি বালক?

খ। জনৈক সৈনিক—আমি আমার কার্য্যের জন্য বক্‌সিস প্রার্থনা করি।

তাজ। বক্‌সিস্? তা পাবে। আগে কি করেছ, তা শুন্‌তে দাও।

খ। আমি কুমারের প্রাণ রক্ষা করেছি। বিপক্ষের তরবারি তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'রে দাক্ষিণাত্যে মোগলসম্রাজ্য-স্থাপনের আশা লুপ্ত করে দিচ্চিল, শুধু আমার চেষ্টায় তা হয় নি।

তাজ। সৈনিক, তোমার অর্থলোভ তোমাকে যতটা হীন ব'লে প্রতিপন্ন কচ্ছে, তোমার আকৃতি, বাক্য বা আকার-প্রকার ততটা হীনতার পরিচয় দেয় না।

খ। বেগম সাহেবা, আকৃতি দেখে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। আমায় বক্‌সিস্ দিন।

তাজ। কি বক্‌সিস্ চাও তুমি?

খ। প্রতিশ্রুত হোন, নিরাশ কর্ব্বেন না।

তাজ। যদি অসাধ্য না হয়।

খ। অসাধ্য নয়, আমি যা চাইব, তা বেগম সাহেবার ষোল-আনারূপই সুসাধ্য; বলুন।

তাজ। বল্লুম—বল, কি তোমার প্রার্থনা।

খ। বেগম সাহেবার বাক্যই প্রাপ্তি—আমি কুমার খুরমকে চাই। আমি তাঁকে বিয়ে কর্ব্ব।

তাজ। (খুরমের প্রতি) কুমার, শেষকালে একটা উন্মাদকে ধরে নিয়ে এলে? বেশ প্রার্থনা করেছ, যুবক! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর! যুবক, নিয়ে যাও তোমার এই দাড়ি-গুম্ফশোভিত সৈনিক প্রণয়িনীকে—আমার বিন্দুমাত্র এতে আপত্তি নাই।

খ। কেমন রাজকুমার?

খু। এ দাড়ি-গোপগুলি হজম ক'র্ত্তে পার্ব্বে না, যুবক।

খ। সে জন্য চিন্তিত হ'বেন না। আসুন, ব্যবস্থা কচ্ছি।

(বেশ পরিবর্ত্তন)

তাজ। একি, এ যে স্ত্রীলোক!

খয়ের। (খুরমের প্রতি) আসুন।

খু। কে তুমি সুন্দরি?

খয়ের। আপনারই ভাবী পত্নী—খয়ের-উন্নেসা।

তাজ। খয়ের উন্নেসা কে?

খয়ের। আপনার সপত্নী।

তাজ। সে তো একটু পরে—বর্ত্তমান পরিচয়?

খয়ের। একটু পরের পরিচয়টা তা'হলে পাকা পরিচয় হলো—

তাজ। চুপ কর—কথার উত্তর দাও।

খয়ের। চোক পাকিও না—আমাকে ধমকাবার তুমি এখন কে? এখন তুমিও যে বেগম, আমিও সে বেগম! কুমার, এই অঙ্গুরীটা চিন্‌তে পারো?

খু। (সবিস্ময়ে) এ কি? এ যে আকবর শার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী! এ তুমি কোথায় পেলে?

খয়ের। সম্রাট্ আকবর শা নিজে এটা আমার ঠাকুর্দ্দাকে দিয়েছিলেন।

খু। কে তোমার ঠাকুর্দ্দা?

খয়ের। তাঁরই অভিভাবক, বৈরাম খাঁ।

তাজমহল ও খুরম সবিস্ময়ে ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

খু। তুমি খানখানানের দুহিতা?

খয়ের। কুমার যথার্থ অনুমান ক'রেছেন।

তাজ। ভগ্নি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর—আমি না বুঝে তোমায় কটূক্তি ক'রেছি।

খয়ের। মাপ কর্ব্ব ভগ্নি, কিন্তু আগে আমার বক্‌সিস্ চাই।

তাজ। তা তুমি পাবে। দেখি ভগ্নি তোমার মুখ খানা দেখি? (কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সে মুখের দিকে চাহিয়া) না, তোমাকে দিয়ে আমার আশঙ্কা নাই, বরং কিছু লাভ হ'তে পারে। স্বামিন্, এই রমণীকে তুমি গ্রহণ কর।

খুরম। একি ব্যঙ্গ তাজমহল? একি অত্যাচার সুন্দরি?

তাজ। সৌন্দর্য্যের অত্যাচার বড় মিঠে, কুমার! ভেবো না, আমি ক্ষুব্ধ হব না—আমার কথা অন্যথা হবে না—তোমার জীবনরক্ষিণীর প্রার্থনা পূর্ণ কর—নাও, ধর। (উভয়ের হস্ত সম্মিলিত করিয়া দিলেন।) খয়ের উন্নেসা, নুরজাহান-দুহিতা যে সম্মান, যে সৌভাগ্য লাভ ক'র্ত্তে পারে নি, এক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে আমি তোমায় তা প্রদান কল্লেম। কিন্তু বিনা স্বার্থে আমি তা ক'রেছি, এমত ভেবো না। আমরা এর প্রতিদানে তোমার পিতার সাহায্য প্রার্থনা করি। শুনেচি নাকি তিনি অর্থলোভে বিপক্ষের সাহায্য করে থাকেন।

খ। ভগ্নি, বিশ্বাস-হন্তার সাহায্যকে বিশ্বাস নেই। বরং তদ্‌পরিবর্ত্তে

আমার সাহায্য গ্রহণ কর। আমি দাক্ষিণাত্যের সকল গুপ্ত তত্ত্ব অবগত আছি, পিতার সঙ্গে সঙ্গে আমি দুর্গে দুর্গে ভ্রমণ ক'রেছি—আমি কুমারকে দাক্ষিণাত্য প্রদান কর্ব্ব। কুমার, আমার উপর নির্ভর ক'র্ত্তে পারেন কি ?

খু। তুমি কি কর্ত্তে পার্ব্বে, খয়ের ?

খ। আমি দাক্ষিণাত্যের দুর্ভেদ্যস্থলগুলি মোগলবাহিনীর সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিতে পার্ব্ব, শত্রুর গতি, শত্রুর অবস্থান যথা সময়ে বিদিত কর্ত্তে পার্ব্বো, পর্ব্বতে পর্ব্বতে মোগলবাহিনীকে সহজ সরল গতিতে নিরুপদ্রবে চালিত কর্ত্তে পার্ব্বো—আর কি চান কুমার ?

খু। আর কিছু চাইনা। কিন্তু তোমার এ শক্তি আছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক।

খ। প্রমাণ কার্য্যে। কুমার, অজয় দুর্গ চিনেন কি ? যদি চান, তবে অবলীলাক্রমে সে দুর্গ এখন আমার সাহায্যে অধিকার কর্ত্তে পারেন। তবেই আমার প্রমাণ পাবেন।

তাজ। তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর।

খ। একটা রমণীর বিশ্বাসঘাতকতায় কি মোগল সেনাপতির এতই ভয় ?

তা। হতেও বা পারে, এই রমণীর বিশ্বাসঘাতকতাকে সহায় করেই তো আমরা দাক্ষিণাত্য জয় কর্ত্তে চলেছি।

খ। মিথ্যা কথা ! এ আমার বিশ্বাসঘাতকতা নয়। আমি কখনও আমেদনগরের নুন খাইনি, আমি কখনো মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিনি, আজন্ম আমার এই মোগলের সাম্রাজ্যে কেটে গিয়েচে। আমি আমার রাজার জন্যে অস্ত্র ধর্‌বো না ?

তাজ। কিন্তু তুমি বিপক্ষের সকল অন্ধি-সন্ধি মিত্রভাবে অবগত হয়ে এসেচো !

খ। তাও নয়। আমি বরাবর আমার পিতাকে এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য শাসন করেছি। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেও সর্ব্বদা আমি আমেদনগরীকে ঘৃণা করেছি। আর তার পর এই আমেদনগরীকে বিবাহ কর্ব্বার বিভীষিকা হতে নিজকে মুক্ত কর্ব্বার জন্যই আজ এই কুমারকে তোমার কবল হতে গ্রাস ক'র্ত্তে এসেচি। আমায় অবিচার করোনা ভগ্নি!

তাজ। ভগ্নি, তুমি আশ্চর্য্য রমণী! এস অন্তঃপুরে এস—তোমার কথা বিস্তারিত শুন্‌বো এখন। এস প্রিয়তম!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

নিস্তব্ধ রজনী—চারিদিকে জ্যোৎস্নালোক।

পার্ব্বত্য পথ—দাক্ষিণাত্য।

অশ্বপৃষ্ঠে খুরম, তাজমহল, খয়েরউন্নিসা ও সৈন্যগণ।

খয়ের। চল চল কুমার, শিগ্‌গির চল, এখানে দাঁড়াবার স্থান নাই—মুহূর্ত্তে বিপক্ষের দল এসে পড়্‌বে—সর্ব্বনাশ হবে।

খু। পথ নেই, ঘাট নেই, গ্রাম নেই, লোকালয় নেই—চারিদিকে ধূ ধূ পর্ব্বতশিখর—এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে সুন্দরি?

খ। কুমার, অবিশ্বাস হচ্চে?

খু। তাজমহল, ভাবো—ফিরবে, কি অগ্রসর হবে?

খ। তবে থাক কুমার, যদি অবিশ্বাস হয়ে থাকে, থাক—নিজের পদ নিজে ছিন্ন করে ফেলো। নিজের স্ত্রীকে যে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে না, তাঁকে

আর আমি কি বল্‌বো? তাঁর মৃত্যুতে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। বল রাজকুমার, দাঁড়াবার অবসর নেই—বল, ফির্‌বে কি যাবে?

খুরম। তাজমহল!

তাজ। কুমার, সম্মুখে অনিশ্চিত বিপদ, পশ্চাতে নিশ্চিত বিপদ। অগ্রে বিপক্ষের তরবারি, পশ্চাতে একটা দাম্ভিক নারীর হিংসাদ্বেষপূর্ণ স্পর্দ্ধার অত্যাচার! দাক্ষিণাত্য-জয়ে বিফল মনোরথ হ'লে আর আমাদের উপায় নাই। হাঁ ভগ্নি, অগ্রসর হও। কিন্তু মনে রেখো, প্রতারণা কল্লে যদিও তুমি পতির হস্তে নিস্তার পাও—সপত্নীর হস্তে নিস্তার পাবে না। আমি লক্ষ্য উদ্যত করে রেখেচি—অবিশ্বাসিনী হলে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ কর্ব্বে—অগ্রসর হও। (পিস্তল তুলিয়া খয়ের-উন্নেসার দিকে লক্ষ্য করিয়া রাখিলেন।)

খয়ের। মূর্খ রমণী, আমায় প্রাণের ভয় দেখাচ্চ? কিন্তু যাক্—তুমি আমায় পতি দান করেছ, তোমায় আমি কটূক্তি কর্ব্বো না। কিন্তু সাবধান! চেয়ে দেখ, ঐ দেখ, ঐ যে সব ধূম্র শিখর দেখা যাচ্ছে, শিরে শিরে তার অসংখ্য শত্রু-শিবির। সেই সব দুর্ভেদ্য দুর্গে অসংখ্য শত্রুসৈন্য আড়ি পেতে ব'সে আছে। মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় তারা ক্ষিপ্ত নেক্‌ড়ের মত আমাদের উপরে লাফিয়ে পড়্‌বে—এক মুহূর্ত্তে সব নির্ম্মূল হয়ে যাবে। তার পর, আমার ভীরু স্বামীটির সহিত দাক্ষিণাত্যে মোগল-শক্তিস্থাপনের প্রয়াস একটা নিস্ফল স্বপ্নে মাত্র পর্য্যবসিত হবে। এস, এস, শীঘ্র চলে এস।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য দুর্গমধ্যস্থ সুসজ্জিত কক্ষ।

বিবাহ-সভা।

মালেক অম্বর ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

মালেক। এখনও এলোনা—সময় উত্তীর্ণ হয় যে, ব্যাপার কি?

১ম ব্যক্তি। কতজন লোক ক'নে আন্‌তে পাঠিয়েছেন?

মালেক। পাঁচশত অশ্বারোহী পাঠিয়েছি—এখন দেকৃচি, আরও কিছু পাঠালে সঙ্গত হতো। খানখানানকে এখন আর বিশ্বাস নাই।

ব্যক্তিগণ। কেন—কেন?

মালেক। প্রথম যখন এ বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিলো, সে অস্বীকৃত হয়েছিল। এখন শুদ্ধ ঋণের দায়ে স্বীকৃত হয়েছে—মুহূর্ত্তে তার মত-পরিবর্ত্তন হর্ত্তে পারে।

১ম ব্যক্তি। তবে তো ভারি গোলযোগ!

মালেক। তাই আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি। লোকটাকে আর এখন বিশ্বাস নেই। কে আছিস্ —

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। হুজুর—

মালেক। কিছু খবর এলো?

প্র। না খোদাবন্দ্—

মালেক। বিভ্রাট ঘটলো দেকৃচি! আসুন বাহিরে যাই—সবার সহিত বিহিত পরামর্শ ক'র্ত্তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

(হিম্মতের প্রবেশ)

হি। বিভ্রাটই তো ঘটলো বটে। কিন্তু তোমাদের বিভ্রাট, সে সব ছেঁদো কথা! আসল বিভ্রাট আমার। হায়! হায়! কত যত্ন চেষ্টা ক'রে চেহারাখানাকে মেরামত ক'রেছিলাম—সব গোল্লায় গেলো দেক্‌চি। আহা—খয়ের উন্নেসা—খয়ের উন্নেসা!—কি মুখ খানি তোমার! কি চোক, কি মুখ, কি হাসি—মরি, মরি! এ রত্ন কি আমার হ'বে? অবশ্য হবে। ঐ এলো বলে, ঐ না বাখি বাজ্‌ছে? ঐ ঐ—না-না ও বাতাস—ও বাতাস—ওঃ!

(হঠাৎ চারিদিকে বন্দুকের শব্দ রণকোলাহল, আর্ত্তনাদ)

ওকি? ওকি শব্দ? ও কিসের কোলাহল!

(নেপথ্যে) পালাও, পালাও, দুষমন, দুষমন!

হি। দুষমন! হায়, হায়, বাসর-রজনী শেষকালে প্রলয়ের নিশিতে পরিণত হ'লো! বাসর-শয্যা শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াল। (পুনঃ কোলাহল) না, না, আর নয়, সরে পড়ি—এ সুখের স্বপ্ন শেষকালে মৃত্যুর বিভীষিকায় পরিণত হ'বে। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) যাই, দেখি, কোন্ দুষমন আমার সুখে বাদ সাধবার স্পর্দ্ধা করে। [প্রস্থান।

(দ্রুত মালেক অম্বরের প্রবেশ)

মালেক। না, না আর রক্ষা হ'লো না, আর জয় হ'লো না—সব গেলো, আর এক মুহূর্ত্ত—তার পর সব শেষ। হিম্মত—হিম্মত—

(দ্রুত হিম্মতের প্রবেশ)

হিম্মত। পিতা, পিতা!

মালেক। আর দেক্‌চো কি? পালাও, পালাও। এই বেলা পালাও আর অবসর পাবে না।

হি। এ দুষমন কে, পিতা ?

মালেক। এখনো বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু অনুমান করেছি। প্রতারণা! প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা, হিম্মত। বেঁচে থাক্‌লে এর প্রতিশোধ নিতে হ'বে। চল, দ্রুত চলে এস।

হি। পিতা, এ কি খানখানানের চক্রান্ত !

মালেক। সেই দুষ্টের। খোদা সাক্ষী, আমি এর প্রতিশোধ নেব। খানখানান তার মেয়েকে পাঠাবে বলে ছলে ভুলিয়ে, আজ আমাদের উন্মুক্ত দুর্গে এই দুষমনের দল পাঠিয়েছে—এর প্রতিশোধ নিতেই হ'বে—নেবোই নেবো।

(হঠাৎ খয়ের-উন্নেসা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

খয়ের। পার্ব্বে না মালেক—খানখানান তার কথার অন্যথা করেনি—এ প্রতিশোধ তুমি নিতে পার্ব্বে না। এই দেখ বীর, আমিই সেই খয়ের-উন্নেসা—আমি ঠিক সময়ে এসেচি—পিতার কথা রক্ষা ক'রেছি। এই বার ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

হি। একি ! খয়ের, তুমি এভাবে এখানে কেন ?

খয়ের। ভাবাভাবের তো কোন চুক্তি ছিল না, কুমার।

মালেক। ওঃ বুঝেছি, এও এক চক্রান্ত ! আচ্ছা যাও, বালিকা ! আমি তোমায় চাইনা, তুমি আমার পুত্রকে প্রত্যাখ্যান ক'র্ত্তে পার। আমি খানখানানকে মাপ কর্ল্লুম।

খয়ের। আমি যেতে আসিনি, বীর।

মালেক। যেতে আসনি ? তবে তুমি আমার পুত্রকে প্রত্যাখ্যান কর্ব্বে না ? তবে—তবে—তবে—

খয়ের। তবে এর অর্থ কি ? বুঝ্‌তে অতি সোজা ! আমি পিতৃ-

আজ্ঞা পালন কর্ব্ব। পিতা ব'লেছিলেন, আমায় আপনার কাছে পাঠাবেন—তা তিনি পাঠিয়েছেন। এখন সাধ্য থাকে আপনি আমায় পুত্র-বধূ করুন—তার কথা রক্ষা হ'য়েছে, এখন আপনি নিজবাক্য রক্ষা করুন। এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আপত্য নাই।

মালেক। আর তোমার?

খয়ের। আমার আপত্য? তা দিয়ে কি হ'বে সচিব? আমার আপত্য পিতার সম্মতিতে ভেসে গিয়েছে। আমি বাধা দেব না।

মালেক। আশ্চর্য্য! তবে এ গোলযোগের অর্থ কি? তবে এ বিষয়ে কারো বাধা নেই, কারো আপত্য নেই? তবে এ সৈন্য-সামন্ত বিদায় কর, বালিকা।

খুরম। কিন্তু, এতে আমার আপত্য আছে, সচিব।

মালেক। তুমি আবার কে?

খু। আমি এই রমণীর স্বামী।

হি। স্বামী! নরাধম, কুক্কুর! এখুনি গর্দ্দানা নেবো—(অসি নিষ্কোষিত করিয়া খুরমের অভিমুখে যাওয়া।)

মালেক। (বাধা দিয়া) কি কর উদ্ধত যুবক! সরে যাও। (খয়েরের প্রতি) সুন্দরি, এ যুবক কে?

খ। উনি যথার্থ বলেছেন, উনি আমার স্বামী।

মালেক। তবে তুমি পূর্ব্বেই বিবাহিত? আর তোমার পিতা জেনে শুনেও আমায় অপমান কর্ব্বার জন্য এই প্রস্তাব ক'রেছিলেন?

খয়ের। না সচিব, পিতা আমার এখনও এ বিবাহের কথা জ্ঞাত নন। এ বিবাহ আমি তার অজ্ঞাতে ক'রেছি?

মালেক। অজ্ঞাতে করেছো? কিন্তু যাক্—কিন্তু তবে তুমি এখানে কেন?

খয়ের। পিতার আজ্ঞায়।

মালেক। পিতার আজ্ঞায়! মোগলেরা কি রমণীকে দুইবার বিবাহিত করে সুন্দরি, যে তুমি এই ভাবে পিতার আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে এসেচো?

খয়ের। তা মোগলেও করে বটে, আমেদনগরীও করে বটে। তা না হ'লে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে বস্‌বে কেন?

মালেক। সে তো প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর।

খয়ের। আমাকেও না হয় তাই ক'র্ত্তে হবে, সচিব! আপনার পুত্র যদি আমার স্বামীকে যুদ্ধে হত্যা ক'রে আমায় অধিকার কর্ত্তে পারেন, তবেই আমি আপনার পুত্র বধূ হ'বো—তা নইলে নয়।

মালেক। ব্যস্—আশ্চর্য্য পিতৃ-ভক্তি তোমার হিম্মত, চলে এস, কাজ নেই এ গোলযোগে।

হি। না পিতা, তা আমি মান্‌বো না। আমি লড়্‌ব—দেখব, কেমন দুষমন এ যুবক! আমি লড়্‌বো!

খু। আমি প্রস্তুত, হিম্মত।

হি। এসো, অগ্রসর হও।

মালেক। খয়ের, আমি তোমায় অনুমতি কচ্ছি, তুমি এখুনি তোমার দলবল নিয়ে এখান থেকে বিদায় হও। আমি তোমায় স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেম—আর গৌণ ক'র না!

খ। হুজুর, কিছু মনে করবেন না। আপনি আমায় মুক্তি দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। কিন্তু আমারা যেতে পাচ্ছিনা জনাব,—এ দুর্গ এখন আমাদের। আপনারা আমাদের বন্দী!

মালেক। বন্দী? তোমাদের? তোমাদের কাদের? তোমার পিতার, না তোমার, না তোমার ওই স্বামীর?

খয়ের। বলেছি সচিব, পিতা আমার এখনও এ বিষয়ে কিছু অবগত নন, তিনি এ দুর্গ অধিকার করেননি। এ দুর্গ আজ যিনি অধিকার করেছেন, তিনি হচ্ছেন হিন্দুস্থানের বাদসাহের তৃতীয় পুত্র। নাম তার—খুরম। আর তিনিই আমার স্বামী।

মালেক অম্বর ও হিম্মত উভয়েই চমকিত হইলেন। এমন সময় প্রহরী আসিয়া খুরমকে সংবাদ দিল, "জনাব, দুর্গের সব বন্দী হ'য়েছে, সদরের ফটক বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, বাহিরের লোক আর ভেতরে আস্‌তে পথ পাবে না।"

খু। উত্তম, চল যাচ্ছি। আমেদনগর সচিব!

মালেক। জনাব!

খু। আমি আপনাকে নির্য্যাতন ক'র্ত্তে চাই না। আমি শুধু আপনাদের বশ্যতা-স্বীকার চাই। শুধু এই জন্য আমি দাক্ষিণাত্যে এসেচি। কাল যদি এই সর্ত্তে আপনি সন্ধি করেন, তা'হলে আপনি স্বদলবলে মুক্ত হ'তে পারেন। দাক্ষিণাত্যে আপনাদের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি থাকবে। আপনাদের অন্য কোন অধিকারেও আমি হস্তক্ষেপ ক'র্ব্ব না।

মালেক। আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বিবেচনা ক'র্ব্ব। না চিন্‌তে পেরে অনেক অমর্যাদা ক'রেছি, কিছু মনে কর্ব্বেন না, কুমার!

খু। কিচ্ছু না। চিন্‌তে পারেননি—আপনার দোষ কি? আসুন তবে, এস খয়ের, এস সৈন্যগণ।

মালেক। সেলাম জনাব, এস হিম্মত!

(একদিকে খুরম, খয়ের ও সৈন্যগণ, অপর দিকে সৈন্যবেষ্টিত মালেক অম্বর ও হিম্মতের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আগ্রার দুর্গসংলগ্ন প্রমোদ উদ্যান।

গভীর রাত্রি—নুরজাহান চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

নুর। কি স্পর্দ্ধা এই কুমারের! আমার কন্যাকে উপেক্ষা ক'রে শেষটা একটা সেনাপতির কন্যাকে বরণ কল্লে। উঃ! অসহ্য—অসহ্য! এ অপমানের প্রতিশোধ চাই—এমন প্রতিশোধ চাই, যেন অনন্তকাল তার ফল এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকে, আর তা দেখে যেন আর কেউ কখনো মানীর মান অপহরণ ক'র্ত্তে অগ্রসর না হয়। ক্ষুদ্র কীটানুকীট পতঙ্গ, কি কালসাপকে উত্তেজিত ক'ল্লে, বুঝ্‌তে পাল্লে না। কিন্তু সবুর—অবিলম্বে একথা টের পাবে। এতদিন এতকষ্টে যে বিশ্বগ্রাসিনী শক্তিকে

সংযত ক'রে রেখেছিলেম, সহস্র কষাঘাতে তাকে এখন মুক্ত ক'রে দেব। বুঝ্‌বে, নুরজাহান কি প্রবলপ্রতাপ শত্রু, বুঝ্‌বে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে অপমান করা, কি সে দাম্ভিকতা, কি সে নিষ্ফলপ্রয়াস! বুঝ্‌বে, নুরজাহানের শত্রুতা ক'ল্লে, আপন নাই, পর নাই, আত্মীয় নাই, অনাত্মীয় নাই, সকলকেই পুড়ে ম'র্ত্তে হয়—কারো রক্ষা নাই। উঃ! এখনো শরীর কাঁপছে, কি ক'রে আমি সে দিন স্থির ছিলেম? স্থির কাষ্ঠপুত্তলীর মত একটা তুচ্ছ বালিকার উন্নত গ্রীবা ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে চে'য়ে ছিলেম? আর কেউ কি কখনো নুরজাহানকে এমনি ক'রে আত্মবিস্মৃত হ'তে দেখেচে? আর কেউ কি কখনো নুরজাহানকে এমনি ক'রে অপমান করেছে! অপরের গর্ব্ব অবনত করাই যে নুরজাহানের আনন্দ, সে নুরজাহান সে দিন অবলীলাক্রমে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বালিকার আস্পর্দ্ধার অভিনয় দেখে এল। এ আমি কি কল্লুম! কিন্তু না না, নুরজাহান তেমন সামান্য প্রতিশোধ নেয় না। ক্ষুদ্র বালিকার উপর ক্ষুদ্র শাসনবাক্য প্রয়োগ—এ নগন্য প্রতিশোধ নুরজাহানের উপযুক্ত নয়। নুরজাহান, চুপ ক'রেছিলে, বেশ করেছিলে—ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র কথায় চঞ্চল হওয়া কি তোমায় সাজে? তোমায় যা সাজে, এইবার তা কর। এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদের সর্ব্বোত্তম কক্ষে ব'সে একটি ইঙ্গিত, একটি মুখের বাক্য, একটি বুদ্ধি-বাণ প্রয়োগ কর—মুহূর্ত্তে শত সহস্র শত্রু ভস্মসাৎ হ'য়ে যাক্—আর সকলে নুরজাহানের নামে কম্পিত হোক্। দেখি, চিন্তা করে দেখি, কি কর্ব্ব—ভেবে দেখি। [প্রস্থান।

(সোহানার প্রবেশ)

সো। না, আমি বর্দ্ধমানে যাবো। যাবো—যাবো—ছাড়্‌বো না—নিশ্চয় যাবো। এ রাজপুরী আমার কাছে শ্মশান! শ্মশান হতেও ভীষণ

—একটা উত্তপ্ত মরুভূমি। একবিন্দু করুণা এতে নেই, এক বিন্দু ভাল-বাসা সহৃদয়তা নেই। এমন মহাশ্মশানে আমি থাক্‌বো না—থাক্‌তে পার্ব্ব না—আমি পালাবো। মা, তুমি আমায় রাজপুত্রবধূ কর্ব্বে? রাজ্যের সিংহাসনে বসাবে? কিন্তু তোমার এ কলঙ্কোপার্জ্জিত সিংহাসনে আমি পদাঘাত করি। এ তোমার নিস্ফল প্রয়াস, মা! উঃ, কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হচ্চে! চেঁচাতে চেঁচাতে হৃদয়টা যদি ফেটে যেতো? না, তা হবার যো নেই—এ হৃদয়টা আমার মস্ত একটা পাষাণে গড়া। না, দেখি তুলিয়া কতদূর। আজ রাত্রিতেই যে ক'রে হক্, এ প্রাসাদ পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে।

[প্রস্থান।

(শেরইয়ারের প্রবেশ।)

শে। এইতো এখানে ছিল, আবার কোথায় চলে গেল! উন্মত্তের মত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, ভাল মন্দ বিচার না কোরে, একটা মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জানিনা এ বাতুলতার পরিণাম কি? কিন্তু সে কথা কি এখন আমার চিন্তারও অবসর আছে? না। সূর্য্যরশ্মি যেমন সমুদ্রকে আকর্ষণ করে, সমুদ্র না বুঝে-শুনেও বাষ্প হয়ে তার পানে ছুটে যায়, আমার এ দুরন্ত হৃদয়ও তেমনি কি জানি কি এক আকর্ষণে এ উজ্জ্বল বালার দিকে ধেয়ে যাচ্চে। কি পরিণামকে আলিঙ্গন কর্ত্তে যাচ্চে, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। আচ্ছা, সোহানা কি আমায় ভালবাসে? কৈ, এক দিনও তো তার পরিচয় পাই নি। মূর্খ আমি, সে অপূর্ব্ব ভাগ্যবতী—খস্রুর সৌন্দর্য্য ও খুরমের বীরত্ব তার প্রলোভনের সামগ্রী—সে কেন আমায় বরণ কর্ত্তে যাবে? আমার যে কিছু নাই, কিছু নাই, সে আমায় চাইবে কেন? উঃ, আমি কি দুর্ভাগ্য! এই যে সোহানা আর কে একটি রমণী এই দিকে আস্‌চে—একটু অন্তরালে যাই।

(ডুলিয়া ও সোহানার প্রবেশ।)

সো। পরোয়ানা পেলে ?

ডু। যখন একান্ত দেখ্‌লে যে কিছুতেই ছাড়বো না, তখন দিলে, কিন্তু ব'লে দিলে, "সাবধান, একথা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হয়, তবে আমার গর্দ্দানা থাকবে না।"

সো। তুমি অবশ্য তাকে অভয় দিয়ে এসেচো ?

ডু। আমি বলেচি, প্রাণ গেলেও আমরা তাকে বিপদাপন্ন ক'র্ব্বনা।

সো। বেশ! এখন অন্য বন্দোবস্ত ?

ডু। আজমীর দরজায় খানিক পরে দু'জন লোক অশ্ব সজ্জিত ক'রে প্রস্তুত থাকবে। তারা আমাদের যমুনার ওপার পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

সো। উত্তম! তবে তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।

[ডুলিয়ার প্রস্থান।

(শেরইয়ারের প্রবেশ।)

শে। সোহানা ?

সো। (চমকিতভাবে) কে তুমি ?

শে। চিন্‌তে পারো না ?

সো। (সবিস্ময়ে) কুমার শেরইয়ার! আপনি এখানে ?

শে। ক্ষতি কি ? আমি তোমার অনিষ্ট কর্ব্বোনা, সোহানা। সোহানা, তুমি পালাচ্ছ ?

সো। সে কি কথা কুমার ?

শে। গোপন করো না সোহানা—আমি সব শুনেচি। আমাদ্বারা প্রাণান্তেও তোমার অনিষ্ট হবে না—বলো।

সো। কুমার, যদি সব জানেন, তবে আর বৃথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? কিন্তু কুমার, আপনি আমার শক্রতা কর্ব্বেন না। একথা প্রকাশ করে, আমাদের বিপদাপন্ন কর্ব্বেন না।

শে। না সোহানা, আমি প্রাণান্তেও তা কর্ব্ব না। কিন্তু সোহানা, কি এমন দুঃখ তোমার, যে এই আগ্রানগরী, এই ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিলাসক্ষেত্র, এই ইন্দ্রপুরীসম মোগলের রংমহাল তুমি আজ পরিত্যাগ করে যেতে চাচ্ছ? বল্‌বে?

সো। না কুমার, তা আমি বল্‌তে পার্ব্ব না। অনুরোধ কর্ব্বেন না। আমার যে দুঃখ, আগ্রার লোকে তা বুঝ্‌বে না—যদি পারি, যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার পশুপক্ষীকে বোঝাব। তারা বুঝবে।

শের। না সোহানা, আমায় বল, আমি বুঝবো। এমন বুঝবো যে সংসারে আর কেউ কথন তেমন বুঝবে না—তুমিও না। উপক্ষিতে, সংসারে প্রত্যাখান পেয়েছ বলে কি, সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখ্‌চো? জানোনা সুন্দরি, শেরইয়ারের চক্ষে তোমার ওই বিমর্ষমূর্ত্তি কত মধুর! —কি এক করুণদৃশ্য!

সো। সাজাদা, আপনার কণ্ঠ এত মধুর? ধন্যবাদ আপনাকে—আগ্রায় এসে এমন মিষ্ট কথা আমি আর একটীও শুনিনি। বিশ্বগ্রাসিনী নুরজাহানের কন্যাকে কি আপনি ক্ষমা কর্ত্তে পেরেছেন, সাজাদা?

শে। একি কথা সোহানা?

সো। বুঝ্‌তে পাল্লেন না? যে নুরজাহান ভাগ্যচক্রবশে আগ্রার সিংহাসনে বসেচে বলে, আপনাদের সকলের সুখসম্ভোগ একা কেড়ে নিয়েছে, তার কন্যাকে কেউ দেখ্‌তে পারে না, ঘৃণা ক'রে কেউ তার সঙ্গে

কথা বলে না। আপনি তাকে আজ এক অপূর্ব্ব কণ্ঠে সম্বোধন করেছেন। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

শে। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে আমার এ কার্য্যের প্রতিদান কর্ত্তে চেয়ো না, সোহানা। ঋণই যদি স্বীকার কল্লে, তবে তা পূর্ণ মাত্রায় স্বীকার কর। এই মধুর বচন, স্নেহসিক্তবাক্যাবলী ভিন্ন আমি তোমায় আরও কিছু দান করেছি—যার জন্যে আরও একটা বৃহত্তর প্রতিদান আশা কর্ত্তে পারি ?

সো। কি সে দান সাজাদা ?

শে। বুঝ্তে পাল্লে না ? এখনও বুঝ্তে পাল্লে না ? প্রেমের রাজ্যে ভাব-বিনিময় কি এত শক্ত, সুন্দরি ?

সো। কুমার, তুমি আমায় ভালবাস ?

শে। কেন সোহানা, এ প্রশ্ন কি আজ হঠাৎ তোমার মনে হ'লো ? এতদিন, এত মাসের অতৃপ্ত চাহনি, চঞ্চল অঙ্গভঙ্গি, মুগ্ধ বদন, এ সকল কি তোমায় একদিনও একথা জিজ্ঞাসা করেনি ?

সো। আশ্চর্য্য সাজাদা ! আমায় যে কেউ ভালবাসতে পারে, তা আমি জান্তেম না। আপনি আমায় ঠিক ভালবাসেন ?

শে। ঠিক। এমন ঠিক যে তা আর কখনো মিথ্যে হবার যো নেই, এরও প্রতিদান দিতে হবে, সোহানা।

সো। এর প্রতিদান আপনি কি চান, কুমার ?

শে। ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসায়। সোহানা, ভালবাসা স্বর্গের জিনিস, এ পৃথিবীর কোন সামগ্রীতে তার বিনিময় হয় না—সে দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় অপূর্ব্ব, শরতের রামধনুর ন্যায় দুর্লভ ও নয়নরঞ্জন, প্রভাতের শুক্রনক্ষত্রের মত তার পবিত্রতা—তার প্রতিদান অন্য কিছুতে করতে অগ্রসর হ'য়ো না।

সো। আশ্চর্য্য ! এমন কথা আর আমি শুনিনি। আমাকে কি

কেউ ভালবাস্‌তে পারে? আমার এ রূপে কি মাদকতা আছে? আমার এ সৌন্দর্য্যে কি আকর্ষণ আছে? কেউ কি আমার ভালবাসার জন্য কাতর হয়? জানিনা, কখনো ভালবাসা পাইনি, কখনো তার আস্বাদ অনুভব করিনি—বল্‌তে পার্ব্বো না। (একটু চিন্তা করিয়া) একদিন তা পেয়েছিলাম, সে অনেক দিনের কথা! ধূ ধূ সে কথা এখনও মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি দেয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ধরা দেয় না। এখন তা ঠিক ধারণা কর্ব্বার উপায় নেই, এখন তা ঠিক বল্‌তে পার্ব্বনা—তা প্রায় ভুলে গেচি। উঃ! সে যেন এখন স্বপ্ন! উঃ! সেই পিতৃমাতৃস্নেহ!

শে। সোহানা!

সো। শের ইয়ার, আমি কি দশজনেরই মত ব'লে তোমার অনুমান হয়? তোমার কি মনে হয়, দশজনেরই মত আমার সুখ-দুঃখে অধিকার আছে?

শে। অভিমানিনী বালিকে, দশজনের মত তুমি হ'তে যাবে, দশ জনের সে সৌভাগ্য কই? তুমি যে দশের অনেক উপরে! দশের চেষ্টা দশের প্রতিযোগিতা, দশের দ্বন্দ্ব যে তোমায় স্পর্শও ক'র্ত্তে পারে না।

সো। বলো না—একথা আমি বিশ্বাস ক'র্ত্তে পার্ব্বোনা। যা নিজ চক্ষে দেখেছি, কি ক'রে তা অবিশ্বাস কর্ব্ব? আমি প্রত্যাখ্যাত, ঘৃণ্য, কেউ আমায় দেখতে পারে না, কেউ আমার বাক্যালাপ শুন্‌তে চায় না, কেউ আমার সংশ্রব স্পৃহা ক'রে না। শেরইয়ার, এ অতি সত্য কথা।

শে। সোহানা, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে নিজকে অবিচার করোনা। হোতে পারে, কেউ তোমায় অনাদর কোরে থাকবে, হোতে পারে, কেউ তোমায় প্রত্যাখ্যান ক'রে থাক্‌বে, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান, সে অনাদর হয়ত তোমার দোষে নয়, সে হয়ত তা'দেরি হিংসামূলে! তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, সোহানা!

সো। এ তুমি একটা নূতন কথা শুনালে! একথা আর শুনিনি—ভাব্‌বো। সত্যই কি তাই?

শে। সত্যই তাই, সুন্দরি, এ অধমের একটী কথা রাখ্‌বে?

সো। তুমি আমার পিতৃহন্তার পুত্র, মায়ের সপত্নীগর্ভজাত—কিন্তু তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি। বল—কি বল্‌বে বল!

শে। প্রাসাদ পরিত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'ল্লে শেরইয়ারের চক্ষে এ পুরী চির-নিরানন্দময় হবে!

সো। এতদূর! এ কি সত্যি, না বিদ্রূপ? কিন্তু যাই হোক্, এ তোমার ব্যর্থপ্রণয়, শেরইয়ার! তোমার পিতা আমার পিতৃহন্তা।

শে। যদি তাই হয়, তবে তোমার মাতাও আমার মাতৃহন্ত্রী, সোহানা। আমার স্নেহময়ী জননী তোমারই মাতার নিষ্ঠুর পীড়নে ইহসংসার পরিত্যাগ ক'রেছেন?

সো। উঃ! সেই মাতৃহন্ত্রীর কন্যাকে তুমি বরণ ক'র্ত্তে যাচ্ছ, কুমার!

শে। হাঁ সোহানা, সেই মাতৃহন্ত্রীর কন্যাকেও প্রেমের অনুরোধে আমি ক্ষমা ক'রেছি—বুঝে দেখ সুন্দরি, সে কি প্রেম! আমার জননী, যে জননী আমায় দশমাস দশদিন গর্ব্ভে ধারণ ক'রেছেন, আজন্ম আমার উপর স্নেহবারি বর্ষণ করেছেন, সেই জননীর হত্যা!—তাও আমি ক্ষমা ক'রেছি, সে শুধু তোমার দিকে চেয়ে! সেই তুমি আজ আমার একটী অনুরোধ রক্ষা ক'র্ব্বেনা? একটী কথা শুন্‌বে না?

সো। কুমার, তুমি অতি মহৎ! শক্তি যদি থাকৃতো তো, তোমার ওই চরণে আমার এই তুচ্ছ দেহটা লুটিয়ে দিতেম! শেরইয়ার, তুমি এত সুন্দর! এমন তোমার মহচ্চরিত্র, এমন দুর্ল্লভ, মনোমুগ্ধকর তোমার প্রেম-সম্ভাষণ!—তুমি আমার পিতৃহন্তার পুত্র হ'লে কেন?

শে। সোহানা, সে কথা ভুলে যাও। তোমার মাতার কলঙ্কে আমার পিতার কলঙ্ক ধুয়ে ফেল—আমাদের মিলনে আমাদের দুর্ভাগ্য পিতা-মাতার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

সো। না কুমার, সে কথা ভুল্‌বার উপায় নেই। রাজ্যের লোভে মাতা আমার অন্ধ হ'য়ে আমাকে খস্রু ও খুরমের পদতলে বিক্রীত ক'র্ত্তে যাচ্ছিল—কিন্তু আমি মনে মনে তাদের অভিসম্পাত ক'র্ত্তেম, মনে মনে তাদের প্রত্যাখ্যান ক'র্ত্তেম। রাজ্যলোভ, সম্পদলোভও আমায় বিস্মৃত ক'র্ত্তে পারেনি—এখন আমি সেকথা কিরূপে বিস্মৃত হবো?

শে। হাঁ সোহানা, সেকথা আমি জানি। জানি যে, খস্রুর রাজ-সম্পদ, খুরমের বীর্য্যশৌর্য্যও যার আরাধনার সামগ্রী নয়, তুচ্ছ দীনহীন শেরইয়ারের ক্ষুদ্র সম্পদ্ তাকে কি ক'রে মুগ্ধ করবে? কিন্তু জেনে শুনেও এ অবাধ্য মনকে সংযত ক'র্ত্তে পাচ্চি না, সোহানা।

সো। কুমার, খস্রুর রাজ-সম্পদ ও খুরমের শৌর্য্যবীর্য্য যে মনকে অভিভূত ক'র্ত্তে পারেনি, তোমার দুটী মধুর বচন সে মনকে বশীভূত ক'রেছিল। হাঁ, সত্যি ক'রেছিলো, অন্তরে অন্তরে তা আমি অনুভব কচ্চি, শেরইয়ার তা ক'রেছিল। কিন্তু তবু তুমি পিতৃহন্তার পুত্র—সেকথা ভুল্‌বার উপায় নাই। শেরইয়ার! মহৎ! আমায় ক্ষমা কর।

শে। সুন্দরি, দুর্ভাগ্যে উন্মত্ত হ'য়ে, এই সুন্দর মুখ, এই সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এই কমনীয় দেবদুর্ল্লভ আকৃতি—এদের সহিত উন্মত্তের প্রলাপ মিশিও না। তোমার ও প্রেমময়ীমূরতি ও দেবমন্দিরে দেবতাই শোভা পায়, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি দানবকে তথায় স্থাপিত ক'রে ও মন্দির কলুষিত ক'রোনা।

সো। না, শেরইয়ার, আর ভাব্‌তে পাচ্ছিনা! এত নূতন নূতন কথা, এত অপরিচিত ভাব—যেন একটা যুগ প্রলয় হ'য়ে গেলো। শেরইয়ার, বিদায় দাও।

শে। প্রতিজ্ঞা কর। প্রাসাদ পরিত্যাগ করে যাবে না। বলো।

সো। না, তা আমি পার্ব্বো না। আচ্ছা রসো ভাবি।

(নুরজাহানের প্রবেশ।)

নু। আর ভাব্‌তে হবে না। সোহানা, শেরইয়ার, আমি সব শুনেছি—আমি তোমাদের সকল ব্যবধান দূর ক'রে দিচ্ছি। সোহানা, এই লও, (শেরইয়ারের হস্ত ধরিয়া) এই হস্ত ধর! এই হস্তে নিজকে আবদ্ধ ক'রে আজ হতে সকল হিংসা-দ্বেষ ভুলে যাও। শেরইয়ার, তুমি আমাকে তোমার মাতৃহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রেছ। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্থন ক'ত্তে আসিনি। সত্যই যদি সে ধারণা তোমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে, তবে তোমার কথাই সফল হোক। আমার এই কন্যার হস্তগ্রহণ করে, সে আক্ষেপ তুমি ভুলে যাও। পিতামাতার দোষে তোমাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়েচে, তা আজ এই মিলনে নির্ব্বাপিত হোক্।

শে। (অভিবাদন করিয়া) জননী, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তোমার এ অমূল্য দান আমি দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ কল্লেম। আর সঙ্গে সঙ্গে অতীতকাহিনী বিস্মৃত হলেম।

নুর। সোহানা!

সো। মা!

নুর। উত্তর করো।

সো। তোমার কথায় ভাবাভাবি ছেড়ে দিলেম—অদৃষ্টের বিধানে আত্ম-সমর্পণ কল্লুম। এস শেরইয়ার।

(উভয়ে নতজানু হইয়া নুরজাহানকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন)।

নুর। তবে তাই হোক শেরইয়ার, তুমিই তবে হিন্দুস্থানের বিজয়-

লক্ষ্মীকে বরণ কর। মূর্খ খস্রু, মূর্খ খুরম নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ুক। শেরইয়ার, তোমার শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, গৌরব নাই—কিন্তু তাতে কি? আজ তোমার নুরজাহান আছে। পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ এক দিকে ও নুরজাহান আর এক দিকে দাঁড়াক—দেখি কে হারে, কে জিনে! শেরইয়ার, আজ তুমি খস্রু ও খুরমের অনেক উপরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জনৈক ওমরার বৈঠকখানা।

কয়েকজন নগরবাসী মিলিয়া গল্প করিতেছিল।

১ম নাগরিক। সোহানাবিবি শেষকালে ছোট রাজকুমারকে বিয়ে কল্লে?

২য় না। এ জানা কথা! অতি গর্জ্জনে বর্ষায় কম। কুমারের কিন্তু বরাত ফিরে গেল!

৩য় না। কেমন বাবুগিরিটা বেড়েছে দেখেচো?

১ম। বাদসার ছেলে, বাবুগিরিটা আর ক'বেই কম ছিল।

৩য়। না হে না, সে রকম নয়, সে রকম নয়। এই তেরি কাটা, চোখ ঠেরে কথা বলা, উদাস হ'য়ে চেয়ে থাকা, ফুলের মালা গাদায় গাদায় পরা—এগুলি আগে ছিলোনা। এ গুলি হালে হ'য়েচে।

২য়। হবে না? এ তো আর যে সে কথা নয়, স্বয়ং নুরজাহান রাজ্ঞীর কন্যাকে তুষ্ট করা চাই। তাও আবার এমন কেটাফেরাস চেহারা নিয়ে। চেহারা খানা দেখেচ?

৩য়। যেমন সুপুরি গাছ—মুখখানাই সুন্দর! শরীর খানা আছে কি নেই! তার ঠিক নাই।

১ম। থাকৃবে কি কোরে? অসুখ বিসুখের সঙ্গে যে মিত্রতা ক'রে নিয়েছেন, তারপর আবার সাহসেও সেকেন্দর সা! বার বছরে একটু পাইচারি কর্ব্বার নামটী নেই—এতে শরীর টিকৃতে পারে?

২য়। এমন বীর পুরুষ বাদসা হ'লে কি উপায়?

৩য়। তা হ'চ্চেও না, চিন্তাও নেই।

২য়। না হে না, অত খাতির জমা থেকো না। আজ কাল দরবারের রকম-সকম দেখেচ? ছোট রাজপুত্র আর বাদসার কাছ ছাড়া বসেন না, যেন এখুনি বাদসাই পেয়েছেন আর কি?

১ম। সত্যি। এটা আমার অনেক দিন মনে লেগেছে। এর কারণ কি, মিঞা?

২য়। বাদসা বলেন, শেরইয়ার ছোট, বিশেষতঃ রোগে শোকে ভুগছে—তাকে সদাসর্ব্বদা নজরে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু এটা একটা কথার কথা মাত্র।

৩য়। তোমার কি মনে হয়?

২য়। সুধু আমার নয়, রাজ্যি শুদ্ধ লোকে বলাবলি ক'চ্ছে, শেষকালে বুঝি ছোট রাজপুত্রই রাজ্য পেলে!

১ম। তা আর হয় না। বিশেষ বড় রাজপুত্রও নাকি প্রায় 'ছুটি ছুটি' হ'চ্চে—বাদসার সে উদ্দেশ্য থাকৃলে আর তাঁকে মুক্তি দিতে চাইতেন না।

২য়। ওহে, এসব রাজনীতির চালাকী। ওসব কথা আমাদের বুঝ্‌বার সাধ্য কি? তা বুঝি শোন নি, বড় রাজকুমারকে যে মুক্ত ক'রে গুজরাটে পাঠাইবার কথা হ'চ্ছে।

সকলে। বল কি—বল কি? আচ্ছা বড় রাজকুমার ছাড়া আরও তো ছোট কুমারের দু'জন জ্যেষ্ঠ ভাই রয়েচেন—তাঁদের কি হবে?

২য়। খশ্রুর যে দশা, তাঁদের, সেই দশা। কুমার পরভেজ নাকি এলাহাবাদে আছেন. শীঘ্র রাজধানীতে এসে বাঙ্গালার পাকা শাসন কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ কর্ব্বেন। আর খুরম—তিনি তো দাক্ষিণাত্য নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে আর তার থাক্‌বার যো নেই।

১ম। তিনি তবে আবার দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন?

২য়। সেইরূপই তো শুন্‌চি। সেখানে নাকি আবার বিদ্রোহ হবার সূচনা হ'চ্চে।

৩য়। কি আপদ! এই দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সমূলে কোতল না কল্লে, আর ঝাল মেটবে না। তাহাদের জ্বালায় দু'দিন গৃহে বসে নিশ্চিন্ত মনে কালিয়া-কোর্ম্মা খাবার যো নেই।

২য়। নিশ্চিন্ত মনে আর কালিয়া-কোর্ম্মা খাবার আশা ক'রো না। বাইরে এই অশান্তি, ভেতরে আবার প্রলয়াগ্নি না জ্বলে উঠলে বাঁচি!

৩য়। ভেতরে আবার কিসের প্রলয়াগ্নি দেখলে?

২য়। এতক্ষণ বল্‌চি কি? শুন্‌চি নাকি গুজরাটে যাবার কথা শুনে কুমার খশ্রু একবারে রেগে টং। বোলচেন—বুঝ্‌তে পেরেছি, এ আমাকে রাজধানী হ'তে তাড়াবার একটা ফন্দী মাত্র, আর এ ফন্দীর গোড়ায় সেই রাজ্ঞী নুরজাহান!

১ম। সত্য নাকি?

৩য়। এ কথাটা তোমার কেমন লাগ্‌লো, বলতো।

২য়। লাগ্‌বে আবার কেমন? সকলেরই মূলে যথন নুরজাহান, তথন এর মূলেও যে সেই রমণী, তাতে আর সন্দ কি? কিন্তু যা বল, রাজ্ঞী কিন্তু সিংহাসনে বসে বড় বাড়াবাড়িটাই সুরু করেছে।

১ম। বাড়াবাড়ি আবার বলে কাকে? এই আমার চার কুড়ি চার বচ্ছর তো হলো, এর মধ্যে তো মেয়েমানুষের এত বাদ্সাগিরি দেখিনি।

৩য়। বেগম হ'য়েছে বলে যেন বেটী একবারে লাফিয়ে উঠেচে। পাল্লে বাদসাকেই বেদখল দেয় আর কি?

২য়। বেদখল তো দিয়েচেই—আবার বাকী রেখেচে কি? বাদসা কি আর রাজ কার্য্য চোগ মেলে দেখে, না শোনে? যা করেন বেগম।

৩য়। যা বল, বড় রাজ পুত্রের বাস্তবিকই এখন কোথাও না যাওয়াই উচিত। গেলেই শাশুড়ী-জামাইএ মিলে বাদসাহ ও বাদশাইটাকে একবারে গ্রাস কোরে বস্‌বে!

২য়। বেচারার উভয়তঃই বিপদ। না গেলেও এখনই আবার বাদ-সাহের বিষ নয়নে পড়্‌তে হবে।

১ম। শুন্‌চি নাকি মহাব্বৎ খাঁ এখন কুমারের অভিভাবক হ'য়েছেন। তা হ'লে আর ভাবনা নেই।

২য়। কিন্তু ও লোকটার উপর বেশী ভরসা ক'রো না। লোকটা খুব বীর আর সাহসী বটে, কিন্তু যে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, প্রাণান্তেও সে তার মনিবকে ছেড়ে অন্যের কথা কইবে না। দেখলে না, যতদিন কুমার রাজবিদ্বেষভাজন ছিল, ততদিন তিনি তার কাছ দিয়েও ঘেঁসেন নি।

১ম। যাই বল, এমন একটা বীর ও মহৎ পুরুষ এ পর্য্যন্ত জন্মাই নি। মহাব্বৎ খাঁ না থাক্‌লে এতদিন মোগল রাজত্বটা উৎসন্ন যেতো।

৩য়। সে ইচ্ছে কল্লে রাজ্যটাই জয় কোরে নিতে পার্ত্ত—তাঁর যে প্রতাপ! কিন্তু সেতো রাজ্যের ভিকারী নয়। যে রাজ্য নিয়ে এত রক্তারক্তি ঝকাঝকি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পিতা-পুত্রে সংগ্রাম, সে রাজ্যটা মহাব্বৎ খাঁ কি নিস্বার্থ ভাবেই রক্ষা ক'রে আস্‌চে।

২য়। তার জন্যে বাদসাও তাঁকে যথেষ্ট খাতির-প্রণয় করেন। মহাব্বৎ খাঁকে বাদসা একদিনের জন্যও অবিশ্বাস করেন নি।

১ম। তবে মহাব্বৎ খাঁই কেন বাদসাকে কুমার খস্রুর কথা বুঝিয়ে বলেন না।

২য়। মহাব্বৎ খাঁ কখনো তা করেন না। তিনি বলেন, আমি বাদসাহের দাস, তার আদেশ পালন কর্ব্ব, তাঁকে উপদেশ দেবো না।

৩য়। বাস্তবিকই মহাব্বৎ খাঁ আশ্চর্য্য পুরুষ। ওহে দেখ দেখ! একটা লোক কেমন দৌড়ে আস্‌চে দেখ।

২য়। লোকটাকে পাকড়াও। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। তা না হ'লে এমন কোরে দৌড়াত না। ব্যাপারটা কি জান্‌তে হবে।

৩য়। রসো, আমি ধরে নিয়ে আস্‌চি।

[প্রস্থান।

১ম। দেখ, দেখ, লোকটা কেমন কচ্ছে দেখ!

২য়। চুপ, চুপ, আস্‌চে।

(৪র্থ নাগরিককে লইয়া ৩য় নাগরিকের প্রবেশ)

কি মিঞা! কি, কি, ব্যাপার কি?

৪র্থ। আর ব্যাপার কি? পালাও—পালাও—বিদ্রোহ হবে, বিদ্রোহ হবে।

২য়। সে কি? কে বিদ্রোহ কর্ব্বে, কিসের বিদ্রোহ?

৪র্থ। তা বল্‌বার সময় নেই। যতক্ষণ শুন্‌বে ততক্ষণ দুটো জিনিস সরাতে পার্ব্বে। চল, প্রাণের মায়া থাকে তো শিগ্‌গির চল।

২য়। ওহে, এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? দাঁড়াওই না। কিসের বিদ্রোহ, কে কর্ব্বে—কিছু ঠিক নেই, আগেই পালাবো।

৪র্থ। তবে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্দ্দানা দেবে নাকি ?

১ম। কেন, হাতিয়ার নেই—গর্দ্দানা যাবে ? গর্দ্দানা গেলেই হলো !

৪র্থ। ও বাবা, তোমরা যে দেখ্‌চি, বেজাহালী লোক! তবে থাকো দাঁড়িয়ে, আমি চল্লুম।

(প্রস্থানোদ্যত—অপরেরা ধরিয়া ফিরাইলেন)

২য়। আরে দাঁড়াওইন্না, কথাটা আগে শুনি।

৪র্থ। আঃ ছাড়না—কি শুন্‌বে ? শেষকালে আমাকে শুদ্ধ প্রাণে মার্‌বে দেখচি।

১ম। কে বিদ্রোহ কর্ব্বে বলতো ?

৪র্থ। আর কে ? তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেচ, আর তামাক খাচ্ছ, দুনিয়ার খবর তো রাখ না—রাজকুমার খস্রু গুজরাটে যাবার কথায় একেবারে রেগে-মেগে দরবার থেকে বেরিয়ে এসেচেন। অসংখ্য লোক তাঁর পেছনে জুটেছে—এখুনি বিদ্রোহ হ'বে। বুঝ্‌লে ?

২য়। ওঃ ! তবে এখনো হয় নি.—মাত্র হবো হবো ক'চ্ছে।

৪র্থ। আবার হয় নি কি রকম ? দরবার থেকে বাদশাকে অগ্রাহ্য কোরে রেগে বেরিয়ে এসেচে, অসংখ্য লোক পেছনে ছুটেছে—তবু হয় নি ?

২য়। তুমি এ খবর কোথায় পেলে ?

৪র্থ। হাওয়ায় পেলুম। এ সবের গন্ধ হাওয়ায় ছোটে। পথে ঘাটে লোক কিস্ কিস্ কচ্ছে।

২য়। একটা উড়ো কথা শুনে তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেচ ?

৪র্থ। তবে কি এ খবরটা শুনে বেশ সুস্থির হয়ে ঘরে বসে থাক্‌বো নাকি ?

১ম। না তা কেন ? তা করো না, তা কর্ত্তে নেই। খুব ছোট,

রাতদিন ছোট—ছুট্‌বে আর আছাড় খাবে, ছুট্‌বে আর কেবলি আছাড় খাবে।

৪র্থ। ছাড়ো যাই। তোমাদের মত ব্যাকুবের হাতে পড়ে জানটা খোয়া যাবে দেখ্‌চি। বাবা! আপনি বাঁচ্‌লে বাবার নাম। পালাই।

২য়। হাঁ, হাঁ—পালাও, পালাও—বীরের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে পালাও।

৪র্থ। বীরের মতো পালাব না তো কি ডরাব নাকি? ভারি বুদ্ধি-মান তোমরা।

[বেগে প্রস্থান।

১ম। লোকটা অৰ্দ্ধেক উন্মাদ।

৩য়। কাপুরুষের হদ্দ!

২য়। যাহ'ক্‌ ব্যাপারটা কিন্তু কি জান্‌তে হচ্চে। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। আমি তুনিয়ার খবর রাখি, আর এ খবরটা এখনো পাইনি। ভারি ক্রুটি তো! ওহে, ঐ দেখ আজিজ মিঞা আস্‌চে। ওর ঠাঁই সব খবর পাওয়া যাবে এখন। ও আজিজ, ও আজিজ, শোন শোন।

(আজিজের প্রবেশ)

আজ দরবারের খবর কি?

আ। আজ ভারি গোলযোগ হয়েচে।

সকলে। কি রকম, কি রকম? বড় কুমার নাকি বিদ্রোহ করেছে?

আ। ঠিক বিদ্রোহ নয়, তবে অনেকটা অস্বাভাবিক উগ্রতা দেখিয়ে-চেন বটে। বাদসাহ তাকে গুজরাটে পাঠাতে চান, কুমার তাতে অস্বীকৃত হন। তাতে বাদসাহ চটে গিয়ে তাকে ভৎর্সনা করেন, ভয় দেখান।

যুবরাজ তদুত্তরে একবারে অনুমতি না নিয়েই দরবার থেকে বেরিয়ে আসেন। ফলে বাদসাহ হুকুম দিয়েচেন, তাকে ফের বন্দী করা হোক। শুন্‌চি নাকি আবার তাকে প্রাসাদের মধ্যে আটকে রাখা হবে।

২য়। বল কি? তা, তিনি তো এত দিনও বন্দীই ছিলেন। তিনি তো একবারে মুক্তি পান নাই।

আজিজ। না। তবু এতদিন অনেকটা স্বাধীনতা ছিল! প্রায় মুক্ত হয়ে এসেছিলেন বলে; সহরের বাহিরে না যেতে পাল্লেও, সহরের যে কোন স্থানে যেতে পার্ত্তেন। এখন আর সেইটুকুও রইল না।

২য়। তবে কি আবার তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখা হবে নাকি?

আজিজ। ঠিক তা না হোক, অন্ততঃ আর তাকে তার কক্ষের বাহিরে যেতে দেওয়া হবে না। তোমরা ঘরে ব'সে কি কচ্ছ? যাও না, বেড়িয়ে এসো না—জুমা মস্‌জিদের গোড়ায় গেলে সব জান্‌তে পার্ব্বে এখন।

২য়। হাঁ হাঁ, যেতে হচ্ছে, যেতে হচ্ছে, এমন খবরটা—ভাল কোরে সব জানা চাই বই কি? চলহে চলহে।

১ম ও ৩য়। হাঁ হাঁ চলো—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার—খস্রু।

খ। আবার কারাগারে এসেছি—বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই কারাগারেই থাক্‌তে হবে। উঃ! রাজপুত্র আমি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, পিতামহ আমায়ই রাজ্যের মালীকি কোরে গিয়েছিলেন—সেই

আমি আজন্ম কারাগারে! জগতে কি বিচার নাই? কি দোষে আমার এই শাস্তি? বিদ্রোহ করেছি? পিতাকে অমান্য করেছি? কিন্তু পিতা, পিতৃস্নেহ বলে কি একটা জিনিষ নাই? এই রাজ্য, এই সিংহাসন আমারই ছিলো, আমিই তোমায় দিয়েছি। তার বিনিময়ে একটু পিতৃ-স্নেহ, একটু ন্যায় বিচারের আমি প্রার্থী, তাও তোমার সইল না? কৃপা ভিক্ষা দূরে থাক্ তুমি আমায় ন্যায্যপ্রাপ্য হতেও বঞ্চিত কল্লে! আবার সে প্রাপ্য তোমায় আমিই দিয়েছিলাম, হাতের মুঠোতে পেয়েও পিতৃরোষের ভয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। উঃ! আমার রাজ্য, আমার সিংহাসন আজন্ম উপভোগের পরেও, আমায় ফিরিয়ে দিতে তোমার এত আপত্যি! কেন আপত্যি?—না একটা উচ্চাকাঙ্খিণী রমণীকে তা দিয়ে তুষ্ট কর্ত্তে হবে বলে! কেননা, সেই রাজ্যে যার কোন অধিকার নাই, স্বপ্নেও যার কোন দাবী নাই, সেই রাজপুত্র এখন তার জামাতা—তাকে একটু উঁচু কর্ত্তে হবে বলে! হায় পিতৃস্নেহ! এই তোমার মর্য্যাদা? না, এ কেহ সহ্য কর্ত্তে পারে না—আমিও পারি নি—আমি ঠিক করেছি। পিতা, পিতা, রাজ্যশোক আমার প্রাণে যত না বেজেছে, তোমার এই পক্ষপাতিত্ব আমায় ততোধিক পীড়িত ক'চ্ছে। আমি রাজ্য চাই না— আমি বিচার চাই।

(বালক বুলাকীর প্রবেশ।)

বুলাকী। বাবা, বাবা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

খস্রু। এই এক কাঁটা! সব দুঃখ ভুলে থাক্‌তে পারি, সব কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি, কিন্তু বালকের মুখের দিকে যখন চাই, তখন আর স্থির থাক্‌তে পারি না। এই বালক ন্যায়তঃ ভারতের ভাবী সম্রাট্ ছিল। কিন্তু আজ ক'দিন যাবৎ বাছার মুখখানি অনশনক্লিষ্ট! ইতিপূর্ব্বে যখন বন্দী ছিলেম, তখন খাওয়া-পরার দুঃখ ছিল না—কিন্তু এবার সম্রাট্ তা হতেও

বঞ্চিত করেছেন। যে দুটি সামান্য আহার্য্য আসে, তা দিয়ে দু'জনারই ভালরূপ আহার হয় না। অভাগিনী মীণা আমার একরূপ অনশনেই কাল কাটাচ্ছে বল্লে হয়।

বুলাকী। বাবা!

খস্রু। বৎস, একটু অপেক্ষা কর। বেগম এখুনি খাবার নিয়ে আসবেন। ততক্ষণ সহ্য ক'রে থাকো।

বুলাকী। উঃ! যদি একটু জল পেতেম! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে! বাবা একটু জল খেলেও পেট ভ'র্ত্তো!

খস্রু। জগদীশ্বর! কেন আমায় রাজার ঘরে জন্মিয়েছিলে! তা না হ'লে তো এত কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে হ'তো না। আজ একজন দীনদুঃখী, শাকান্নভোজী ভিখারীর চেয়েও আমি দুঃখী!

বুলাকী। বাবা, মা কোথায় গেলো? কখন ফিরে আস্‌বে বাবা? বাবা, তারা মাকে যেখানে সেখানে যেতে দেয়, আমাদের দেয় না কেন? ওকি বাবা, তুমি কাঁদ্‌চো?

খস্রু। না বাবা কাঁদিনি। কাঁদব কেন? রাজার ছেলে আমরা, আমাদের কি কাঁদ্‌তে আছে? আমাদের এই রকমই দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'র্ত্তে হয়। প্রজার জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা—এই তো হচ্চে রাজার কর্ত্তব্য। তোমাকেও তাই এ সব সহ্য কর্ত্তে হচ্চে, বাবা।

বু। বাবা আমি রাজা হ'বো?

খ। হাঁ, হ'বে বৈ কি! দুঃখ-কষ্ট আছে, সহ্য কর—বীরের মতো তাদের উপেক্ষা ক'রে উড়িয়ে দাও, তুমিই ত এ রাজ্যের মালীক! ওই বেগম আস্‌চে।

(মীণার প্রবেশ)

বু। মা মা, তুমি খাবার এনেছো?

মা। হাঁ, এই নাও বাছা, এ ভাগটী তোমার পিতার।

বু। বাবা, আমি ছাদে যাই।

[প্রস্থান।

খস্রু। মীণা, অর্দ্ধেক আহার্য্য পুত্রকে দিলে, আর অর্দ্ধেক পতির জন্য রেখেচো! তোমার ভাগ কোথায়?

মীণা। আমি খেয়েচি।

খস্রু। প্রতারণা করো না মীণা, আজ তুমি না খেলে, আমি কিছুই খাবো না।

মীণা। শোন, পাগলামী ক'রো না—খাও। একটা সুসংবাদ এনেচি, যদি তাতে স্বীকৃত হও, আর আমাদের খাওয়া-পরার অভাব থাক্‌বে না। আবার স্বাধীনতা পাবে, ধরো।

খস্রু। ধর্‌বো পরে। আগে বল, কি সে সুসংবাদ?

মীণা। এত উতোলা হ'চ্চ কেন? বিপদে অধীর হওয়া তো তোমার স্বভাব নয়! আর যেন সে তুমি তোমাতে নাই।

খস্রু। না মীণা, সত্যই নাই. এতদিন তবু আশা ভরসা ছিল। এখন একবারে চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌চি। বোধ হয় এ গৃহই আমাদের অন্তিম কবরে পরিণত হবে!

মীণা। না, তা হবে না। তবে শোন, কি বল্‌তে এয়েছি, শোন। দেখো যেন পাগলামী ক'রে সব নষ্ট করো না। একবার আমার দোষে সব হারিয়েছ, এবার নিজের দোষে সব হারিয়ো না। শোন!

(কানে কানে কি বলিলেন।)

খস্রু। (সবিস্ময়ে) ও কি কথা? এ তোমায় কে বলেছে?

মীণা। সাম্রাজ্ঞী, নিজে ডাকিয়ে বলেছেন। বল্লেন, এখনো সময় আছে। এখনো যদি খস্রু রাজি হয়, আমি শেরইয়ারের সঙ্গে সোহানার

সকল সম্বন্ধ পণ্ড ক'র্ত্তে পারি। খস্রু তা'কে গ্রহণ কল্লে, রাজসিংহাসন তারই।

খস্রু। তুচ্ছ সিংহাসন! এ সিংহাসনে আমি পদাঘাত করি। কি আশ্চর্য্য! এ নারী পিশাচী না সয়তানী!

মীণা। যাই হোক্। তোমাকে এবার এতে সম্মত হ'তে হবে, প্রিয়তম।

খস্রু। কিছুতেই না। তত অধম আমি নই, প্রিয়তমে!

মীণা। কিন্তু তোমার স্ত্রী-পুত্র! তারা কি তবে অনশনে মারা যাবে?

খস্রু। মীণা—

(চুপ করিয়া কতক্ষণ মীণার দিকে চাহিয়া রহিলেন)

মীণা। কি প্রিয়তম?

খস্রু। এ তোমার আন্তরিক কথা?

মীণা। কেন অবিশ্বাস ক'চ্চ প্রভু? একবার তোমার সন্তানের কথা ভাবো দেখি! কি প্রফুল্লকমল দিনের দিন অসহ্য পীড়নে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে!

খস্রু। হোক, তবু তোমার প্রফুল্ল মুখখানি দেখে সে শিশু জীবন ধারণ করতে পার্ব্বে আমি তাকে চিনি,—তোমার চোখে জল দেখ্‌লে. ক্ষুদ্রশিশু রাজভোগে বর্দ্ধিত হয়েও প্রাণ রাখ্‌তে পার্ব্বে না।

মীণা। কিন্তু আমার চোখে আমি জল আস্‌তে দিব কেন? নাথ, তুমি যদি সুখী হও, তোমার যদি কোনও কষ্টের কারণ না থাকে, তবে আমি কি এমনি অধম নারী যে, তুচ্ছ নিজের সুখের জন্য তোমার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ কর্ত্তে বিরত হবো?

খস্রু। আর তুমিও কি মনে কর মীণা যে, এমন মহতী নারী তুমি, এমন সুন্দর অন্তর তোমার, আমি তোমায় উপেক্ষা ক'রে নিজের সুখের

জন্য পত্ন্যন্তর গ্রহণ ক'র্ব্ব? আর সে পত্নী যখন আমারই একজন পূর্ব্ব-বিবাহিত ভাইয়ের পত্নী!

মীণা। রাজ্ঞী বলেছেন, তোমার বিবাহের পূর্ব্বেই শেরইয়ারের সঙ্গে সোহানার সম্বন্ধ লুপ্ত হবে।

খস্রু। ছিঃ মীণা!

মীণা। ক্ষতি কি এতে নাথ? মুসলমান ধর্ম্মে এরূপ কার্য্যে নিন্দা নাই—প্রতিবন্ধক নাই, লজ্জা নাই।

খস্রু। এতেও যদি নিন্দা না থাকে, এতেও যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে মুসলমান ধর্ম্মে যে কিসে নিন্দা, কিসে প্রতিবন্ধক আছে, তা আমি জানিনি! মীণা, এজন্যই আমি এ ধর্ম্মে জন্মেও, এ ধর্ম্মটার বিরোধী। সহস্র পত্নী গ্রহণও যে ধর্ম্মের ব্যবস্থা, এক পতি বর্ত্তমানে অন্যপতি গ্রহণে যে ধর্ম্মের রমণীদের নিন্দা নেই, সে ধর্ম্মের কোন আকর্ষণ যে আমাকে আবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারেনি—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক!

মীণা। ধর্ম্মের নিন্দা করোনা প্রিয়তম! ধর্ম্ম! সকল ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মেই অসম্পূর্ণতাও আছে। মুসলমান ধর্ম্মে সহস্রপত্নী গ্রহণ আছে, হিন্দুধর্ম্মেও কি তা নাই? আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্মে—যে ধর্ম্মে বহুপত্নী এক সঙ্গে গ্রহণ নিষিদ্ধ, তাতেও রমণীদের পর পর বহুবিবাহ-প্রথা দেখা যায় তো!

খস্রু। কিন্তু তা বলে ধর্ম্মের এই অসম্পূর্ণতাগুলিকে দূর ক'রে দিতে পাল্লে, অধর্ম্ম হয় না! আচ্ছা তুমি কি মনে কর, সোহানা বেগম নিজ ইচ্ছায়ই শেরইয়ারকে পরিত্যাগ কর্‌বে বলেছে?

মীণা। হাঁ বলেছে বইকি? রাজ্ঞী তো তাই বল্লেন।

(হঠাৎ সোহানার প্রবেশ)

সো। রাজ্ঞী মিথ্যা কথা বলেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

সোহানার মুখ হ'তে সে কথা বাহির হবে না। ছি, বেগম, ছি, কুমার, আপনারা অযথা আমার নিন্দাবাদ কর্‌ছেন? আর গোপনে গোপনে আমাদের এক মহা সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র পাকাচ্চেন!

খস্রু। সোহানা, এজন্য আমরা দায়ী নই তো, এজন্য দায়ী—

সোহানা। জানি আমি—আমারই মাতা। কিন্তু তবু আপনাদের কর্ণে অঙ্গুলি দিয়েই এ পরামর্শের চূড়ান্ত অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল! তা আপনারা করেন নি। কিন্তু এখন আমি তা কর্ব্বার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বেগম সাহেবা, আপনার প্রতি সাম্রাজ্ঞীর উপদেশ আমি সমস্ত শুনেচি। দুর্ভাগ্য আমার, আপনি আপনার নিজের তুল্য আমাকে মনে ক'র্ত্তে সাহস পান নি—তাই আমাকে কুলটা বলে স্বামীর সমীপে চিত্রিত কচ্ছিলেন। আপনার উপযুক্ত স্বামী সৌভাগ্যবশতঃ তা অবিশ্বাস কোরে আপনার ত্রুটীর অনেকটা সংশোধন করেছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কুমার, আপনার অনুমান সত্য। সত্যই আমি এ নীচ কল্পনা কখনো মনেও আন্‌তে পারিনি। কুমার, রাজ্ঞীর সহিত বেগম সাহেবার গোপন পরামর্শ প্রচ্ছন্নভাবে শুনেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আজ আপনাদের এইরূপ একটা বাক্‌বিতণ্ডা হ'বে। তাই আমি বল্‌তে এয়েচি যে, আপনাদের এ জল্পনা-কল্পনা একান্তই নিষ্ফল! মনে রাখ্‌বেন কুমার, যদি পূর্ব্বের সূর্য্য কাল পশ্চিম দিকে উঠে, যদি হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাল আটলাণ্টিক মহাসাগরে পরিণত হয়, যদি পৃথিবীর সকল মণিমাণিক্যও আজ একত্রিত হ'য়ে এক সঙ্গে আমায় প্রলোভিত ক'র্ত্তে আসে, তবু আমি বিচলিত হব না, তবু আমি শেরইয়ারকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না। এটা মনে রেখে আপনারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ব্বেন।

[প্রস্থানোদ্যত।

খস্রু। সোহানা, তুমি সতীকুলরত্ন—স্ত্রী পুত্র, সর্ব্বস্ব হারালেও আমি তোমার অনিষ্ট ক'র্ব্ব না।

মীণা। আমায় ক্ষমা ক'রো সোহানা! আমি না বুঝে অপরাধ ক'রেছি।

সোহানা। দিদি, আর আমার কোন ক্ষোভ নাই, আর আমার রাগ নাই। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খুরমের কক্ষ—খুরম ও তাজমহল।

খুরম। শুনেছ, আমাদের কাশ্মীরে যাবার বন্দোবস্ত হচ্চে।

তাজ। বলো কি? আমি যে দাক্ষিণাত্যে রাজ্যস্থাপন কর্ব্বার স্বপ্ন দেক্‌চি!

খুরম। বাদশাহ হুকুম দিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সকলকে আগ্রা পরিত্যাগ ক'র্ত্তে হবে। শুন্‌চি নাকি এবার জলযাত্রা।

তাজ। জলযাত্রাই হোক, আর যাই হোক, তুমি এবার আগ্রায় থাকৃতে চেষ্টা কর। আমি খয়ের-উন্নেসাকে দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সকল খবরাখবর নিচ্ছি। এ সময় আমাদের দূর দেশে যাওয়া ঠিক হবে না।

খুরম। তা কি ক'র্ব্বো? বাদশাহ কিছুতেই ছাড়্‌বেন না! কুমার পরভেজও এলাহাবাদ থেকে সেই উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এসেচেন, শুন্‌চি নাকি খস্রুকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

তাজ। বল কি? এই সে দিন বন্দী হ'লেন!

খুরম। হাজার হোক, পুত্র তো! রাগের মাথায় বাদসাহ হুকুম দিয়েছেন, এখন আবার পুত্রস্নেহ একটু একটু ক'রে জেগে উঠ্‌চে। শুন্‌লুম এজন্য কুমার পরভেজও নাকি খুব ওকালতি ক'রেছেন।

তাজ। এর কারণ?

খুরম। এর কারণ কতকটা শ্বশ্রুজননীর কাতর অনুরোধ, কতকটা তাঁর নিজের স্বাভাবিক ঔদার্য্য।

তাজ। কিন্তু এ ঔদার্য্যে তাঁকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন হারাতে হবে।

খুরম। ভাই আমার তজ্জন্য কুণ্ঠিত নন। এমন মহচ্চরিত্র আর দুনিয়াতে দুটী দেখা যায় না!

তাজ। সত্যি। কিন্তু নুরজাহান-রাজ্ঞী এতে চুপ ক'রে থাক্‌বে, এমত তো বোধ হয় না!

খুরম। আর বাক্যব্যয় ক'রেই কি ক'র্ব্বেন? বাদশাহের এবার সখ হ'য়েছে,—পুত্রদের নিয়ে জলযাত্রা ক'র্ব্বেন—এ সখের মুখে রাজ্ঞীর ওজর-আপত্তি ভেসে যাবে।

তাজ। কিন্তু যুবরাজকে এবার বিশেষ সতর্ক থাক্‌তে হবে। মহাব্বৎ খাঁ যদি এই সময় থাক্‌তেন!

খুরম। আমিও তাই ভাব্‌চি। শেরইয়ারকে তক্তে বসাবার জন্য রাজ্ঞী যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েচেন, তাতে তাঁরই আশঙ্কা বেশী। পরভেজ তো উদাসীন! তাঁকে তিনি ঘাঁটাবেন না। আমিও একরূপ দূরেই সরে আছি—আমাকেও হয়তো পথছাড়া বলেই গণ্য কর্‌বেন। সুধু তাঁর উপরেই তাঁর সমস্ত আক্রোশ। খস্রু রাজধানী ছাড়্‌তে অস্বীকৃত হ'য়ে, এই বিপদ একা ঘাড়ে টেনে নিয়েছেন।

তাজ। তাঁকে এ বিপদ হ'তে মুক্ত কর্ব্বার উপায়? একটা দুরা-

কাঙ্ক্ষিণী রমণীর ক্রোধবহ্নিতে এমন একটা দুর্ল্লভ জীবন উৎসর্গিত হবে—এটা হ'তে পারে না। তুমি মহাব্বৎ খাঁকে আনাতে চেষ্টা কর।

খু। সে অসম্ভব, তিনি এখন কাবুলে—সেখানে বিদ্রোহ নিবারণে নিযুক্ত আছেন—তাঁকে আনা সহজ হবে না।

তাজ। তবে তুমি স্বয়ং তাঁকে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখো—সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাবে।

খু। আমি তা প্রস্তাব ক'রেছিলাম। তাতে ভাই খস্রুরও সম্মতি ছিল। কিন্তু বাদশাহ তাতে আপত্যি করেন।

তাজ। বাদশাহ আপত্যি করেন, এর কারণ?

খু। এর কারণ—রাজ্ঞী নুরজাহান! তিনি তাঁকে বুঝিয়েছেন, খস্রুকে আমার হাতে দেওয়া সঙ্গত হবে না, কারণ—খস্রুর অবর্ত্তমানে আমার রাজ্য লাভ হবার সম্ভাবনা।

তাজ। কুমার পরভেজকে ডিঙ্গিয়ে?

খু। পরভেজ তো উদাসীন!

তাজ। উঃ, কি কুটিল-প্রকৃতি এই রাজ্ঞী! কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'র্ব্ব, পিসিমা। তুমি তোমার কুহকিনী শক্তিতে সকলকে জব্দ ক'র্ত্তে পার্ব্বে, সকলকে হটাতে পার্ব্বে, কিন্তু আমায় পার্ব্বে না—তোমার স্বজাতি, স্বকুলোদ্ভবা এ তাজমহলকে হটাতে পার্ব্বে না। এস প্রিয়তম, উপাসনার সময় হ'লো। ঐ মতিমসজিদে আজান-ধ্বনি উঠ্‌চে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা বিশ্রাম ঘাট।

সন্ধ্যাকালে নদী-তীরের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, ঘাটের চাতালে ফুলওয়ালীগণ স্তবকে স্তবকে ফুল লইয়া বসিয়াছে। প্রদীপধারিণীগণ দীপ ভাসাইতে আসিতেছেন। ঘাটে বাদসাহের বিরাট নৌ-বাহিনী।

(প্রদীপধারিণীগণের গীত)

(কোতোয়াল ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

কো। সরুন্, সরুন্ আপনারা,—বাদশা আস্‌চেন। এখন কারো এখানে থাক্‌বার হুকুম নেই।

জনৈক ফুলওয়ালী। ওলো, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। কি সর্ব্ব-নাশ, বাদ্‌শার নজরে পল্লে, আর জাত থাক্‌বে না—ধরে নিয়ে গিয়ে মুসলমান ক'র্ব্বে এখন। শিগ্‌গির চল্—শিগ্‌গির চ—

[প্রস্থান।

কো। প্রহরিগণ, দূরে থেকে তোমরা সতর্কতার সহিত এই স্থান রক্ষা কর—দেখো যেন মশা-মাছিও এতে সহজে প্রবেশ না কর্ত্তে পারে।

প্রহরিগণ। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

[প্রস্থান।

কো। আমিও যাই! কিছু বক্‌সিসের যোগাড় কর্ত্তে হবে তো!

[প্রস্থান।

(জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানের প্রবেশ)

জা। আশ্চর্য্য ফকীর এই দরবেশ, নুরজাহান! চক্ষে সব দেখে

এলুম—তবু যেন সে সব অদ্ভুত ব্যাপার বিশ্বাস কর্ত্তে সাহস হচ্চে না। খস্রুর কথা কি বল্লে শুনেচো ?

নু। না সম্রাট্।

জা। বল্লে, এই রাজপুত্রকে ভাল ব্যবহার ক'রো সম্রাট্, ইনি ভারতের ভাবি অধিকারী—ইঁহার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হ'তে পারে।

নু। কি সর্ব্বনাশ! ফকীর একথা বল্লে ?

জা। হাঁ, ফকীর একথা বল্লে! অথচ এ ফকীরকে অবিশ্বাস কর্ব্বার উপায় নেই। ফকীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—সব জানে। তার যে অদ্ভুত গুণপনার কথা শুনে, রাজসম্পদ ভুলে, পদব্রজে তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, আমি তার উত্তম প্রমাণ পেয়েছি। তাঁকে অবিশ্বাস করা আর চাক্ষুস ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করা একই কথা নুরজাহান ?

নুর। সম্রাট্, এখনো সতর্ক হোন্। কুমারকে আবার বন্দী করুন। বন্দী ক'রে আগ্রায় পাঠিয়ে দিন।

জা। তা আর এখন হয় না, রাজ্ঞি! এখন তাকে বিনা কারণে বন্দী কল্লে, হিতে বিপরীত ঘট্‌বে।

নু। তবে কি ক'র্ব্বেন ? হিংস্র ব্যাঘ্রকে মুক্ত কোরে গৃহকোণে পোষ্‌বেন ? স্বেচ্ছায় বিপদকে নিমন্ত্রণ কোরে আন্‌বেন ?

জা। নুরজাহান, কি রহস্যময় এই পিতৃ-স্নেহ! সব বুঝ্‌তে পারি—কিন্তু তবু তার প্রতিবিধান কর্ত্তে পারি না। সাম্রাজ্ঞি, আগ্রায় থাক্‌তে খুর-মের প্রস্তাবে রাজী হ'লে ভাল হ'তো। তাতে উভয় দিক্ রক্ষা হ'তো।

নু। উভয় দিক্ কোন্ কোন্ দিক্, জনাব ?

জা। পিতৃ-স্নেহের আবদার ও আমাদের নিশ্চিন্ত-বাস! খুরমের পর্য্যবেক্ষণে পুত্র নিরাপদেও থাক্‌তো, নিশ্চেষ্টও থাক্‌তো। তুমি তা'তে অমত কল্লে!

নু। বরং এখন সেই বন্দোবস্ত করুন্।

জা। এখন? সে বড় দুরূহ! দু'জনকে নিকটে রেখে দু'জনকে দূরদেশে পাঠালে একটা গোলযোগ ঘট্‌বে। জানতো, খস্রু কি কাণ্ডটাই করেছিল!

নু। এখনও তা করে তো, পুনঃ কারাগারে পুর্‌বেন—আমরা তো তাই চাই। আর দেখুন, এখন সে গোলমালের আশঙ্কাও নেই—কারণ খস্রু নিজ ইচ্ছায় খুরমের সঙ্গে যেতে চাচ্ছিল।

জা। তা বটে। আচ্ছা ভেবে দেখি। তা হ'লে আমি পরভেজকেও পুনঃ এলাহাবাদে পাঠাব। তাকে আজই পাঠাব। এক সঙ্গে সব্‌কে বিদায় কল্লে, এর কূট অর্থ হ'তে পারে। খুরমকে ও খস্রুকে দাক্ষিণাত্যের একটা খবর পাওয়া মাত্রই বিদায় করা যা'বে। দাক্ষিণাত্যে গোলযোগ অনিবার্য্য, বোধ হয় শীঘ্রই পুনঃ বিদ্রোহ হবে।

নু। কিন্তু দেখ্‌বেন, খস্রুর হস্তে সৈন্য-সামন্তের ভার দেবেন না যেন, দল-বল পাকিয়ে তুল্‌লে শেষে তা'কে আয়ত্ব করা ভার হ'বে।

জা। তা হ'বে না—সে বিষয়ে আমি সতর্ক আছি। যা'তে সে দেশে তাঁকে শুধু বসে থাক্‌বার অবকাশ দেওয়া হয়, যা'তে তার সময় গুলি তথায় শুধু আমোদ-প্রমোদে ও সুখ-সম্ভোগের নেশায় কেটে যায়, সে বিষয়ে আমি খুরমকে বিশেষ আদেশ দেব। চল নুরজাহান, নৌকায় উঠি।

(উভয়ের নৌকারোহণ)

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

লাহোর—নুরজাহানের কক্ষ।

নুরজাহান ও বাঁদী।

নু। খানখানান উপস্থিত?

বাঁদী। তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা কচ্ছেন।

নু। তুমি তা'কে সকল কথা বুঝিয়ে বলেছ?

বাঁদী। তিনি একটুখানি বল্‌তেই সকল কথা বুঝে নিয়েছেন। বল্লেন, "আমি স্বীকৃত আছি। রাজ্ঞীকে বল্‌বেন, আমার উপর যেন একটু কৃপা দৃষ্টি থাকে।"

নু। বেশ, তা'কে ভেতরে নিয়ে এস।

[বাঁদীর প্রস্থান।

বুঝ্‌তে পাচ্ছি না কি কচ্ছি—কিন্তু আমি বোসে থাকৃতেও পাচ্ছি না। হয়, এ দুরাকাঙ্ক্ষার তীর সকলকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠ্‌বে, নয় তো এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পতন হবে। নুরজাহান কারো মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকৃতে পার্ব্বে না। এবার আমি এক ঢিলে অসংখ্য পাখী শিকার ক'র্ব্বো। এক ঢিলে খস্রু মর্ব্বে, খুরম মর্ব্বে, তাজমহল শাসিত হবে, আসফখাঁও সতর্ক হবে। কি আশ্চর্য্য! এই তাজমহল আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী, আমারই অন্নে ইহার পিতা পুষ্ট—এই সম্মান, এই পদ, এই মন্ত্রীত্ব—তা'কে আমিই দিয়েছি, সেই তাজমহলই কিনা শেষটা আমায় অপমান ক'ল্লে! আমি এ অপমানের প্রতিশোধ চাই। মান্‌বো না, আত্মীয় ব'লে ক্ষমা ক'র্ব্বো না, নুরজাহানের কাছে অপরাধ ক'ল্লে আত্ম-পর নেই—আমি এক ঢিলে সবাইকে মার্ব্বো! ওই খানখানান আস্‌চে। এই লোকটাকে আমার হাতে রাখ্‌তে হবে।

(খানখানানের প্রবেশ ও অভিবাদন)

নু। খানখানান, তুমি কুমার খুরমের সহিত দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছো ?

খা। হাঁ ম্রাজ্ঞী, কুমার খুরমের প্রধান সেনাপতিরূপে আমার তথায় যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

নু। ব্যস্—তোমাদ্বারা আমার কার্য্য হবে। দূতের মুখে তুমি সে কথা কতক কতক শুনে থাক্‌বে।

খা। রাজ্ঞি, আমি সকলই শুনেচি। যদি কৃতকার্য্য হই, তবে আমার পুরস্কার ?

নু। তুমি কি চাও ?

খা। আমি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী প্রার্থনা করি।

নু। আচ্ছা তাই হ'বে। খানখানান, কৃতকার্য্য হ'লে তোমার ঐ পুরস্কার। কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর ? বিশ্বাসঘাতককে নুরজাহান কি শাস্তি দেয়, জানো ?

খা। রাজ্ঞি, সে আশঙ্কা কর্ব্বেন না। খুরম জামাতা হ'লেও আমার মিত্র নহেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে আমার প্রতিপত্তি অনেক খাটো ক'রেছেন। আমি তা'কে স্থানান্তরিত কর্ত্তে চাই।

নু। ব্যস্—তাই হবে। কিন্তু তবু তোমার অবগতির জন্য আজ ব'লে রাখ্‌ছি, খানখানান, যে আমাকে অসন্তুষ্ট কল্লে, আমার শত্রুতা কল্লে, এ হিন্দুস্থানে তোমায় কেউ রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না! স্বয়ং বাদশাহও না।

খা। এ কথা হিন্দুস্থানে কে না জানে!

নু। বেশ, তবে তুমি দাক্ষিণাত্যে যাও। প্রকাশ্যে খুরমের সেনাপতি যেমন আছ, তেমনি থাক্‌বে। ভেতরে ভেতরে আমার কার্য্য কর্ব্বে। বাইরের কীট পতঙ্গও তা টের পাবে না।

খা। কখনও না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্।

নু। সেখানে পৌছেই, তোমার প্রধান কর্ত্তব্য হ'বে এই যে, তুমি যে কোরে হো'ক কুমার খুরমকে বুঝিয়ে, সেখানে খস্রুর ভার তোমার উপর নেবে। এই খস্রুকে আমার চাই—অথবা এই কুমারকে আমি জন্মের শোধ একবারে বিদায় কর্ত্তে চাই, খানখানান। বুঝেচ? তুমি এসব আমার দূতমুখে কিছু কিছু শুনে থাকৃবে।

খা। আমি সকল জানি—কার্য্য অতি গুরুতর, কিন্তু প্রাণ দিয়েও আমি আপনার কাজ ক'র্ব্বো। আমার পুরস্কারের কথা মনে রাখ্‌বেন।

নু। নুরজাহান অপমান যেমন ভোলে না—উপকারও তেমনি সহজে বিস্মৃত হয় না। বেশ, এখন তবে যাও—বিস্তারিত আদেশ দূতমুখে প্রেরণ ক'র্ব্ব। ভালমন্দ বিবেচনা না কোরে তৎক্ষণাৎ কার্য্য ক'রো।

খা। যো হুকুম, সাম্রাজ্ঞি!

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

নু। কেমন অস্ত্র গড়েছি! দর্পনের মধ্যে যেন সবখানি ব্যাপার একটীর পর একটী প্রতিবিম্বিত দেক্‌চি। খস্রু ম'র্ব্বে, খুরমকে এজন্য কৈফিয়ৎ প্রদান কর্ত্তে হ'বে, সঙ্গে সঙ্গে তার রাজ্য লাভের আকাশকুসুমও আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে। সুধু এই নয়, এই ব্যাপারে মহাব্বৎ খাঁকেও খুরমের উপর বিরূপ হ'তে হ'বে নিশ্চয়। এই মহাব্বৎ খাঁকে কোনওরূপে খুরমের উপর বিরূপ কর্ত্তে পাল্লে, আমার উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এক দিকে যেমন কুমার খুরম জব্দ হয়, অপর দিকে তেমনই মহাব্বৎ খাঁর এই দুর্দ্দমনীয় শক্তিটাকেও একটা বিপথে চালিত কোরে খর্ব্ব কোরে দেওয়া যায়। তারপর শেরইয়ার, তুমি নিশ্চিন্ত! আমারও প্রতিহিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপিত! উঃ! কি অপমানই না সহ্য করেছি! দুই দুইবার

প্রত্যাখ্যান! এত কষ্টে, এত দারিদ্র্যেও টল্‌লো না! যেন আমার দান একটা তুচ্ছ কানা কড়ির দান অপেক্ষাও মূল্যহীন—অকিঞ্চিৎকর! যতদিন না এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার্চ্ছি, ততদিন আমার জীবন বিফল! এ রাজসিংহাসন-লাভ, অসীমক্ষমতার্জ্জন, দুর্দ্দমনীয় প্রতাপের অধীশ্বরী হওয়া, বাদশাহের সর্ব্বময়ী প্রভু হওয়া সব মিথ্যা! দেখি কি হয়।

(জাহাঙ্গীরের প্রবেশ)

জা। রাজ্ঞি, কুমার খস্রু ও খুরম দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য বিদায় গ্রহণ কচ্ছে। দরবার পূর্ণ—এসো যাই।

নু। হাঁ জনাব—চলুন। আমি প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য—খানখানানের শিবির।

খানখানান ও খয়ের-উন্নেসা।

খয়ের। পিতা, আমরা এত চেষ্টা, এত উদ্যোগ সত্ত্বেও যে এই বিদ্রোহী রাজাদের সম্যক বশীভূত ক'র্ত্তে পাচ্ছি না, আমার মনে হচ্চে, এর কারণ সুধু আপনার এই নিরুদ্যম, উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা! আপনার একটু চেষ্টা থাকলে, এই বিদ্রোহীর দল অবিলম্বে আত্মসমর্পণ ক'র্ত্তো।

খা। দেখ খয়ের-উন্নেসা, তুমি খুরমকে বিবাহ করেছ, তা'তে আমার তত আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু তোমার এই অস্বাভাবিক

পিতৃবিদ্বেষ ও অতিরিক্ত স্বামিপক্ষপাতিত্ব আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। তুমি কথায় কথায় স্বামীর পক্ষ হয়ে আমার কৈফিয়ৎ তলব করতে বস। যেন আমি তোমার কেউ নই!

খ। না পিতা, এ আপনার ভুল ধারণা। আপনি আমার পরম গুরু—দেবতা। আপনার ন্যায় শ্রদ্ধার পাত্র আর আমার কয়জন আছে? যে পিতামাতার আশীর্ব্বাদে মানব পৃথিবী দর্শন করে, তা'দের যে বিনা কারণে অমান্য করে, অসন্তুষ্ট করে, তা'র মত নরাধম কোথায়? কিন্তু কারণ থাকলে তাও কর্ত্তে হয়, পিতা। পিতা, রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পতিসেবা। সেই পতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, মঙ্গল চেষ্টার মুখে তা'দের সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমিও সেই ধর্ম্মের অনুরোধেই আজ আপনাকে কৈফিয়ৎ তলব ক'র্ত্তে বসেচি।

খা। দেখ খয়ের, সে ভাবে যদি তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে থাক, তবে আমি তোমায় উত্তর দিতে অস্বীকৃত। কিন্তু যদি কন্যা-ভাবে জিজ্ঞাসা করো, আমার উত্তর এই যে, কুমার খস্রুর সেবা পর্য্যবেক্ষণ কোরে, অন্য দিকে মন দেওয়ার আমার সময় নেই। আশা করি, আর তুমি আমায় জ্বালাতন কর্ব্বে না!

খ। কিন্তু এই কুমার খস্রু তো আপনার বন্দী নন, যে তাঁ'কে সর্ব্বক্ষণ নজরে নজরে রাখ্‌তে হবে। পিতা, কুমার খস্রু এখানে স্বাধীন-ভাবে বিশ্রাম উপভোগ কর্ত্তে এয়েচেন, আপনার নজরবন্দী হ'য়ে থাকৃতে আসেন্ নি।

খা। কিন্তু সম্রাটের অনুমতি আছে, কুমারকে কখনও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হ'তে দেওয়া হ'বে না; তিনি শুধু আমোদ প্রমোদ কর্ব্বেন, আর বেড়াবেন! এতদতিরিক্ত কিছু কল্লে, আমাদের বাধা প্রদান কর্ত্তে হবে।

খ। এর অর্থ?

খা। এর অর্থ কুমারকে পুনঃ কোনওরূপ বিদ্রোহী হবার সুযোগ না দেওয়া।

খ। ওঃ! বেশ। কিন্তু এ ভার অন্য লোকের উপর রেখে তো আপনি যুদ্ধবিগ্রহে কুমারকে সাহায্য ক'র্ত্তে পারেন।

খা। আপাততঃ সে সুবিধা নেই।

খ। নেই! পিতা, আপনার ব্যবহার বিশেষ সন্দেহজনক!

খা। কন্যা! সংযত হ'য়ে কথা ক'য়ো।

খ। পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন, পিতা। আপনি উৎকোচ গ্রহণ ক'রে, বিদ্রোহীদের সাহায্য কর্ত্তেন—আমার বোধ হ'চ্চে, এখনও তাই ক'র্ত্তে চাচ্ছেন।

খা। দেখ, এইরূপ মিথ্যা অপবাদ কোরে তুমি যদি আমায় বিপদাপন্ন ক'র্ত্তে চাও, তবে আমি তোমায় কন্যা বলে বিস্মৃত হব। আমিও তোমার অনিষ্ট কর্ত্তে কুণ্ঠিত হবো না!

খ। পিতা, সে সাধ্য আপনার নেই। কিন্তু আপনি চিন্তিত হবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে আপনার দ্বারা আমার স্বামীর কোনও একটা বিশেষ অমঙ্গল না হ'চ্চে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আপনার অনিষ্ট ক'র্ব্বনা, কিন্তু বিপথে চল্লে যথাসাধ্য আপনাকে বাধা দিতে চেষ্টা ক'র্ব্ব! পিতা, বিদায় হই। প্রার্থনা করি, এরূপ কোন অপ্রীতিকর কার্য্যে যেন আমায় হস্তক্ষেপ ক'র্ত্তে না হয়। সেলাম। [প্রস্থান।

খা। শেষকালে এই কন্যা আমার সকল উদ্দেশ্য পণ্ড কর্ব্বার উপক্রম কল্লে! না, একে উস্কালে হ'বে না—যে কোরে হৌক একে প্রবোধ দিয়ে হাতে রাখ্‌তে হবে। খয়ের উন্নেসা অনেক কথা জানে—এর দ্বারা আমার অনিষ্ট হ'তে পারে। [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য—খস্রুর শিবির।

খস্রু ও খুরম।

খুরম। দাদা, তোমার সেবা-শুশ্রূষার কিছু ত্রুটী হচ্চে না?

খস্রু। না ভাই, তোমার আশ্রয়ে আমি পরম সুখে আছি। ভাই, তুমি আমার মার পেটের ভাইয়ের চেয়েও অধিক।

খুরম। বেগম সাহেবা ভাল আছেন?

খস্রু। অতি উত্তম! তোমার যত্ন ও এই পার্ব্বত্য প্রদেশের চির-সুন্দর শোভারাশি তা'কে অনুক্ষণ মুগ্ধ ক'রে রেখেচে।

খুরম। তোমার ছেলে?

খস্রু। জ্যোৎস্নার মত তার হাসি রাশি আমাদের শিবিরের চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

খুরম। দাদা, আমি খানখানানকে পুরস্কৃত ক'র্ব্ব। তুমি যে আজ আমাকে এত প্রশংসা কচ্ছ ভাই, এর মূলে স্বধু খানখানানের যত্ন ও চেষ্টা। আমি তো হুকুম দিয়ে খালাস।

খস্রু। খুরম, তুমি অপরের দোহাই দিয়ে নিজের গৌরব ঢাক্‌তে চাও—এটা তোমার একটা মহত্ত্ব। আমি এজন্য তোমায় আরো ভালবাসি।

খুরম। দাদা, আমি কাল বুরহানপুরে যাব। এই দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিয়ে আমি ভারি গোলযোগে পড়েছি—এবার আমি তা'দের একবারে ভুমিসাৎ না কোরে ছাড়্‌বো না। হয়ত পাঁচ সাত দিন আর সাক্ষাৎ হ'বে না।

খস্রু। ভাই একটা কথা তোমায় বল্‌বো বল্‌বো ভাবচি, কিন্তু এত দিন ব'লি ব'লি ক'রেও বলা হয় নাই। এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে তো আর ব'সে থাকা যায় না। আমাদ্বারাও কি সম্রাটের কিছু কাজ হ'তে পারে না ?

খুরম। দাদা, আমার এতে কিছুমাত্র আপত্যি ছিল না—কিন্তু সম্রাটের এতে বিষম আপত্যি! জানতো, আমি তাঁ'র আপত্য বজায় রাখ্‌বো ব'লে প্রতিজ্ঞা কোরে তবে তোমায় এনেছি। এ অবস্থায় তাঁকে অমান্য করা কর্ত্তব্য হ'বে না।

খস্রু। সত্য ভাই—সম্রাট এখন আর আমায় বিশ্বাস করেন্ না। তাঁ'র ভয়, সৈন্যবল পেলে আবার হয়ত আমি বিদ্রোহ কর্ব্ব। কিন্তু ভাই, সে বাতুলতা আমার ভেঙ্গেছে। দশজনের কথায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোরে আমি মহা অন্যায় করেছি। আর ওপথে পা দেব না।

খুরম। না দাদা, আর তোমার তা কো'রে দরকার নেই। কেন তুমি বিদ্রোহ ক'র্ব্বে ? এ রাজ্য, ধন, সম্পদ, পিতার মৃত্যুর পর সবই তো তোমার। তোমার বিদ্রোহ করা, মিথ্যা অপবাদ ও বিপদ ক্রয় করা মাত্র! তুমি আর পিতার কথার অবাধ্য হ'য়ো না।

খস্রু। না ভাই, আর আমি অবাধ্য হবো না।

খুরম। বেশ—শুনে ভারি সুখী হলুম, দাদা! তবে ভাই, এখন আসি। আজই শিবির উঠিয়ে নদী পার হয়ে থাকৃতে হবে।

খস্রু। এস ভাই।

[খুরমের প্রস্থান।

(হঠাৎ মীণার প্রবেশ।)

মীণা। কুমার, খুরম এখানে এসেছিলো কেন ?

খস্রু। একি মীণা, তুমি এত উত্তেজিত হয়েচ যে! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

মীণা। এইখানে দাঁড়িয়ে কুমারের গমনের প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম। বল শীঘ্র, কুমার কেন এয়েছিলো।

(খস্রু বিস্মিতভাবে মীণার মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।)

মীণা। কি উত্তর দিচ্ছ না যে?

খস্রু। মীণা, ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এত চঞ্চল হয়েচ কেন?

মীণা। কারণ আছে, শীঘ্র বল, সময় নষ্ট কল্লে, বিষম বিপদ হ'বে—সব হারাবে।

খস্রু। বসো মীণা।—খুরম আমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এয়েছিলো যে আমরা তা'র তত্ত্বাবধানে কেমন আছি। আমি বল্লাম, পরম সুখে আছি। সে সন্তুষ্ট হ'য়ে চলে গেল।

মীণা। সন্তুষ্ট হ'য়ে গেল! ভণ্ড—দস্যু—প্রবঞ্চক!

খস্রু। ভণ্ড—দস্যু—প্রবঞ্চক! সে কে মীণা?

মীণা। এই তোমার ভাইটী—তোমার গুণের ভাই, প্রাণের ভাই এই খুরমটী—যার প্রশংসা কর্ত্তে কর্ত্তে তুমি অজ্ঞান হও!

খস্রু। মীণা, আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি না। তুমি কি ক্ষেপেছ? তা'র প্রতি এই নিষ্ঠুর বাক্য-বর্ষণের কারণ? কেন তা'কে মিছি মিছি গালি দিচ্চ?

মীণা। কেন গালি দিচ্ছি? শুন্‌বে তবে? শোন। তা'র পরম আতিথ্য-সৎকারের জন্য—তার পরম ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য—তার একনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-স্নেহের জন্য! গালি! গালি দিতে পাল্লুম কৈ? কি ব'লে তার উপযুক্ত গালি দেওয়া যায়, তা যে খুঁজে পাচ্ছি না, কুমার!

খস্রু। মীণা, কি হয়েচে—ভেঙ্গে বল। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এই মাত্র খুরম আমাকে কত সমাদর দেখিয়ে গেল, আমরা সুখে আছি শুনে, খানখানানকে ভারি পুরস্কার দেবে বল্লে—আরো কত কি বল্লে!

মীণা। আর তাই শুনে তুমি স্বর্গে উঠে গেলে? এই দেখ কুমার, খানখানানকে পুরস্কৃত কর্ব্বার যথার্থ কারণ কি, এইখানে দেখ। এতে তা অঙ্কিত আছে—নাও।

(একখানি পত্র প্রদান করিলেন)

খস্রু। (হঠাৎ চিঠিখানি লইয়া) একি? কার চিঠি এ? (পাঠ) কি সর্ব্বনাশ! এ যে একটা বিরাট চক্রান্ত!

মীণা। কুমার, এ চিঠিতে কোন নাম-ধাম নেই—সুধু একটা হত্যার উত্তেজনা! কোন একজন বন্দীকে হত্যা কর্ত্তে হবে! সে বন্দী আবার সাধারণ বন্দী নহে—প্রবল প্রতাপ বন্দী! কুমার, বুঝ্‌তে পাল্লেন?

খস্রু। কি বুঝ্‌তে পার্ব্বো, মীণা?

মীণা। এ বন্দী কে?

খস্রু। না মীণা, এ বন্দী কে?

মীণা। নিশ্চিন্ত স্বামিন্, এ শিবিরে আর দ্বিতীয় বন্দী নেই—এ বন্দী তুমি?

খস্রু। বল কি? আর এই আদেশদাতা?

মীণা। তোমারই ভাই খুরম! সে ছাড়া আর কে এত বড় কার্য্যের আদেশ দিবে? প্রিয়তম, চল আর অপেক্ষা ক'রে দরকার নেই—সরে পড়ি। এখনো হয়তো সময় আছে, এখনো হয়তো পালাতে পাল্লে, বাঁচতে পার্ব্বো, চল।

খস্রু। একি, অদ্ভুত কথা! এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্ত্তে

পাচ্ছি না—একি অসম্ভব! আমার ভাই খুরম, যে আমাকে এত যত্ন করে, এত শুশ্রূষা করে, সে—না, এ যে আমি বিশ্বাস ক'র্ত্তে পার্চ্ছিনা, মীণা।

মীণা। প্রিয়তম, ওই—ওই! ওই খানখানান আস্‌চে! বিশ্বাস কর আর না কর, আর নিশ্চিন্ত থেকে দরকার নেই—প্রাণনাথ, চল পালাই। ওই এসে পড়্‌লো! সাবধান!—বিনা অস্ত্রে থেকো না—অসি নিষ্কোষিত কর—চল, আত্মরক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে যাই, চলো।

(খানখানানের প্রবেশ)

খান। কুমার, ব্যাপার কি? বেগম সাহেবা কি পীড়িত? এত চীৎকার কচ্ছেন কেন?

মীণা। কেন? জানো না কেন?—দস্যু! শয়তান! দুষমন! সরে যাও—সরে যাও বল্‌চি—এখনো সরে যাও, নতুবা এই দণ্ডে তোমার মস্তক বিদ্ধ হবে।

খান। বেগম সাহেবা, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা! আপনি কি অপ্রকৃতিস্থ?

মীণা। হাঁ, অপ্রকৃতিস্থ বটে! এর কারণ কি জান দস্যু? এই দেখ, চিন্‌তে পারো? কে কাকে লিখেচে জানো?

খান। সর্ব্বনাশ! এ যে রাজ্ঞীর পত্র! এ কি কোরে ওর হাতে গেলো! শেষটা সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল দেখ্‌চি!

মীণা। কি ভাব্‌ছো, দস্যু? ধরা পড়েচো? বড় চালাক তুমি, আর বড় চালাক তোমার এই মুনিবটী! তাই সততার আবরণে এই কুৎসিত উদ্দেশ্যটীকে এমন সুচারুরূপে ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢোল তো আপনি বাজে! কেউ তা ধরে রাখ্‌তে পারে না—তিনি পাল্লেন

না!—পাল্লেন না!—শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রাখ্‌তে পাল্লেন না—ধরা পড়ে গেলেন! উঃ! এই ভ্রাতৃস্নেহ! এই দেখে প্রভু ভুলে গিয়েছিলে?

খান। দেখ্‌ছি, সন্দেহটা কুমার খুরমের উপর পড়েছে। এটা একটা সুলক্ষণ। কিন্তু এই সন্দেহ হ'তে এই বেলা আমাকে বাঁচাতে হ'বে। আর যখন প্রকাশ হ'য়েই পড়েছে, তখন শীঘ্র শীঘ্র কাজটাও গুছাতে হ'বে। আজই তবে, এখনই! আর দেরী কেন? কুমার, চেষ্টা করেও আমি এর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। এ পত্র কার?

খস্রু। জানি না! জান্‌তে প্রয়াস নেই! সংসারটা বিষময়—বিশ্বাস এতে নেই। মীণা, চল, যে দিকে চোখ যায়, চলে যাই। আর এ কুৎসিত অভিনয় দেখ্‌তে পারিনা।

খান। কুমার, আমি ভৃত্যমাত্র। প্রভু অনুপস্থিত—তা'র আদেশ ব্যতীত আপনাকে কোথাও যেতে দিতে পার্ব্বো না।

খস্রু। পার্ব্বে না?—কুক্কুর! জানো তুমি কা'র সঙ্গে কথা কইছ? আমি বাদসাহের প্রথম পুত্র খস্রু, হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান যুবরাজ, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্, আর যাকে তুমি প্রভু বলে অভিহিত ক'চ্ছ, সে আমারই ছোট ভাই, আমারই আজ্ঞাবহমাত্র—পথ ছাড়।

খান। পার্‌বো না, শক্তি নেই। তিনি আপনার আজ্ঞাবহ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার আজ্ঞাদাতা। তা'র অনুমতি ছাড়া আমি পথ ছাড়্‌তে পার্‌বো না—

খস্রু। (জোরে কটীস্থ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া) পার্ব্বে না? তবে অবাধ্যতার ফল গ্রহণ কর—

[খানখানানের দ্রুত প্রস্থান।

এই বীরত্ব নিয়ে দাক্ষিণাত্য জয় কর্ত্তে এয়েচো, কাপুরুষ! যাক্,

তোমাকে বধ কল্লে আমার অসি কলঙ্কিত হবে। এস মীণা, চলে এস— পুত্র কই?

মীণা। সে ঘুমিয়ে আছে।

খস্রু। চল, শিগ্‌গির তা'কে নিরাপদ কর্ত্তে হবে।

খস্রু অগ্রে অগ্রে ও মীণা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন ঘাতক প্রবেশ করিয়া খস্রুকে গুলি করিল। খস্রু পড়িয়া গেলেন।

খস্রু। মীণা, মীণা, তা'রা আমায় হত্যা করেছে!

মীণা। প্রিয়তম—প্রাণেশ্বর—জীবনসর্ব্বস্ব—

[খস্রুর উপরে পড়িয়া গেলেন।

(দ্রুত খানখানানের প্রবেশ)

খান। একি, একি করেচিস্ পাপিষ্ঠ! কুমারকে হত্যা করেচিস্? পাপিষ্ঠ, এই তোর শাস্তি—প্রহরি!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। হুজুর!

খা। এই উন্মাদকে এখনি নিয়ে হত্যা কর।

(দ্রুত খয়ের উন্নেসার প্রবেশ)

খয়ের। (পিস্তল দেখাইয়া) খবর্দ্দার! নির্দ্দোষীকে হত্যা করো না। তা'র পরিবর্ত্তে (খানখানানকে দেখাইয়া) এই ব্যক্তিকে বন্দী করো। এই ব্যক্তি প্রকৃত হত্যাকারী! (সকলে অবাক্ হইয়া রহিল।)

খান। খয়ের উন্নেসা, এও সম্ভব?

খয়ের। কি অসম্ভব বাকী রেখেচেন, সেনাপতি? এই জন্য

কুমারের প্রতি এত যত্ন! উঃ! কি স্বার্থ এতে লুক্কায়িত আছে জনাব, তাতো বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। বন্দী কর, প্রহরি।

খান। সাবধান প্রহরি, আমি দাক্ষিণাত্যের সেনাপতি! বুঝে শুনে অগ্রসর হ'য়ো।

খয়ের। পিতা, বৃথা ভীতি-প্রদর্শন! দুষ্কার্য্য করেছেন—এর ফল আপনাকে ভুগ্‌তেই হবে। কেন এই কুকার্য্য কল্লেন, পিতা?

খান। খয়ের উন্নেসা, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার পিতা, তোমার নিকট আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই!

খয়ের। কন্যার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য না থাকেন, মুনিব-পত্নীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে তো বাধ্য আছেন? তাই দিন্।

খান। ওঃ! তাই তোমার এত গর্ব্ব! কিন্তু না খয়ের উন্নেসা, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার পিতা, এ বড় অস্বাভাবিক! পিতার প্রতি সন্তানের স্নেহ দুর্ব্বল হোতে পারে, কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ চিরকালই প্রবল। এস, কক্ষান্তরে এস, আমি তোমায় সব বল্‌বো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চাঁদনী চক্—দিল্লী।

মোসাফিরখানা।

কয়েকজন নাগরিক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল।

১ম। দেক্‌চি চাদ্দিকে অরাজক লেগে গেল! যুবরাজকে হত্যা কোরে ফেল্লে, আর তার বিচার হলো না!

২য়। কে বিচার ক'র্ব্বে, বাপধন? রাজা তো রাজ্য ছেড়েই দিয়েছেন—এখন রাজত্ব কচ্ছেন, রাণী। তিনি এর বিচার কর্ব্বেন দূরে থাক্, এরূপ আরো দু'দশটা হত্যা করাতে পাল্লে বাঁচেন!

৩য়। বলো কি? এতে তার স্বার্থ?

২য়। তার স্বার্থ, মেয়ে রাজরাণী হবেন।

৩য়। আশ্চর্য্য! তবু সম্রাট্ চোখ বুজেই আছেন!

৪র্থ। না হে না, সম্রাট্ এবার আর তত চোখ বুজে নেই। শুনেচি

এবার খুব ক্ষেপেছেন। খুরমকে নাকি এ হত্যার জন্য কৈফিয়ৎ তলব ক'রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি কৈফিয়ৎ দিতে স্বীকৃত হন নি, তাই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ হ'চ্চে।

৩য়। বল কি, বল কি ?

১ম। এ কথা তোমায় কে বল্লে ?

৪র্থ। কাল আমার নানা লাহোর থেকে এসেছে। সেখানে ভারি হুলুস্থূল !

৩য়। কি রকম, কি রকম !

২য়। হাঁ, হাঁ, কি রকম, কি রকম ?

৪র্থ। খুরম নাকি বল্‌চে, যে এ হত্যা তাঁর দ্বারা হয়নি—এমন কি তাঁর জ্ঞাতসারেও হয় নি, সেনাপতি খানখানান এর জন্য কতকটা দায়ী ; তিনি তাঁকে নিরাপদে রাখবার ভাল বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারেন নি—তাই একজন পাগল হঠাৎ পাগলামী কোরে তাঁকে গুলি করেছে।

৩য়। হ্যাঁ বল্লেই হলো ! কৈফিয়ৎ দিলেই হলো ! পাগলের দায় পড়েছিল—যুবরাজকে হত্যা কর্ত্তে ! রাজা বুঝি তাই বিশ্বাস কল্লেন ?

৪র্থ। না, সম্রাট্ তা বিশ্বাস করেন নি। সম্রাট্ মীণাবেগমের কথা শুনে খানখানানকে ও খুরমকেই দোষী সাব্যস্ত কোরেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বের কচ্ছিলেন,—কিন্তু সাম্রাজ্ঞী তাতে একটু গোলযোগ বাধিয়েছেন।

১ম। কি রকম ?

৪র্থ। সাম্রাজ্ঞী বল্‌চেন, শুধু একটা রমণীর কথার উপর নির্ভর কোরে এত বড় একটা সেনাপতিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই রমণীও তাঁকে স্বহস্তে হত্যা কর্ত্তে দেখেনি। এ অবস্থায় খানখানানকে না ঘাঁটানই কর্ত্তব্য। তাঁর মতে এ হত্যা খুরমের ষড়যন্ত্রে হয়েছে—এতে খুরমেরই একমাত্র স্বার্থ বিদ্যমান। খানখানানের পক্ষে

রাজদণ্ড ভিন্ন, এ ব্যাপারে অন্য কিছু লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। মিছি মিছি একটা হত্যা করে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হতে যাবেন, তাঁর এত দুর্ব্বুদ্ধি হতে যাবে কেন? এ নিশ্চয়ই খুরমের কাজ! শুধু খানখানানকে অপরাধী কর্ব্বার জন্যই তিনি এই ফন্দী করেছেন, তাঁরই আশ্রয়ে, তাঁরই সম্মুখে এই হত্যা করিয়েছেন। যদি এই হত্যা তাঁর কার্য্য হতো, তবে অবশ্য তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রকেও হত্যা ক'রে সবটা দোষ গোপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে পাত্তেন। কারণ, তাঁর স্ত্রী-পুত্রও সেই সময় তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

৩য়। এ সঙ্গত কথা বটে! আমারও বোধ হচ্চে, এ খুরমেরই কাজ।

৪র্থ। কিন্তু মীণা বেগম বল্‌চেন, তাঁকে যে মুক্তি দিয়েছে, সে খানখানান নয়, সে তাঁরই কন্যা—খুরমের পত্নী! সে পিতাকে এজন্য বন্দী পর্য্যন্ত করেছিল।

১ম। বটে, বটে, এর উত্তরে রাজ্ঞী কি বল্লেন?

৪র্থ। তিনি বল্লেন, এ বিশ্বাসযোগ্য কথাই নয়। কন্যা পিতার বিরুদ্ধে যাবে, এ অস্বাভাবিক; বিশেষতঃ এমন একটা দুর্দ্দান্ত সেনাপতির কার্য্যে বাধা দেয়, এমন রমণী স্বপ্নের ছায়া মাত্র! খয়েরউন্নেসা খুরমের উপদেশানুসারেই ঐরূপ করেচেন। এর মূলেও সেই উদ্দেশ্য—খান-খানানের দোষ প্রতিপন্ন করা, আর কিছুই না।

২য়। ঠিক, ঠিক, রাজ্ঞী ঠিকই ধরেচেন। আমারও বিশ্বাস তাই। তার পর—তার পর?

৪র্থ। তার পর আর কি? বাদ্‌শাও রাজ্ঞীর কথাই মেনে নিয়েছেন, আর সেই অনুসারেই খুরমের নিকট কৈফিয়ৎ তলব ক'রে দূত পাঠিয়েছিলেন। খুরম তা দিতে স্বীকৃত হননি। ভাবে বোধ হচ্ছে বিদ্রোহী হবেন।

১ম। কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে! আমরা তো কিছুই জানিনি।

৪র্থ। জান্‌বে কি ক'রে? জান্‌বার কি আর যো আছে! এসব কথা বাইরে প্রকাশ নিষেধ। আমার নানা যাই মজলিসের ওমরা, তাই তিনি চুপি চুপি জেনে এসেছেন; আর কাউকে যা'তে না বলেন, সেজন্য প্রতিশ্রুত হ'য়েও এসেছেন।

৩য়। খুব প্রতিশ্রুত হয়েছেন যা হোক, তুমি তা'হলে জান্‌লে কি ক'রে?

৪র্থ। ওহে আমার কথা ছেড়ে দাও। তিনি হ'লেন আমার নানা, সবাই জান্‌বেনা ব'লে কি আমিও জান্‌ব না?

১ম। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দোস্তরাও জান্‌বে না?

২য়। অতএব, কাজে কাজেই, তাদের অর্থাৎ সেই তোমার দোস্ত-দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ইয়ারেরাও অবিশ্যি জান্‌বে!

৩য়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মীয়-স্বজনের দোস্তদেরও জান্‌তে আজ্ঞা হউক!

১ম। ব্যস্, এই লঘুকরণ পদ্ধতিটা আর একটু চালালেই দুনিয়াশুদ্ধ লোক এই জানেওয়ালার দলে এসে পড়্‌বে আর কি, কোন চিন্তা নাই!

৪র্থ। না হে না, তা করো না। তোমরা হ'লে কিনা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই এ কথা বল্লুম। দেখো যেন আর কাকেও কিছু ব'লে ফ্যাসাদ বাধিও না।

সকলে। তোবা—তোবা—তোবা—এমন কথাও মুখে আন্‌তে আছে?—ছিঃ! এইবার মিঞা সরাব চালাও। একটু ফুর্ত্তি করা যাক্—কেমন?

৪র্থ। হাঁ, নিশ্চয়, মনটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌চে। দোকানদারকে ডাক না ভাই, একটু আমোদ-প্রমোদ হ'ক্।

(দ্রুতপদে দোকানদারের প্রবেশ)

দোকা। বেরোও—বেরোও—আর সরাব খেতে হবে না—বেরোও। খুরম আগ্রা আক্রমণ ক'রে সব লুটে, এই দিকে ছুটে আস্‌চে! দিল্লীও লুট কর্ব্বে—শিগ্‌গির পালাও, শিগ্‌গির পালাও, চলো—চলো!

বাহিরে ভীষণ কোলাহল। (নেপথ্যে)—"বিদ্রোহ! বিদ্রোহ! পালাও পালাও।

[সকলের শশব্যস্তে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর সন্নিকট—লাহোরের পথ।

মহাব্বৎ খাঁর শিবির।

মহাব্বৎ খাঁ ও পরভেজ।

প। মহাব্বৎ খাঁ, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, যে, আমায় শেষটা ভাই খুরমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে হবে!

ম। কুমার, এ এক অভিনব ব্যাপার! রাজ্যলোভে যে অতি স্থির ধীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চিত্তও বিলোড়িত হয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কুমার খুরম! আশ্চর্য্য! কুমার খস্রুকে এই ভ্রাতৃঘাতীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ কর্ব্বার সময় আমিও কিছু মনে করিনি। আমি খস্রুর প্রাণ রক্ষার জন্য মানসিংহের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, আমার সে সময়ে কথাটা ভালরূপ চিন্তা করা উচিত ছিল।

প। আচ্ছা সেনাপতি, আপনি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন যে, ভাই খুরমই খস্রুর প্রকৃত হত্যাকারী?

ম। অন্যরূপ বিশ্বাস কর্‌বার যে উপায় নেই, কুমার! থাকৃলে অন্ততঃ মনের ভারটা অনেকটা লাঘব হতো।

প। খুরমকে অবশ্য এ কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল?

ম। হয়েছিল, কিন্তু তিনি একেবারে সকল অপরাধ অস্বীকৃত হন। তা বৈ আর তাঁর উপায় কি?

প। তার জবাব শুনে, বাদসাহ কি কল্লেন?

ম। কি আর কর্ব্বেন। তিনি তাঁকে অবিলম্বে দরবারে হাজির হবার অনুজ্ঞা প্রেরণ কল্লেন। তিনি তাতেও অস্বীকৃত। তার পরই এই আগ্রা আক্রমণ, ধনাগার লুণ্ঠনের প্রয়াস—দিল্লী অবরোধের চেষ্টা!

প। আশ্চর্য্য সাহসী এই খুরম! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই খুরমকে এতদিন আমরা একটুকুও প্রকৃতরূপে চিন্‌তে পারিনি। এত খানি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এতখানি স্পর্দ্ধা, কেমন একটা দুর্ভেদ্য মিথ্যা সততার আবরণে ঢেকে রেখেছিলো!

ম। কুমার খুরমের এ দুরাকাঙ্ক্ষা বাতুলতামাত্র! খস্রু গিয়েছেন, কিন্তু এখনও পরভেজ আছেন। সিংহাসনের উপর তাঁর দাবী সাজাদা পরভেজের দাবীর অনেক পরে।

প। কিন্তু সেনাপতি, যে বাহুবলে সিংহাসন অধিকার ক'র্ত্তে চায়, সে কারো দাবীর অপেক্ষা রাখে না। প্রয়োজন হ'লে সে আমার প্রাণটীও হরণ ক'র্ত্তে কুণ্ঠিত হবে না।

ম। সাজাদা, তাঁর সে চেষ্টা এখন বিফল। এতদিন মহাব্বৎ খাঁ নিদ্রিত ছিল, এখন সে জেগেছে। যতদিন মোগল-বাহিনী আমার অধীন থাকৃবে, ততদিন কেউ আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

প। মহাব্বৎ খাঁ, আপনাকে শত শত ধন্যবাদ! বীর, ধন্যবাদ এই জন্য নয় যে, আপনি আমায় আজ এই অভয়বাণী দিলেন; ধন্যবাদ

এই জন্য যে, আজও ভারতে আপনার মত একটী ধর্ম্মভীরু লোক আছে ব'লে, আমরা স্পর্দ্ধা কর্ত্তে পারি। আপনি যে ন্যায়ের্ পক্ষ সমর্থন কর্বেন ব'লে এতদিন তার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন. সেই ন্যায়ের পক্ষই আজ আবার আপনাকে আমার পক্ষে টেনে এনেছে। আবার আমার অবর্ত্তমানে হয়ত, আমার কথা ছেড়ে এই খুরমকেই আপনি শেরইয়ারের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্বেন, ক'রে সিংহাসনে বসাবেন। মহাব্বৎ খাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ!

ম। সাজাদা, সুন্দর কাচের ভেতর দিয়ে যেমন সকলই সুন্দর দেখা যায়, আপনিও তেমনি আপনার সুন্দর হৃদয়ের ভেতর দিয়ে সকলই সুন্দর দেক্চেন। আমি আমার কর্ত্তব্য কচ্ছি মাত্র।

প। তাই কয়জন লোকে কর্ত্তে পারে, মহাব্বৎ খাঁ? তা যদি পার্ত্তো, তবে পৃথিবী স্বর্গ হতো!

ম। কুমার, আমার প্রশংসায় আপনার মাহাত্ম্যকে ঢেকে রাখ্তে চেষ্টা কর্চেন? পার্ব্বেন না। অন্ধকারের মধ্যেও হীরার জ্যোতিঃ আপনি ফুটে বেরয়। কর্ত্তব্যের চেয়েও কি ক'রে অধিক কিছু করা যায়, তা আপনার জীবনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আপনি যে আজ এই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্ত্তে এসেচেন, এটুকু কর্ত্তে যে আপনার কতখানি সহ্য কর্ত্তে হ'চ্চে—তা আমি বেশ বুঝ্তে পার্চ্ছি।

প। মহাব্বৎ খাঁ, আপনি এতখানি সরল, তা আমি জান্তুম না। আমি এখন একটা রাজ্যের ভাবী মালীক—আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রোধ কর্ত্তে এয়েছি মাত্র!

ম। না সাজাদা, তা নয়। আপনি আমায় যতটা সরল মনে করেন, বাস্তবিক আমি ততটা সরল নই। আপনি ভাব্চেন, আপনার এই একটী উত্তরে আমি আপনাকে মিথ্যে বুঝ্বো? সাজাদা, আপনার

সরল প্রতারণা ভেদ ক'র্ত্তে পারে, মহাব্বৎ খাঁর এতটুকু কূট বুদ্ধি আছে। আমি বল্‌চি, আপনি রাজ্যাশায় মুগ্ধ হ'য়ে খুরমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'র্ত্তে আসেন নি। আপনি ত্যাগী—রাজ্যলোভ আপনার নাই।

প। আশ্চর্য্য মহাব্বৎ খাঁ, আপনি কি বল্‌তে চান?

ম। কি বল্‌তে চাই শুন্‌বেন, কুমার? তবে শুনুন, আমি এই বল্‌তে চাই যে, যদি কেউ পৃথিবীতে প্রকৃত সন্ন্যাসী থাকে, তবে সে কুমার পরভেজ। সাজাদা, পৃথিবীতে সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু এমন হাতের মুঠোতে রাজ্য পেয়ে কেউ সন্ন্যাসী হ'তে চায় না! আপনি যে সেই রূপ সন্ন্যাসী, তার প্রমাণ এই যে, আপনি আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, রাজ্যলাভের জন্য, খুরমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্ত্তে আসেন নি। আপনি স্থুধু পিতৃ-আজ্ঞায় একটা দুঃশীল ভ্রাতার উপর খস্রুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেচেন—যে ভ্রাতা আপনারই রাজ্যলাভের পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছিল মাত্র!

প। মহাব্বৎ খাঁ, আপনি বিস্মৃত হচ্চেন, খুরম আমার পথ পরিষ্কার কর্ব্বে ব'লে খস্রুকে হত্যা করেনি। তার এ হত্যা কর্ব্বার উদ্দেশ্য নিজের জন্য সিংহাসন অধিকার করা। এ জন্য হয়ত সে একদিন আমাকেও হত্যা কর্ত্তে উদ্যত হ'তে পারে। আমি শুধু আত্মরক্ষার জন্যই এই যুদ্ধে ব্রতী।

ম। কুমার, বৃথা চেষ্টা!—বোঝাতে পার্ব্বেন না। আপনার মুখে এমন যুক্তি তর্ক নেই, যা দিয়ে আপনি আমার অন্তরের এই দৃঢ়াঙ্কিত ভাবটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু থাক্ সে কথা—এখন কি কর্ত্তে চান, বলুন। সম্রাট-বাহিনী লাহোর হ'তে আমাদের দিকে ধেয়ে আস্‌চে। আপনি কি তাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্ত্তে চান, না এখনই আক্রমণ কর্ত্তে চান?

প। স্বয়ং মহাব্বৎ খাঁ উপস্থিত থাক্‌তে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ-দান,

আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র! আমার বোধ হয়, শত্রুকে আর বিশ্রামের অবসর না দেওয়াই কর্ত্তব্য। আপনি কি বলেন?

ম। আমারও তাই পরামর্শ। তবে সম্রাট লাহোরের পথটী অবরোধ ক'রে এলে, আমরা এদিক থেকে আক্রমণ ক'ল্লে, সুবিধে হ'তো। শত্রুর আর পালাবার পথটী থাকৃতো না। তা কি করা যায়? অবসর দিয়ে শত্রুকে দলবৃদ্ধি কর্ত্তে দেওয়া উচিত নয়। চলুন, আক্রমণ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর অদূরে লাহোরের পথ।

খুরমের শিবির।

খুরম ও তাজমহল।

খু। কি দুর্ভাগ্য তাজমহল! অকারণ পিতৃদ্বেষ-ভাজন হ'লেম, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃ-হত্যার কলঙ্ক!

তাজ। প্রিয়তম, এও সেই নারী! যখন শুন্‌লেম, মীণা বেগমের স্পষ্ট এজেহার সত্ত্বেও রাজ্ঞী খানখানানকে ছেড়ে, আপনাকেই এই হত্যা কাণ্ডে জড়িত ক'র্ত্তে ব্যস্ত, তখনই বুঝ্‌লেম, এ নুরজাহানের খেলা।

খু। তাজমহল, আমি তো রাজ্য চাই নি—তবে এ নিষ্কারণ বিদ্বেষ কেন? আমি তার কি অনিষ্ট ক'রেছি?

তাজ। জানি না, বোধ হয় অনিষ্টের চেয়ে অপমানের কথাটাই তার মনে বেশী জাগ্‌চে! এ নারী ভয়ানক দর্পী! প্রিয়তম, এ নারীর এ দর্পকে

ভূমিস্যাৎ ক'র্ত্তে হবে। এত দিন রাজ্য চাওনি, কিন্তু এখন এই কারণে এ রাজ্যটীকে সেই দর্পিনীর হস্ত হতে সবলে টেনে আন্‌তে হবে।

খু। না তাজমহল! পিতা জীবিত থাক্‌তে আমি সে চেষ্টা ক'র্ব্বনা—কর্ত্তে পার্ব্বো না।

তা। ক'র্ব্বে না? পার্ব্বে না?—তবে ধনাগার লুণ্ঠনের জন্য আগ্রা আক্রমণ ক'র্ত্তে গিয়েছিলে কেন?

খু। সে শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। তার জন্যে সিংহাসনের লোভ ক'রে দরকার নেই।

তা। আছে। জানো প্রিয়তম! কার এ সিংহাসন? এ সিংহাসন তোমার পিতার নয়, এ সিংহাসন এখন নুরজাহানের! বাদসাহ আর রাজ-কার্য্যের উপর চক্ষুটী মেলেও ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করেন না, তুমি যদি এখন এ সিংহাসন নাও, তবে এ একটা অনধিকারিণী রমণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষায়ই বাধা-দেওয়া হবে—পিতৃ-সিংহাসন কেড়ে নেওয়া হবে না। তুমি চিন্তিত হ'য়ো না।

খু। কিন্তু চিন্তিত না হলেই তো আর সিংহাসন অম্নি আস্‌বে না! আমাদের সৈন্য বল কৈ? মহাব্বৎ খাঁ বিপুল সেনা-সমুদ্র নিয়ে আমাকে গ্রাস করবার জন্য হাঁ কোরে ব'সে আছে! কে জানে আজ অদৃষ্টে কি আছে!

তা। জানো কুমার, এই বিপুল সেনা-বাহিনীর অর্দ্ধেক তোমার। তারা তাদেরি খেয়ে, তাদেরি প'রে, আজ তোমার জন্য বর্ষা উঁচু ক'রে ঠিক হ'য়ে বসে আছে। যুদ্ধকালে তাদের পরিচয় পাবে।

খু। সে কি তাজমহল?

তা। শোন বলি। এতক্ষণ বলিনি, কারণ সময় হয়নি। চঞ্চল হ'য়ো না। পিতাকে দিয়ে আমি আবদুল খাঁকে হাত ক'রেছি।

খু। সেনাপতি আবদুল খাঁ! বলো কি?

তা। যুদ্ধারম্ভেই দেখ্‌তে পাবে। তিনি আক্রমণের স্রোতে সেই যে তোমার পক্ষে এসে মিলিত হবেন, আর ফির্‌বেন না! তারপর তোমরা উভয় সেনায় মিলিত হ'য়ে, মহাব্বৎ খাঁর দলকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেল্‌বে।

খু। তাতে আবদুল খাঁর লাভ?

তাজ। পিতা তাকে, তোমার রাজ্য প্রাপ্তির পর, প্রধান সেনাপতি কর্ব্বেন বলেছেন, আর অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জায়গীর ও খেলাত দেবেন।

খুরম। তাজমহল, এ তোমারই চেষ্টায় হ'য়েছে, তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়—কিন্তু ও কি?

(নেপথ্যে দূরে তোপধ্বনি)

তা। আর কি? শত্রু আক্রমণ ক'রেছে। বেরোও—বেরোও!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রের অদূর।

দূরে যুদ্ধ কোলাহল।

শিবিরে বাদসাহ ও নুরজাহান বসিয়াছিলেন।

জা। আবদুল খাঁ—বেইমান—কুক্কুর—আমি তোমায় কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব! সময় পেয়ে তুমি আমার পদে দংশন কল্লে!

নু। প্রকৃতিস্থ হোন, সম্রাট! ওই শুনুন, আপনারই জয়ধ্বনি হচ্চে! —যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েচে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জনাব, মহাব্বৎ খাঁ শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রেছেন, খানখানান নিরস্ত্র। শুধু আবদুল খাঁ যুদ্ধ কচ্ছে।

জা। এই লও বক্‌সিস্। মহাব্বৎ খাঁকে বল, এই আবদুল খাঁকে আমার চাই। আমি হাজার আসরফি পুরস্কার দেব—চাই এই বেইমানকে আমার!

দূত। যো আজ্ঞা হুজুর।

[প্রস্থান।

নু। জানো সম্রাট্, এই খানখানানকে কে নিরস্ত ক'রেছে?

জা। কে নুরজাহান?

নু। আমি। আমি তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিরস্ত করে রেখেচি।

জা। বেশ করেচো। সময় পেলে আমি তাকে পুরস্কৃত কর্ব্ব।

নু। প্রয়োজন হলে, তাকে আমি সম্রাটের পক্ষভুক্তও কর্ত্তে পারি।

জা। বেশ—

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

দূত। শত্রু পশ্চাৎপদ হ'য়েচে। সেনাপতি ও কুমার পরভেজ দ্রুত তাদের অনুসরণ ক'চ্ছেন। কুমার খুরম মেবারের দিকে ছুটেছেন।

জা। পালিয়ে গেল! আট্‌কাতে পাল্লে না? যত অকর্ম্মণ্য যোদ্ধা সব! আবদুল খাঁর খবর কি?

দূ। তিনিও পালিয়েছেন।

জা। দূর হও। সেনাপতি ও কুমারকে ফির্‌তে বল। এ পশ্চাদ্ধাবন নিষ্ফল—রাজপুতেরা কুমারের পক্ষাবলম্বন ক'র্ত্তে পারে। নুরজাহান!

[দূতের প্রস্থান।

নু। কি সম্রাট্?

জা। চল, বিজয় উৎসব করা যাক্।

নু। এবারও প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল না। উঃ! কি আস্পর্দ্ধা এই কুমারের!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য—বুরহানপুর।

খুরমের শিবির।

তাজমহল ও খয়েরউন্নেসা।

তা। খয়ের,—

খ। দিদি,—

তা। আশ্চর্য্য রমণী তুমি। আমি তোমার আচরণ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। আমি সত্য অনুমান ক'রেছিলাম, সপত্নী হ'লেও তোমাদ্বারা আমার অনিষ্ট হবে না।

খ। দিদি, তোমার অনিষ্ট ক'ল্লে আমি পাতকিনী হব। তুমি স্বামীর নয়নমণি, একমাত্র আদরিণী, তোমাকে অসন্তুষ্ট কল্লে যে আমাকে স্বামীরও মনোকষ্ট জন্মাতে হবে।

তা। এমন ত্যাগ-ব্রত কোথায় শিখ্‌লে খয়ের? ভগ্নি, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব?

খ। কি কথা দিদি?

তা। কুমার আমায় ভালবাসেন ব'লে, তোমার হিংসা হয়?

খ। হিংসা! সে কি কথা দিদি? তোমার অনুগ্রহে আমি এই স্বামী লাভ ক'রেছি, আমার হিংসা হবে? দিদি, সে কথা কি আমার মনে নাই? এ স্বামী তো তোমারই ছিল, তোমারই ধন, আমার তাতে কি অধিকার?

তা। কেন, অধিকার আছে বৈ কি, খয়ের? তিনি যে তোমার স্বামী!

খ। শুধু এই সম্বোধনটী! এ সম্বোধনটী সহ তাঁকে সেবা কর্ব্বার, রক্ষা কর্ব্বার ও ভালবাসার অধিকার! এ ব্যতীত তাঁর উপর আর কোন অধিকার আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

তা। বিনিময়ে তার নিকট হ'তে এমনি ভরণ-পোষণ ও ভালবাসা পাবার অধিকার চাও না?

খ। না, দিদি, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই! স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ষোল আনা—কিন্তু স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার শুধু ঐ টুকু!

তা। ঐ টুকু—ঐ টুকু অধিকার নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট!

খ। হাঁ দিদি, ঐ টুকুই আমার যথেষ্ট।

তা। আশ্চর্য্য! তোমায় আমায় একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ, খয়ের!

খ। কেন দিদি?

তা। কেন দিদি? তা কি বুঝ্‌তে পারনা, খয়ের? পতির ভালবাসা, পতির যত্ন, পতির স্নেহ পাবার জন্যে এই হৃদয়ে একটা দারুণ তৃষ্ণা জ্বল্‌ছে—সেই তৃষ্ণায় ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথায় ভস্মীভূত হ'য়ে

যাচ্ছে। নুরজাহানরাজ্ঞীকে এই জন্য বিমুখ কল্লুম, পতির সিংহাসন পাবার পথে এই জন্য কণ্টক দিলুম, তোমার মত ভগ্নীর সুখেও এই জন্য বাদ সাধ্‌ছি—ভগ্নি, আমার মত স্বার্থপর কে? ভগ্নি, তোমার ওই নিঃস্বার্থ প্রেম-সাধনার পুরস্কার আমার হস্তে শুধু একটা স্বার্থের তাড়না মাত্র!

থ। কেন এজন্য অনুশোচনা ক'চ্ছ দিদি? তুমি কি মনে কর, আমি এজন্য দুঃখিত? না দিদি, আমি তত অধম নই। শোন দিদি, পিতা যখন আমায় আমেদনগরীর হস্তে সমর্পণ ক'র্ত্তে চাইলো, তখন কাতরপ্রাণে আমি একবার জগদীশ্বরকে ডাক্‌লেম, "জগদীশ্বর, এ বিপদ হ'তে আমায় রক্ষা কর—আমাকে দুষমনের ঘরণী করিও না—যদি আমার জন্মজন্মান্তরের কোন সুকৃতি থাকে তবে আমায় স্বদেশবাসী স্বদেশপ্রেমিক কোনও বীরপুরুষের হস্তে অর্পণ কর।" জগদীশ্বর আমার সে কথা শুন্‌লেন। হাতোয়ার যুদ্ধে আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌লুম! এই যুবকের শৌর্য্য-বীর্য্যে এতবড় একটা দাক্ষিণাত্যের যুক্তবাহিনীও পরাস্ত হয়ে গেল! মনে মনে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপিত কল্লুম, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে লাভ কর্ব্ব, সে ভাবনায় চিন্তিত হলুম্। এমন সময় একটা অস্ত্র এসে হঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করতে উদ্যত হ'লো। কুমার সম্মুখ ফিরে যুদ্ধ কচ্ছিলেন, পশ্চাতের এ বিপদ দেখ্‌লেন না। সর্ব্বনাশ হচ্চে বুঝে, আমি তাঁকে রক্ষা কল্লুম। সেই সামান্য কার্য্যের উপলক্ষে সেই অমূল্য হার গ্রহণ কর্‌বার সুযোগ হ'লো। আমি তোমার নিকট এই সামান্য কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ এই মহামূল্য রত্ন: প্রার্থনা কল্লুম্। আমাকে উন্মাদ বুঝে তুমি তা ব্যঙ্গের সহিত মঞ্জুর কল্লে। ছলনায় আমি মনোরথ সিদ্ধ কল্লুম্। এ কপটতা না কল্লে হয়ত, প্রাণান্তেও তুমি আমায়

স্বামীর অংশভাগিনী ক'র্ত্তে না। তোমার সেই স্বামীকে আমি হরণ করব?

তা। কেন খয়ের, নুরজাহান তো সেরূপ করেছিল। কিন্তু যাক্—তুমি তাঁ'র ও আমার অনেক উপরে। তুমি স্বামীর জন্য পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হয়েচ, স্বামীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েচ, যুদ্ধক্ষেত্রে, রণস্থলে তা'র দেহ রক্ষা ক'রে আছ, তবু তোমার এতটুকু প্রতিদানের আশা নেই! এতটুকু ভালবাসা পাবার তৃষ্ণা নেই! তুমি এ পৃথিবীর নও খয়ের, তুমি স্বর্গের দেবী!

(খুরম, আবদুলখান ও খানখানানের প্রবেশ)

খু। তাজমহল, খানখানান বল্‌চেন, এখন আমাদের সন্ধির প্রস্তাব করাই উচিত। আজ তিন বৎসর হলো, আমরা দিল্লীর যুদ্ধে পরাস্ত হয়েচি, তারপর গুজরাটের যুদ্ধ, তারপর নর্ম্মদা, তারপর বঙ্গ—আমরা সব হেরেছি। আর আমাদের জয়ের আশা নেই। এ অবস্থায় সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু আবদুল খাঁ তাঁর সে প্রস্তাবে অসম্মত! তিনি বল্‌ছেন, আত্মসমর্পণ করেও এখন আর সম্রাটের কোপ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। মর্ত্তে এমনিও হবে, ওমনিও হবে। তবে শেয়াল-কুকুরের উদরস্থ হয়ে মৃত্যুর চাইতে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরাই সঙ্গত।

তা। কুমারের এ বিষয়ে কি অভিমত?

খু। আমি তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ কর্ত্তে এয়েচি।

তা। খানখানান, আপনি যুদ্ধে অস্বীকৃত কেন? আপনি কি বিবেচনা করেন, সম্রাটের কৃপাভিক্ষার্থী হয়ে আপনারা প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বেন?

খান। সে দায় আমার বেগমসাহেবা, আপনি সম্মত হোন্।

তা। আবদুল খাঁ!

আব। আমি এ পাগলের প্রলাপে সম্মতি প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্বো না, বেগম সাহেবা। মর্ত্তেই যদি হয়, তবে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে বীরের মত মান-সম্মান নিয়ে মর্ত্তে দিন্।

তাজ। খয়ের-উন্নেসা, এ বিষয়ে তোমার কি মত ?

খ। যুদ্ধ কর, দিদি!

তাজ। বেশ বলেচো বোন—আমারও ওই মত। আবার মস্তক অবনত কর্ব্ব ? যে নুরজাহান রাজ্ঞীর সম্মুখে সে দিন গ্রীবা উচু ক'রে এত কথা শাসিয়ে এলাম, আজ এই কটা দুর্ভাগ্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, তাকেই পুনঃ পাদবন্দনা কর্ব্বো ? না খানখানান, তা হবার যো নেই। কুমার, যুদ্ধ করুন।

খুরম। তবে তাই হোক, আবদুল খাঁ—তুমি প্রস্তুত হও।

আব। কুমারের জয় হোক!

[প্রস্থান।

খুরম। এস তাজমহল, আমরাও প্রস্তুত হই। শত্রু পর পারে!

(তাজমহল ও খুরম প্রস্থান করিলেন। খয়ের-উন্নেসাও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলেন।)

খান। খয়ের উন্নেসা!

খয়ের। (ফিরিয়া) কি পিতা ?

খান। পিতা! খুব কন্যার কাজ করেছ! কি কুক্ষণেই তোমার মুখ দেখেছিলাম, সয়তানি!

খয়ের। কেন পিতা, আমি তো কিছু অপরাধ করিনি।

খান। করনি বটে! সে দিন তুমি আমায় গ্রেপ্তার কচ্ছিলে, কত কাকুতি-মিনতি ক'রে তবে আমি উদ্ধার পেয়েছিলাম, আজ আবার তুমি আমায় এই কার্য্যে বাধা দিলে!

খ। পিতা, স্বার্থের মোহে অন্ধ হ'য়ে অবিচার ক'র্ব্বেন না। আপনার দুষ্কার্য্যে সহায়তা ক'র্ব্বার জন্যে আপনি আমাকে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা কর্ত্তে বলেন ?

খান। আমি তোমার স্বামীকে সদুপদেশই দিয়েছিলুম।

খয়ের। আমাকে ছলনা কর্ব্বার প্রয়াস পাবেন না পিতা,—আমি সব জানি। শুধু আপনার মঙ্গলের দিকে চেয়ে এখনও আপনাকে কুমারের নিকট ধরিয়ে দিই নি—দূরে থেকে শুধু আপনার কার্য্যে বাধা প্রদান করে আস্‌ছি মাত্র। কিন্তু কুমারকে যদি আপনি চারিদিক থেকে এমনি বিপন্ন কোরে তুল্‌তে চান পিতা, তবে আর আমি আপনাকে বেশীদিন প্রচ্ছন্ন রাখ্‌তে পার্ব্ব না।

খা। পিতৃদ্বেষিণী, মূর্খ কন্যা, কার জন্য এতো কর্চ্ছো ? যার জন্য এত চিন্তা, এত মাথাব্যথা তোমার, সে তো তোমায় ডেকেও একবার জিজ্ঞাসা করে না—তোমার সপত্নী-প্রেমেই মুগ্ধ ! তবু তুমি এই স্বামীর জন্য আমায় বিপন্ন কর্ব্বে ?

খ। চুপ করুন পিতা ! আপনি আমায় 'সয়তানি' সম্বোধন করে-ছেন, কিন্তু এই 'সয়তানি' আপনিই আবার আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন ! আপনি কি মনে করেন, স্বামীর আদর, স্বামীর অনুরাগ পাইনি বলে, আমি তাঁকে উপেক্ষা ক'রে, আপনার দুষ্কর্ম্মের সহায়তা ক'র্ব্ব ?—আমার কর্ত্তব্য ভুলে যাবো ?

খা। আমি তোমায় ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ও আদর-যত্নে মুগ্ধ করে রাখবো !

খ। এ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ও আদর যত্নকে আমি তুচ্ছ করি ! যে পিতৃস্নেহ, যে পিতার বাৎসল্য স্বামিসেবা হ'তে আমাকে বিমুখ কর্ত্তে চায়, তার কোন মাহাত্ম্য, কোন মহিমাই আমার চক্ষে প্রস্ফুটিত হয় না। যান পিতা।

[প্রস্থান।

থান। বটে! এত অবজ্ঞা, এত দর্প তোর! অকৃতজ্ঞ সন্তান, তবে তাই হোক্। যে হস্তে তোমার জন্ম দিয়েছি, সে হস্তেই তোমার ধ্বংস সাধন ক'র্ব্ব। সঙ্গে সঙ্গে তোর সকল সম্পদ্, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল গৌরব নষ্ট ক'র্ব্বো। খুরম, তাজমহল, আজ হতে তোমাদেরও অভিসম্পাত কল্লুম, কাল রজনী প্রভাত হোতে না হোতে চরণে তোমাদের শৃঙ্খল পর্ব্বে! মহাব্বৎ খাঁ, পরভেজ, আজ হতে এই তরবারি তোমাদের! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বুরহানপুর —আবদুল খাঁর শিবির।

খুরম ও আবদুল খাঁ।

খু। খানখানান বল্‌ছেন, আজ রাত্রিতে নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে, শক্রশিবির আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার হবে না। আমাদের কাল প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকা উচিত।

আ। কিন্তু শত্রু যদি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ত্তে স্বীকৃত না হয়! তারা আজ রাত্রিতেই আমাদের শিবির আক্রমণ কর্ত্তে পারে।

খু। খানখানান ততটা আশঙ্কা করেন না। তিনি বল্‌ছেন, রাত্রিতে শিবির রক্ষার জন্য নদীতটে তিনি অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করেছেন। শত্রুর বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশেই তারা তোপ দাগ্‌তে স্থুরু ক'র্ব্বে।

আ। তোপ দাগ্‌বে? কাদের উপর? আমাদের উপর নয় তো?

খুরম আশ্চর্য্য হইয়া আবদুল খাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আ। আশ্চর্য্য হচ্চেন যে? শুনুন কুমার, অনেক যুদ্ধ করেচি, যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে এই চুলরাশি শুভ্র হয়ে গেছে, কিন্তু এমন যুদ্ধের নীতি কোথাও

শুনিনি! নদী পার হয়েই যখন আমাদের পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ কর্ত্তে হবে, তখন রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে নদী পার হবার চেষ্টা করাই আমাদের সঙ্গত, দিনের আলোকে শত্রুপক্ষের তোপের মুখে অগ্রসর হওয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু ও পরাজয়কে আলিঙ্গন করা মাত্র। এমতা-বস্থায় খানখানানের এই পরামর্শ আমার নিকট কেমন যেন সন্দেহ-জনক ব'লেই বোধ হচ্ছে?

খু। তুমি কি মনে কর তবে, খানখানান বিপক্ষের সহায়তা কর্ত্তে চাচ্ছেন?

আ। ঠিক সহায়তা না হোক্, অন্ততঃ তাদের অনিষ্ট চেষ্টা না কর্ত্তে পারেন।--যা এতদিন দাক্ষিণাত্যে বোসে বোসে তিনি করেচেন।

(দূরে তোপধ্বনি)

খু। ওকি? ওকি?

আ। আর কি! বুঝি যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটলো। শত্রু আমাদের অপ্রস্তুত করেছে।

খু। অসম্ভব! কে আছো?

(দ্রুত খয়ের-উন্নিসার প্রবেশ)

খ। পালাও—পালাও! শত্রু এ পারে চলে এসেচে। সঙ্গে তার পিতা! মুহূর্ত্ত বিলম্ব কল্লে বন্দী হবে। আর দাঁড়াবার অবসর নেই—চলে এস—

খু। কি বল্‌ছো, খয়ের?

আ। জনাব, আর প্রশ্নের সময় নেই, ওই শুনুন্, নিকটেই শত্রুর বিজয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! এখুনি সর্ব্বনাশ হবে! শত্রু মহাব্বৎ খাঁ—চলে আসুন কুমার, বিলম্ব কল্লে সব যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

(মহাব্বৎখাঁ, পরভেজ, খানখানান ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম। একি, এখানেও কেউ নেই যে! শিবির পরিত্যক্ত! তবে কি এ প্রতারণা?

প। খানখানান!

খা। কুমার!

ম। এ আশ্চর্য্য! এত সতর্কতায়, এত অতর্কিতে শিবির আক্রমণ কল্লুম, কিন্তু শত্রু পালিয়ে গেলো! এর কারণ কি সেনাপতি?

খা। বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা, সেনাপতি! আমিও আশ্চর্য্য হয়েছি।

ম। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, সেনাধ্যক্ষ! বুঝ্‌তে পেরে, তার প্রতীকার কচ্ছি—নিরীক্ষণ করুন। প্রহরি, এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে গ্রেপ্তার কর।

খা। অ্যাঁ! বিশ্বাসঘাতক!—আমি!

ম। তা বৈ কি? নতুবা এত রাত্রিতে, এমন চোরের মত জীবন-মরণ অনিশ্চিত কোরে, আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে এমন শূন্য কুটীর দেখ্‌তেম না! গ্রেপ্তার কর, প্রহরি!

খা। সেনাপতি, এজন্য আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে। কুমার!

প। মহাব্বৎ খাঁ!

ম। কি বল্‌ছেন, কুমার?

প। একটু ভাল ক'রে বিচার কোরে কর্ত্তব্য স্থির কল্লে হয় না?

ম। সময় কই? কে জানে কুমার, এক মুহূর্ত্তে কি হ'তে কি হ'তে পারে! আমরা এখন এই বিশ্বাসঘাতকের কবলে! মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে ইনি আমাদের বিপন্ন কর্ত্তে পারেন। একে আবদ্ধ কোরে আমি এর বিষ-দন্ত ভগ্ন কোরে দিতে চাই, সাজাদা। প্রহরি!

প্রহরী অগ্রসর হইয়া খানখানান্‌কে আবদ্ধ করিল।

ম। চলুন কুমার, এখন দ্রুত এ স্থান পরিত্যাগ করি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ওপারে পৌছাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

আগ্রা—রাজপ্রাসাদ—কক্ষ।

নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর।

নু। সম্রাট, শুনেছেন ? বুরহানপুরের যুদ্ধে খানখানান গোপনে সম্রাট সৈন্যকে সাহায্য কর্ত্তে চেয়েছিলো, এমন কি সাহায্য করেও ছিলো, কিন্তু মহাব্বৎ খাঁ সব নষ্ট করেছেন, তিনি সামান্য কারণে খানখানান্‌কে বন্দী করেছেন !

জা। বন্দী করেছেন !

নু। হাঁ সম্রাট, শুধু তাকে নয়,সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী-পুত্রকেও নজরবন্দী করা হয়েচে ! আমাদের অনুমতি না নিয়ে, এমন খামখেয়ালী ভাবে এতবড় একটা রাজকার্য্যকে পণ্ড কোরে দেওয়া তার পক্ষে ভারী অন্যায় ! খানখানানের এ পুরস্কার লাভের পরে অতঃপর আর কেউ স্বেচ্ছায় রাজকার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে আস্‌বে না ! তার এ অনধিকার কার্য্যের কৈফিয়ৎ প্রদান কর্ব্বার জন্য, আমি তাকে তলব কোরে পাঠিয়েচি।

জা। তলব কোরে পাঠিয়েছো ? মহাব্বৎখাঁকে তলব কোরে পাঠিয়েছো ?

নু। হাঁ সম্রাট, বিস্মিত হচ্চেন যে? রাজার নিকট সকলেই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। তা মহাব্বৎ খাঁই হউন, আর যেই হউন! তজ্জন্য শঙ্কিত হওয়ার কিছু কারণ নেই।

জা। তা সত্য বটে, কিন্তু মহাব্বৎখাঁকে এই সামান্য কার্য্যের জন্য তলব—এতে একটু চক্ষুলজ্জার কারণ আছে, সাম্রাজ্ঞী। এই মহাব্বৎখাঁ সরল, সত্যনিষ্ঠ, দেব-প্রকৃতি! তাকে তলব করা, তার এই সব গুণ-গ্রামের প্রতি—

নু। অন্ধ হওয়া মাত্র? যাক্, তবে মনে করুন, আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি। রাজার কর্ত্তব্য কঠোর কর্ত্তব্য! তাতে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই, সম্রাট। মহাব্বৎখাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত, আমাদের তার বিচার কর্ত্তেই হবে, আর সে জন্য মহাব্বৎখাঁরও উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

জা। কে মহাব্বৎখাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, সাম্রাজ্ঞী?

নু। আর কে? খানখানান স্বয়ং। তিনি গুপ্ত দূতমুখে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তিনি বল্ছেন, বিদ্রোহীর পক্ষ পরিত্যাগ কোরে সম্রাটের পক্ষে সহায়তা কর্ত্তে যেয়ে তার এই পরিণাম! এখন সম্রাটের যা মর্জ্জি তাই কর্ত্তে পারেন।

জা। মহাব্বৎখাঁ বিনা কারণে এমত একটা অস্বাভাবিক কার্য্য করেছে, তা আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।

নু। কেন পারেন না, জনাব? তার এই বাহ্যিক সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ব'লে? জনাব, মনে রাখ্‌বেন, অস্বাভাবিক সাধুতার নীচে অতি ভয়ঙ্কর কুটীলতা গুপ্তভাবে অবস্থান করে। এই মহাব্বৎ খাঁর সকল সততার নীচে একটা দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব বর্ত্তমান দেখা যায়! নতুবা প্রাণ দিয়ে, নিজের প্রাণকে উপেক্ষা ক'রে, কেহ কখনো এমন পরের জন্য যুদ্ধ করে? জনাব, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, এই

দুর্দ্দান্ত সেনাপতিকে সংযত কর্ত্তে চেষ্টা করুন। নতুবা ভবিষ্যতে ভারত-সিংহাসন বিপদগ্রস্ত!

জা। সাম্রাজ্ঞি, তুমি আজ একটা বিশ্ববিপ্লবকারী তোপ দেগে বস্‌লে। মহাব্বৎ খাঁর বিরুদ্ধে এমত কথা শুন্‌বো, তা আমি স্বপ্নেও আশা করিনি। চল, এ সম্বন্ধে তোমার কি কি বক্তব্য আছে, তা ভাল ক'রে শোনা যাবে, চল। হঠাৎ এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তে যেন ইচ্ছে হচ্চে না। এক পিয়ালা সিরাজি—

নুরজাহান সরাব ঢালিয়া দিলেন। বলিলেন, "এই শেষ, আজ আর পাবে না প্রাণেশ্বর—চল।"

জা। বড় নিষ্ঠুর তুমি! তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে গেলেও বুঝি দয়ার সঞ্চার হবে না! প্রিয়ে, আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছো, প্রতিদানে আর দু' পেয়ালা সরাব—

নু। না প্রিয়তম, সরাব নয়, তার চেয়ে আমার প্রেম নাও। এই বিশাল বিশ্বে আমার প্রেমের নেশার উপরে তোমার আর কি অধিকতর নেশার সামগ্রী আছে, প্রিয়তম? স্বামিন্, এই প্রকাণ্ড নেশায় যত পার আপনাকে ডুবিয়ে রাখ। তা না হলে, আমি ভাব্‌বো—তুচ্ছ সরাবও তোমার নিকটে আমার চেয়ে বড় হলো!

জা। ভাব্‌লে অবিচার কর্ব্বে! সুন্দরি, কি ছার এই সংসার! প্রয়োজন হলে ঐ যাদুময়ী মুখকান্তির মধ্যে ডুবে থেকে আপনাকে আপনি পর্য্যন্ত ভুলে যেতে পারি!—প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে পারি! অতীত কাহিনী একবার মনে কর সুন্দরি! সে বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু বড় স্পষ্টবাদী! তার সাক্ষ্য গ্রহণ ক'রে তবে আমার এই মুগ্ধ হৃদয়ের বিচার করো!

জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে বাহুবেষ্টিত করিয়া লইয়া গেলেন।

—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বঙ্গদেশ—মহাব্বৎ খাঁর শিবির।

করিমবক্স বসিয়া অস্ত্র শানাইতেছিল।

করিম। এ খোদার ভারি অন্যায়! কত হোম্‌রা-চোম্‌রা চাম্‌চিকে গেল যোদ্ধা হ'য়ে, আর আমি মহাব্বৎ খাঁর খাস ভৃত্য, আমি কিনা রইনু প'ড়ে? আমি লড়াই বিদ্যেটা শিখ্‌তে পাল্লুম না! নসীব বাবা—নসীব! নসীব! নসীব! আমি ভেবে দেখেছি, এই গান শেখাটা, আর এই লড়াই করা বিদ্যেটা একই রকমের জিনিস—নসীবে না থাক্‌লে কেউ শিখ্‌তে পারে না। কত কসরৎ কল্লুম, কত মোক্স কল্লুম, তলোয়ার ব্যাটা কিছুতেই বাগ মান্‌তে চায় না। আমার মনিবের তলোয়ারের পাকে জ্বলে আগুন, আর আমার তলোয়ারের পাকে উড়ে চাম্‌চিকে! এই তো তলোয়ার-খানা রাতদিন ঘস্‌ছি, মাজ্‌ছি, হাতাচ্ছি, অষ্টপ্রহর এখানা আমার সাম্‌নে

পন্ পন্ কোরে ঘুর্চ্চে, কিন্তু আমার হাতে এলেই একবারে অসার !—কাঠ !—দাঁত-কপাটি !—পন্ পন্ চুলোয় যাক্, ঝন্‌ঝন্ কোরে একবারে "পপাত ধরণী তলে" ! যা শালা, একটা সংস্কৃত কথাই ব'লে ফেল্লাম ! তা বিদ্যে কি আর ছিল কম ! যা কিছু গলদ, ঐ তলোয়ার ব্যাটাকে নিয়ে ! কিন্তু আর কিছু হ'ক্ না হ'ক্, আজকাল তলোয়ারখানা প্রভুর মত ধর্ত্তে শিখেচি বটে। তলোয়ার খানা ধ'রে যদি একবার গোঁপে চাড়া দে দাঁড়াই, তা' হ'লে যে সহজে কোন ব্যাটা হঠাৎ আমায় কাপুরুষ ব'লে ঠাওরাবে, সে রকমটা বোধ হচ্চে না। আচ্ছা, দেখাই যাক্ না কেন, ওই তো এক ব্যাটা আস্চে, একটু পরখ ক'রেই দেখি।

(গোঁপে চাড়া দিয়া, বুক ফুলাইয়া বিকৃত ভাবে অসিধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।)

(দূতের প্রবেশ)

দূ। আজ্ঞে, সেনাপতি মহাশয়ের খবর বল্‌তে পারেন ?

ক। কেহে তুমি ?

দূ। আজ্ঞে আমি দিল্লী থেকে এসেচি।

ক। এসেচো ? তা বেশ করেচো ! তা আমার কাঁধে উঠে 'বাই' নাচ্ নাচ্‌বে নাকি ? একবারে যে ভদ্দর্‌লোকের ঘাড়ের উপর এসে পড়েচো—আক্কেল নেই ? হাতে তলোয়ার দেক্‌চো না ?

দূ। আজ্ঞে, আমি তো হুজুরের কাছে যাইনি—

ক। আহা, আর বাকী রেখেচো কি ? একবারে নজরের মধ্যে তো ঢুকে প'ড়েছ ? ঘামের গন্ধটা তো বেশ পাওয়া যাচ্ছে ? জান, আমি কে ? ঘুরোবো নাকি তলোয়ার ?

দূ। হুজুর, আমি বিদেশ থেকে এসেচি, গোস্তাকি মাপ হয়—

ক। আরে রেখে দাও তোমার গোস্তাকি! ব্যাকুব নাকি? বিদেশ থেকে এসেচো তো স্বর্গে উঠেচ বুঝি? বলি চোখে তো দেখ্‌তে পাচ্ছ? চেহারাখানা দেখে মালুম হচ্চে না? আচ্ছা ব্যস, তোমার কি দরকার?

দূ। আমি সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁর নিকট অতি জরুরী খবর নিয়ে এসেচি।

ক। এসেচো? বেশ, বেশ, ভাল, ভাল, বলে যাও—শুন্‌চি।

দূ। তাঁর সঙ্গে এখুনি আমার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।

ক। তার সঙ্গে, কার সঙ্গে? তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে? ঠাওরাতে পাচ্ছ না?

দূ। আপনি মহাব্বৎ খাঁ?

ক। কেন চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে না নাকি? তলোয়ার ধরেছি কেমন, সেটা নজর কর্চ্ছো? ঘুরোবো নাকি তলোয়ার? জ্বাল্‌বো নাকি আগুন? দেব নাকি একবার চাদ্দিক ছারখার কোরে? দেখ্‌বে তবে একবার বিক্রমটা? রসো তবে—(সদম্ভে তরবারি উ'চু করিয়া বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন।)

হঠাৎ মহাব্বৎ খাঁ প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন,—"করিম!"

এক মুহূর্ত্তে করিম পুনর্মূষিকাকার ধারণ করিয়া উত্তর করিল,—"হুজুর!"

মহ। কে ও—কার সঙ্গে কথা ক'ইছ?

ক। হুজুর, দিল্লী থেকে একজন দূত এসেচে।

মহা। ব্যস্, আর তুমি পেয়ে বসেচ! তাকে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

দূত। (অগ্রসর হইয়া) হুজুর, আমি মহাব্বৎ খাঁর নিকট জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেচি।

মহা। আমিই মহাব্বৎ খাঁ, এ ব্যক্তি আমার ভৃত্য মাত্র। এস, আমার সঙ্গে এস।

[মহাব্বৎ খাঁ ও দূতের প্রস্থান।

ক। তা'ইতো, এ কেমনটা হ'লো! এত মোক্স কল্লুম, তবু ভুল হ'য়ে গেল! কোন্ খানটায় ভুল হলো? এই রকম কোরে কি? না না, এই রকম কোরে!—এই রকম কোরে! (নানা ভঙ্গীতে অস্ত্র ধারণ) না—ঠিক ঠাওরে উঠ্তে পাচ্ছি না যে! তবেরে ব্যাটা তলোয়ার, আমার সঙ্গে চালাকী! আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন! (জোরে তলোয়ার খানা দূরে নিক্ষেপ কর্ত্তে যাইয়া) ও হুঁ হুঁ, গেলুম, গেলুম, গেলুম! ও হুঁ হুঁ, ও মাগো,—ও বাবাগো,—ও নানা গো,—ও ফুফুগো--

(মহাব্বৎ খাঁর পুনঃ প্রবেশ)

ম। ও কি! ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

ক। হুজুর, হাত কেটে ফেলেছি।

ম। আবার মহাব্বৎ খাঁ হ'তে গিয়েছিলে বুঝি? নাও, দৌড়, জল্‌দি কুমার পরভেজকে সেলাম দাও, আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছি। ওঠ!

[গোঙাইতে গোঙাইতে করিমের প্রস্থান।

ম। এবার বদ্‌লি টদ্‌লি নয়, একবারে সাক্ষাৎ তলব!—এর অর্থ কি? এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নেই, যে আমি মহাব্বৎ খাঁ বিনা কারণে, বিনা দোষে, এ ভাবে লাঞ্ছিত হবো! সরল দাসত্বের, স্বার্থহীন সেবার, আজীবন কর্ত্তব্য-সাধনের এই পুরস্কার? ছিলেম, সমগ্র মোগল-বাহিনীর একচ্ছত্র নায়ক, হ'য়েচি নগণ্য বঙ্গ-বাহিনীর ক্ষুদ্র সেনাধ্যক্ষ! তাও আবার আর একজনের অধীনে!—আমারই সমর শিষ্য, আমারই বহুকাল

রক্ষিত অপরিণত যুবক পরভেজের অধীনে! তার পর আবার এই নূতন নেমন্ত্রণ! নেমন্ত্রণ না আদেশ? বাদসাহ লিখেচেন, খানখানান আমার নামে গুরুতর অভিযোগ ক'রেছে,—তাই আমার দরবারে প্রয়োজন হ'য়েচে। এ নেমন্ত্রণ না আদেশ? বাদসাহ! তাই কি? সত্যই কি এ বাদসাহের আদেশ? দস্তখৎটী তো দেকৃচি রাজ্ঞীর। যাকে আমি আজীবন সেবা ক'রেছি, যে সম্রাট মহাব্বৎ খাঁকে একদিনের তরেও অবিশ্বাস করেন নি, যে সম্রাট তাকে একটী কটু বাক্যও বলেন নি, সেই সম্রাটের এই অত্যাচার? কি কোরে বিশ্বাস ক'র্ব্ব?—বড় অসম্ভব! কে ব'লে দিবে, এ কার আদেশ! এ আদেশ রাজ্ঞীর, না সম্রাটের?

(কুমার পরভেজের প্রবেশ)

পর। সেনাপতি, এ আদেশ রাজ্ঞীর—সম্রাটের নয়।

ম। এই যে কুমার! আসুন।

পর। মহাব্বৎ খাঁ, একটা যুগপ্রলয় হ'য়ে গেলো! উঃ, কি ভ্রমই ক'রেছি। জানেন সেনাপতি, ভাই খস্রুর প্রকৃত হত্যাকারী কে? জানেন, কার চক্রান্তে ভাই খুরম আজ এতাধিক নিপীড়িত? নিন্—পড়ুন—বুঝ্‌তে পার্ব্বেন!

(একতাড়া চিঠি দিলেন)

মহা। একি! এ কার চিঠি? (পড়িয়া) এ যে দেকৃচি রাজ্ঞীর হস্তাক্ষর! কাকে লিখ্‌চে? খানখানানকে! (আরও পড়িয়া) সর্ব্বনাশ! কি ভীষণ চক্রান্ত! হতভাগ্য কুমার খস্রু! কুমার, এগুলি আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ ক'ল্লেন?

পর। খয়ের উন্নেসা নিজে এগুলি আমায় দিয়েছেন। এই মাত্র দিলেন।

মহা। খয়ের উন্নেসা!—কোন্ খয়ের উন্নেসা?

পর। আমার ভাতৃবধূ—খুরমের পত্নী—খানখানানের দুহিতা!

মহা। তিনি এখানে! কৈ এ কথা তো আর আমি শুনিনি?

পর। তিনি এই মাত্র এসেচেন। আবার এখনি চলে যাবেন!

মহা। এর কারণ কি কুমার? পিতার বিরুদ্ধে কন্যার এই অভিযোগ, আর এই অপ্রীতিকর কার্য্যের জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে দাক্ষিণাত্য হ'তে বঙ্গে আসা! এর কারণ?

পর। এর কারণ পতিকে কলঙ্ক ও বিপদ হ'তে রক্ষা করা এবং সম্ভব হ'লে মহাব্বৎ খাঁকেও হাত করা!

মহা। ওঃ! কিন্তু তার চেয়ে এ অভিযোগ সম্রাটের নিকট উপস্থিত ক'ল্লে ভাল হ'তো। সেখানে না যেয়ে সে এখানে এলো কেন?

পর। সম্রাটের উপর কারো আর এখন সে বিশ্বাস নেই। এই নারী তাকে এমনি মায়ায় অভিভূত ক'রে রেখেচে যে, তারা আর এখন তাঁর নিকট সদ্বিচারের আশা ক'র্ত্তে পারেন না।

মহা। সেই ন্যায়পরায়ণ, সুবিচার-রত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের এই পরিণাম! ভারতে কি আজ এমন কেউ নেই যে, তাঁকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা করে? তাঁর এ কলঙ্ক দূর ক'রে দিয়ে, এই দানবী মায়ার অন্ধকারে তাঁকে পথ চেন্‌বার একটী প্রদীপ জ্বেলে দেয়?

পর। কেউ নেই! এক আছেন মহাব্বৎ খাঁ, কিন্তু তিনিও একটু অতিরিক্ত প্রভুভক্ত। তিনি তার প্রভুর প্রীতির বিরুদ্ধে যে এ অপ্রিয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্ব্বেন, তার কিছু সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মহা। কুমার, নুরজাহানের এই বিশ্বময় শত্রুতার কারণ কি কিছু বল্‌তে পারেন? তিনি খস্রুকে হত্যা করিয়েচেন, খুরমকে নির্য্যাতন ক'চ্ছেন, এখন আবার আমাকে নিয়েও টানাটানি! এর কারণ? নুরজাহান তো বুদ্ধিহীনা নয়—অবিশ্যি সে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নেমেছে।

পর। অবিশ্যি। কিন্তু সে উদ্দেশ্য বুঝে উঠ্‌তে পারা বড় শক্ত কথা, সেনাপতি! সে উদ্দেশ্যের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জটিলতা, স্তরে স্তরে কুটিলতা! সেনাপতি, তার প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্চে, তার জামাতা শের-ইয়ারকে সিংহাসন দেওয়া। অন্য সব এরই শাখাপ্রশাখা মাত্র।

মহা। বুঝ্‌তে পেরেছি, তার জন্যই খস্রুর পতনের আবশ্যক, তার জন্যই খুরমের এই নির্য্যাতন! নুরজাহান বুদ্ধিমতী বটে, সে এক বাণে দুটো পক্ষী শিকার ক'র্ত্তে জানে। কিন্তু এত কথার পর একটা প্রধান কথা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না কুমার,—খস্রু গেল, খুরমও যাবো যাবো ক'চ্ছে, কিন্তু এই প্রধান কণ্টক পরভেজটা এখনো নিষ্কণ্টক রয়েছে যে?

পর। সেনাপতি, আমি যে রাজ্যলাভের জন্য কারো সঙ্গে বিবাদ ক'র্ব্ব না, তা নুরজাহানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বুঝে নিয়েচে।

মহা। আরও একটা কথা। আর এ গরীবের উপর এ শত্রুতার অর্থ? আমি তো তার শত্রু নই, বরং এ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য তার শত্রু নিপাতেই নিযুক্ত আছি। আমাকে শত্রু কল্লে তার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পর। জানিনা, এ কথাটা আমিও খুব স্পষ্টরূপে বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। তবে কতকটা অনুমান করেচি বটে। বোধ হয় রাজ্ঞীর উদ্দেশ্য এই যে, মহাব্বৎ খাঁ সৎ, পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক। তা'র এ কূট-চক্রান্ত ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়ে পল্লে, তিনি তার প্রতীকারের চেষ্টা কর্ত্তে পারেন, তাই তিনি আশঙ্কা কোরে তা'কে হীনবল করে রাখ্‌তে চান।

মহা। কুমার, এ রাজ্যের আপনিই যথার্থ ভবিষ্য মালীক। সত্যই কি আপনি স্বেচ্ছায় এ রাজ্যটাকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নন্?

পর। মহাব্বৎ খাঁ, এ আমার ভাল লাগে না! কি হবে এ ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্যে এত রক্তপাত কোরে? এর জন্য আমি একটা ব্রহ্মাণ্ড

বিস্তৃত শান্তির রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে আস্‌তে পারি না। তবে নায্যভাবে ও নির্ব্বিবাদে এ ভার এলে, অবশ্যই বহন কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

মহা। কুমার, এত মহৎ আপনি? না কুমার, ভারতে যদি এখন কেউ এ রাজ্যের উপযুক্ত সম্রাট্ থাকে, তবে সে আপনি। আপনি এ রাজ্য পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। এ ক্ষুদ্র রাজ্য বটে, কিন্তু এর দায়ীত্ব ক্ষুদ্র নয়—অতি বৃহৎ! লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রজার মঙ্গলামঙ্গল এর সহিত জড়িত। প্রজার হিতার্থে, রাজ্যের মঙ্গলার্থে এ ভার আপনাকে বইতেই হবে। আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্লান্তদেহে এ কার্য্যে আপনাকে সহায়তা কর্ব্ব। কুমার, আমি আগ্রা চল্লাম। যাবো কি না ভাবছিলুম, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। হয় এ রাজ্যে শান্তি স্থাপিত কোরে সিংহাসন আপনার জন্য সম্পূর্ণ নির্ব্বিবাদ ক'রে আস্‌বো, নয়ত এই শেষ! আর সাক্ষাৎ হবে না, যত দূর চক্ষু যায়, মক্কার দিকে চলে যাবো। আদাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আগ্রা রাজপ্রাসাদ—রঙ্গমহালের সম্মুখ।

প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত।

(মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ)

প্র। কে তুমি?

মহা। চিন্‌তে পারো না?

প্রহরী। সেলাম, দেখ্‌তে পাইনি। সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁকে কে না চেনে?

মহা। সম্রাটকে খবর দাও। বলো যে, তাঁর ভৃত্য মহাব্বৎ খাঁ তাঁর চরণ-দর্শনাশায় দ্বারে দাঁড়িয়ে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

চারিদিকে একটা বিশ্বগ্রাসী পরিবর্ত্তনের ঢেউ খেলে গেচে। এ আবর্ত্তের ঢেউ আমাকেও এসে স্পর্শ করেচে! এ সময় আমার কর্ত্তব্য কি? এখনও ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না। কিন্তু আর তো নিশ্চেষ্ট হয়েও বসে থাকা চলে না। তা হলে সবার সঙ্গে আমাকেও সে আবর্ত্তে ডুবে মর্ত্তে হবে। কি স্পর্দ্ধা এই ক্ষুদ্র নারীর! একটা বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় বিশ্বগ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হ'য়েচে! এত পাপ সঞ্চয় কেন? না একটা ভূমিখণ্ডের জন্য! সাম্রাজ্যের জন্যে সে হৃদয়ে প্রেম নাই, দয়া নাই, বিন্দুমাত্র সহৃদয়তা নাই—সাম্রাজ্য কি এতই বড়? না, আজ আমি প্রভুকে একবার স্পষ্টাক্ষরে এ কথাটা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। তিনি কি এই রকম কোরে রাজ্য ক'র্ব্বেন? এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য, এই অগণিত কোটী কোটী প্রজা, তিনি কি এই কোরে, একটা হীন বুদ্ধি নারীর মন্ত্রণা চালিত হ'য়ে শাসন ক'র্ব্বেন? কি সাম্রাজ্য, কি হয়েচে! মহামান্য আকবর শার ধর্ম্ম-রাজ্য এখন একটা নারীর উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির অভিনয় ক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েচে! আর এ নারীও তো তাঁর প্রজা বটে! নুরজাহান বেগম হ'তে পারে, কিন্তু তবু সে রাজ্যের একজন প্রজা, আমাদেরই মত প্রজা। অপরাধ ক'ল্লে তাঁরও তো শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য! সে রাজ-দণ্ড হ'তে অব্যাহতি পায় কোন্ অধিকারে?

(নুরজাহানের প্রবেশ)

নুর। জান মহাব্বৎ, আমরা কেন তোমায় তলব দিয়েছি?

মহা। না সাম্রাজ্ঞী, সেটা জানবার আমার সুবিধা হয় নি। তবে পরোয়ানা দেখে বুঝেছি, খানখানান আমার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ কোরে থাক্‌বে।

নুর। তুমি ঠিক বুঝেচো—অতি গুরুতর অভিযোগ! এ অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?

মহা। অবশ্যই। যথাস্থানে তা জ্ঞাপন কর্ব্বো।

নুর। যথাস্থানে! সে কোথায় ? আমিই তোমার বিচার কর্ব্বো—বলো—উত্তর দাও।

মহা। আপনি! আপনি বিচার কর্ব্বেন ? মাপ করুন সাম্রাজ্ঞী, আপনার নিকট আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নই।

নুর। প্রস্তুত নও! মহাব্বৎ!

মহা। বলুন। রাগ কর্ব্বেন না। মহাব্বৎ খাঁকে ভয় দেখান, ছেলে-খেলা মাত্র! মহাব্বৎ খাঁকে চেনেন ?

নুর। (সক্রোধে) চিনি। তুমিও বোধ হয় নুরজাহানকে বেশ চেনো।

মহা। অতি উত্তম চিনি! আগে অতটা চিন্তুম্‌না—কিন্তু এখন বেশ পরিচয় হ'য়েছে। রাজ্ঞি, আপনি ঘেয়াস বেগের পরিত্যক্ত কন্যা, শের খাঁর বিধবা পত্নী, খস্রুর হত্যাকারিণী, খুরমের আততায়ী, আমার কেতু গ্রহ—আপনাকে চিনি না ?—অতি উত্তম চিনি!

নুর। সাবধান মহাব্বৎ খাঁ, রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ কল্লে, উপযুক্ত শাস্তি ভোগ কর্ব্বে ?

মহা। মিথ্যা অপবাদ! রাজার বিরুদ্ধে! কে রাজা ? কোন্‌টী মিথ্যা অপবাদ ? এখনও ছলনা ? সাম্রাজ্ঞি, নুরজাহান, এতদূর অগ্রসর হ'য়েচেন ? আপনার পতন অতি নিকটে!

নুর। একি? একি? একি আমি স্বপ্ন দেক্‌চি! না এ সত্যই সত্যি? কে আছো? এই বিদ্রোহী সেনাপতিকে গ্রেপ্তার কর।

(কয়েক জন সৈনিকের প্রবেশ)

মহা। খবরদার! অগ্রসর হয়ো না। তোমরা রাজ্ঞীর দাস হ'তে পার, কিন্তু আমি সম্রাটের ভৃত্য। সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন আমি কাকেও ধরা দেব না। চল, সম্রাটের নিকট আমায় নিয়ে চল।

নুর। যেয়োনা। একটা বিদ্রোহী প্রজার সঙ্গে সম্রাট সাক্ষাৎ করেন না। আমার হুকুম, কারাগারে নিয়ে যাও।

মহা। কে নিয়ে যাবে? এরা? এই তালপত্রনির্ম্মিত বাষ্প তাড়িত সেপাইবৃন্দ? সাম্রাজ্ঞি, দেক্‌চি মহাব্বৎ খাঁর সম্বন্ধে আপনি খুব ভাল অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। মহাব্বৎ খাঁ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ না কোরে এ যাত্রা কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না। সাম্রাজ্ঞি, মনে কর্ব্বেন না, আমি বেইমানী কচ্ছি। যা'র নুন খেয়েচি, তা'র বিচার আমি কখনও অমান্য ক'র্ব্ব না। কিন্তু আমি বিচার চাই! বিচার চাই! আমি একবার তাঁ'র সাক্ষাৎ চাই। তাঁ'র সঙ্গে এবার আমি সাক্ষাৎ না কোরে কিছুতেই ছাড়বো না। এস, কে আছ এস, শক্তি থাকে আমায় স্থগিত কর।

[মুক্ত তরবারি হস্তে প্রস্থান।

নুর। কাপুরুষ! কি দেক্‌চো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব? আবদ্ধ কর, আবদ্ধ কর—

সৈন্যগণ। সাম্রাজ্ঞি!

নুর। শক্তি নেই! পার্ব্বে না? কুক্কুর, বন্য শৃগাল, যাও, দূর হয়ে যাও! এখনো দাঁড়িয়ে রইলে? যাও, ও মুখ আর দেকিও না, যাও বল্‌ছি!

[সৈনিকদের প্রস্থান।

খস্রুর হত্যাকারিণী! কি সর্ব্বনাশ, কি সাংঘাতিক শত্রু এই মহাব্বৎ! প্রাণান্তেও তাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে না। খস্রুর হত্যাকারিণী! উঃ! কি সাংঘাতিক অভিযোগ! পাষণ্ড কি কোরে এ জান্‌লে? সত্যই জেনেছে কি? ভাবিয়ে দিলে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দাক্ষিণাত্য, খুরমের শিবির।

তাজমহল ও খয়ের উন্নেসা।

তাজ। ভগ্নি, তোমার ঋণ এ জন্মে পরিশোধিত হ'বে না! তুমি একটা অযাচিত দেবাশীর্ব্বাদের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়েছ, তোমার সহায়তা না পেলে আমাদের সকল আশা-ভরসা একটা স্বপ্নের মতো এতদিন কোথায় ভেসে যেতো! তুমি অজয় দুর্গ জয় করেচো, স্বামীর জন্য পিতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেচো, তার বিশ্বাসঘাতকতা ধরিয়ে দিয়েচো, আবার সে দিন আমাদেরই জয়-কামনায় কত দেশ, কত রাজ্য অতিক্রম কোরে বঙ্গদেশ থেকে ফিরে এসেচো! সমগ্র রাজ্যটী উপহার দিলেও বোধ হয় তোমার এ নিঃস্বার্থ প্রেমের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না!

খয়ের। নিঃস্বার্থ প্রেম! ভগ্নি, একে তুমি নিঃস্বার্থ প্রেম বল? তুমি তো জাননা ভগ্নি, এ সবের বিনিময়ে তুমি আমায় কি অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দিয়েচো! ভগ্নি, এ কর্ম্মক্ষেত্রটা সুধু একটা ভাব সংগ্রহের যন্ত্র মাত্র! মানবের সুখ-দুঃখ, স্বার্থাস্বার্থ ভাবে। সেই ভাবের সঙ্গে সম্পর্করহিত

হ'লে, এসংসারটার অপর কোন স্বতন্ত্র মূল্য থাকে না। ভাবসংগ্রহ হ'লে তার পর এ সংসারটা যাক্ কি থাক্, তাতে আমার কি আসে যায়? আমি যা কচ্ছি, তাতেই আমার ঈপ্সিত ভাবসংগ্রহ হচ্চে। ভগ্নি, আমার অন্য কোন পার্থিব পুরস্কারে দরকার নেই।

তাজ। তোমায় আমায় ঐটুকুই তফাৎ! তুমি এ সংসারটার জন্য খেটেখুটে যে ভাব পাচ্ছ, আমরা সমস্ত সংসারটা গ্রাস কোরে বসেও তা পাবো কি না জানিনা। তা যাক্, এখন দেখ ভগ্নি, এই দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিয়ে আমি ভারি গোলে পড়েছি। কি যে ক'র্ব্ব, তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কি মনে কর, সত্যই তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা কর্ব্বে?

খয়ের। ভগ্নি, আমার তা মনে হয়, কারণ এতে তাদের স্বার্থ রয়েচে। প্রভু সম্রাট হ'লে, তাদের দাক্ষিণাত্যে প্রভাব একেবারে লুপ্ত হবে না।

তাজ। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু—

(হঠাৎ খুরমের প্রবেশ)

খুরম। দিল্লীর সংবাদ শুনেচ মমতাজ, এই মাত্র দূত ফিরে এলো।

তাজ। কি সংবাদ প্রিয়তম!

খুরম। তোমার পিতার অনুরোধে সম্রাট্ আমায় ক্ষমা কর্ত্তে রাজি হয়েছেন, কিন্তু ক্ষমালাভ করেই আমায় দরবারে উপস্থিত হ'তে হবে।

তাজ। এ জেদের উদ্দেশ্য? যেয়োনা বল্‌ছি! এর অর্থ আমি বুঝে নিয়েচি। জান কুমার, সম্রাটের এই কোমল অভিপ্রায়ের কারণ কি জানো? মনে করোনা এর অর্থ এই যে, তাঁর পিতৃস্নেহ এতদিন পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে। তার প্রকৃত অর্থ এই যে, তিনি এখন মহাব্বৎ খাঁর সহিত বিবাদে লিপ্ত, খুরমের মত প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সেনাপতি পাঠাতে পারেন এখন আর তাঁর তেমন সাধ্য নাই।

খুরম। তুমি ঠিক বলেছ! মহাব্বৎ খাঁ নাকি আগ্রা পৌছে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিয়েছিলো, রাজ্ঞী তা দেয়নি। তার জন্য মহাব্বৎ তাঁকে যথেষ্ট অবমাননা করেছে। ফলে ভারি গণ্ডগোল হ'চ্চে।

তাজ। কি রকম? কি রকম?

খুরম। মহাব্বৎ খাঁ বল্‌চে, "এত বড় অত্যাচার! আমার বিচার কর্ব্বার রাজ্ঞী কে? আমি রাজ্ঞীকে মানিনা, আমি সম্রাটকে চাই। সম্রাট্ যা বল্‌বেন, আমি তাতেই বাধ্য থাক্‌বো, রাজ্ঞীর কথা শুন্‌বো না।" রাজ্ঞী এদিকে সম্রাটকে ধরেচেন, কিছুতেই যেন মহাব্বৎ খাঁর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ না হয়, তা হলে তার ভারি অপমান!

তাজ। সম্রাট কি স্থির কোরেছেন?

খুরম। কি আর কর্ব্বেন? যা করে থাকেন! তিনি শ্যামও রাখ্‌লেন, কুলও রাখ্‌লেন, একুলও রাখ্‌লেন, ওকুলও রাখ্‌লেন। রাজ্ঞীকে বল্লেন, "ব্যস, তাই হবে", মহাব্বৎ খাঁকে হুকুম দিলেন, "আচ্ছা, তোমার বিচার এখন স্থগিত রইল, তুমি পঞ্জাবে যাও, সেখানকার তুমি স্থবেদার হলে।" কিন্তু মহাব্বৎ খাঁ তাতেও নারাজ হয়েছে!

তাজ। তা হবে না? সমস্ত মোগল বাহিনীর বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি আজ পঞ্চনদের স্থবেদার! মহাব্বৎ কি বল্লে?

খুর। সে বল্‌লে, আমি স্থবেদারী চাই না, বাদসাই চাই না, আমি বিচার চাই। আমার নিজের পক্ষ হ'তে, ভারতের কোটী কোটী প্রজার পক্ষ হ'তে, আমি বিচার চাই। বিচারের নাম কোরে এতদুর থেকে টেনে এনে, এখন আমায় এই নূতন কথা কেন?

তাজ। বাঃ মহাব্বৎ খাঁ! তোফা মহাব্বৎ খাঁ! ভারতে যদি কেউ মানুষের মত মানুষ থাকে, তবে সে তুমি—আর একটীও নেই!

খুরম। সত্য কথা! তার জন্য সম্রাটও তাকে ভয় করেন, আর

রাজ্ঞীও এবার বিশেষ শঙ্কিত হয়েচেন। তিনি শেষটা বেগতিক দেখে সম্রাটকে বল্‌চেন, "যদি মহাব্বৎ খাঁই না সরে, তবে চল আমরাই সরি। সে পঞ্জাবে না যায়, চল আমরা যাই।" শুন্‌চি নাকি রাজধানী কতক দিনের জন্যে লাহোরে নেবার বন্দোবস্ত হ'চ্চে।

তাজ। (খয়েরের প্রতি) ভগ্নি!

খ। দিদি!

তাজ। মহাব্বৎ খাঁকে আর একবার হাত কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে।

খ। আমি প্রস্তুত!

[প্রস্থান।

খু। বড় শক্ত কাজ মমতাজ! তা'র অতিরিক্ত রাজভক্তি!

তাজ। হোক—আমি আর একবার চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো। তাকে ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কুমার, একবার পিতৃ-দর্শনে যেতে পারি কি? খয়েরও আমার সঙ্গে যাবে।

খুরম। সে কি? এই গোলযোগে?

তাজ। ভেবোনা, ভারতে এমন কেউ নেই যে, আমার অনিষ্ট কর্ত্তে পারে। মেবারে তোমার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হবে। চল পরামর্শ করা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

—— —

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ;

।সন্ধুতীর—সম্রাটের শিবির।

পরপারে নুরজাহানের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর
পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত। বন্দিনীগণের সঙ্গীত।
কাল—প্রভাত।

গীত।

আঁধার ঘরে নিশার আলো নিবে গিয়েছে,
প্রভাতেরি রাঙ্গা রবি ভেসে উঠেচে।
আকাশ জুড়ে সোণার বরণ ছড়িয়ে গেল তার,
রঙ্গ-বেরঙ্গের ঢেউ খেলে যায় অঙ্গে দরিয়ার,
লতায় লতায় শিশির পড়ে, ফুল ঝরে যায় নীচে,
ঘুমের দেশের আবেশ টুকু
এখনও কচ্ছে ঘু—ঘু—
আমাদেরি ঘরের কোণে রাঙ্গা চোখে চোখে।
এমন সাধের সুখের বেলা শুইয়ে রইল কে ?
ওঠ নাকো কোকিল "কুহু" ডেকে উঠেচে।

(হঠাৎ দূরে তোপধ্বনি, শিবিরের চারিদিকে তুমুল কোলাহল)

জাহা। (নিদ্রাভঙ্গে) ওকি ! ও কিসের কোলাহল ?
শুন্‌চি না ? কে আছো !

(দ্রুত কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। জনাব, জনাব,—কারা আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে।

জাহা। কারা আক্রমণ কল্লে, মুর্খ? সম্রাটের পার্শ্ব রক্ষা কর্ত্তে য়েচো, খুব সতর্ক তো! একবারে শিবির আক্রমণ কোরে বস্‌লে, খনো, কে আক্রমণ করেছে, তার স্থিরতা নেই!

(খানখানানের প্রবেশ।)

খান। জনাব, অসংখ্য রাজপুত সৈনিক শিবির বেষ্টন করেছে। ায়ক তার মহাব্বৎ খাঁ।

জাহা। মহাব্বৎ খাঁ! মহাব্বৎ খাঁ এখানে! এ রকম ভাবে! এর র্থ কি?

খান। বোধ হয় সে বিদ্রোহ করেছে।

জাহা। অসম্ভব! মহাব্বৎ খাঁ বিদ্রোহী! অসম্ভব! আমি তা বশ্বাস করি না।

খান। জনাব, বিশ্বাস করুন আর না করুন তোপ দাগ্‌চে, এটা বাধ হয় প্রত্যক্ষ কচ্ছেন? সতর্ক হোন্। আমাদের সৈন্য সব এখনো র পারে, মাত্র দ্বিসহস্র সৈনিক সম্রাটের পার্শ্বচর স্বরূপ এ পারে আছে, মহাব্বৎ খাঁর উগ্র মূর্ত্তির দৃষ্টিতেই তারা ছারখার হয়ে যাবে!

(আসফ খাঁর প্রবেশ)

আসফ। জনাব, মহাব্বৎ খাঁ দ্বারে দণ্ডায়মান, তার পঞ্চসহস্র ভীষণ রাজপুত উন্নত বল্লম হস্তে শিবির বেষ্টন কোরে আছে, কিন্তু তারা যুদ্ধ ক'চ্ছে না। মহাব্বৎ খাঁ বল্‌চেন, সম্রাট যদি অগ্নি তার নিকটে আত্ম সমর্পণ করেন, তিনি রক্তপাত কর্ব্বেন না, তার একটী সৈনিকও অস্ত্রক্ষেপ কর্ব্বে না। কিন্তু যদি তিনি অন্যমত করেন, সিন্ধুর জলস্রোত উভয় পক্ষের তরল ানিতে রঞ্জিত হয়ে যাবে!

খান. শুনুন সম্রাট্!

জাহা। এর অর্থ আছে, নিশ্চয় এর অর্থ আছে; মহাব্বৎ খাঁ বিদ্রোহী, এ আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, নিশ্চয় এর অর্থ আছে! যাক্, আপনারা এখন কি কর্ত্তে উপদেশ দেন?

খান। আর কি? যুদ্ধ। অনুমতি করুন, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে কাফের সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ি।

আসফ। যুদ্ধ করে ফল হবে না। আমাদের সমগ্র সৈন্য ওপারে, তারা পৌছতে পৌছতেই মহাব্বৎ খাঁ শিবির অধিকার কর্ব্বে।

খান। করুক, অন্ততঃ যুদ্ধ করে মর্ত্তে তো পার্ব্বো? আপনি কি একটা বিদ্রোহীর হস্তে বিনা রক্তপাতে আত্মসমর্পণ ক'র্ত্তে চান?

জাহা। বিদ্রোহ নয় খানখানান, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এ বিদ্রোহ নয়। তার প্রতি অত্যাচারের এ একটা উৎকট প্রতিবাদ মাত্র! আমি মহাব্বৎ খাঁকে চিনি। আসফ, তুমি তাকে শান্ত কোরে স্বচ্ছন্দে এখানে নিয়ে এসো। আমি আত্মসমর্পণ ক'র্ব্ব।

খান। সে কি সম্রাট—

জাহা। কথা কয়ো না—চুপ! (আসফের প্রতি) যাও।

আসফ যাইতে উদ্যত হইলেন, সম্রাট্ পুনঃ ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন—"কিন্তু শোন। তাকে বল্‌বে যে, তার সৈন্যদের মধ্যে যেন কেউ শিবিরে প্রবেশ না করে। সে একা আস্‌বে। এতে সে সম্মত হ'য়ে আস্‌তে পারে, নিয়ে আস্‌বে, আমি আত্মসমর্পণ কর্ব্ব। না হোতে পারে, তাকে ঢুকৃতে দেবে না—লড়াই হবে!

আ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

জাহা। আমি তখনি বুঝেছিলুম, এ হতে একটা প্রলয় উঠ্‌বে। কেউ আমার কথা শুন্‌লে না! নুরজাহান, এ মহাব্বৎ খাঁ, আর কেউ

নয়! তোমার যথেচ্চাচার এইখানে খাট্‌বে না। তুমি তাকে চিন্‌তে পারো নি।

(মহাব্বৎ খাঁকে লইয়া আসফের প্রবেশ)

মহা। আদাব জাহাঁপনা, সম্রাটের জয় হোক।

জাহা। মহাব্বৎ খাঁ, এ তুমি কি করেছ?

মহা। কি করেছি, জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, সম্রাট্? প্রভু, দু'দিন পূর্ব্বে আগ্রার প্রাসাদে ডাকিয়ে যদি এ কথাটা এমনি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্ত্তেন, তবে বোধ হয়, এত বিভ্রাট ঘট্‌তো না। প্রভু, জনাব, ভৃত্যের পক্ষে আজকাল প্রভু-দর্শন-ব্যাপারটা বড় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো, তাই এ অস্বাভাবিক পন্থা অনুসরণ করেছি—গোস্তাকি মাফ্ হয়।

জাহা। মহাব্বৎ খাঁ, আমি তোমার উপর অবিচার ক'রেছি, তোমার নিকট আত্ম-সমর্পণ কল্লুম। বল, আর কি তুমি চাও। আমি তোমার উপর রাগ করিনি মহাব্বৎ খাঁ!

মহা। তা জানি জনাব! ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কি উদার ভাব, তা এ অধম অবগত আছে। কিন্তু জাহাঁপনা, এ রকম ক'রে তো রাজ্য চলে না! এক মহাব্বৎ খাঁ অত্যাচারিত হ'তো, ক্ষতি ছিল না, আমি কথাটি কইতেম না। কিন্তু এই কোটী কোটী প্রজা, যা'দের মঙ্গলামঙ্গলের ভার ঈশ্বর আপনার উপর সমর্পণ ক'রেচেন, যা'দের শুভাশুভের জন্য ন্যায়তঃ আপনি জগদীশ্বরের কাছে দায়ী, তাদের কথা একবার ভাবুন দেখি! তাদের জন্য ও আপনার নিজের জন্য বল্‌ছি, এ রাজ্যের রশ্মি আপনার নিজ হাতে নিন্, আমাদের শাসন করুন, বিচার করুন।

জাহা। আমার জন্য বল্‌ছো!

মহ। হাঁ সম্রাট্, আপনার জন্যও বলছি। সম্রাট্, ভেবে দেখুন

দেখি, এই কোটী কোটী প্রজা, কোটী কোটী ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে কে ? সে আপনি সম্রাট্, তাই বান্দা আপনার জন্যও চিন্তিত হ'য়েচে। জাহাঁপনা, একবার চক্ষু উন্মীলন করুন, চেয়ে দেখুন, কি সম্রাট কি হ'য়েচেন! রাস্তার লোকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভোরে কি ফিস্ ফিস কচ্ছে, রাজ্যের কোটী কোটী প্রজা প্রতিদিন অসংখ্য দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে কত কত অভিসম্পাৎ দিচে—কার জন্য এ পাপের বোঝা ঘাড়ে কচ্ছেন, জনাব ? কার জন্য এ সব কচ্ছেন ? একটা তুচ্ছ রূপযৌবন-সম্পন্না ললনার জন্য ? এ রূপ-যৌবন কতদিনের ? এই পাপ, এই প্রজাপুঞ্জের অভিশাপ জন্মজন্মান্তরেও আপনাকে অনুসরণ ক'র্ব্বে, রমণীর এ রূপ-যৌবন ক'র্ব্বে কি ? হায় জনাব! কি করেছেন, কি কচ্চেন!

জাহা। মহাব্বৎ খাঁ—মহাব্বৎ খাঁ, ক্ষান্ত হও, আর ও বিভীষিকার চিত্র আমার সম্মুখে অঙ্কিত করো না। মহাব্বৎ,: তুমিও শেষটা আমার কৈফিয়ৎ তলব কর্ত্তে বস্‌লে ?

মহা। সম্রাট্, আপনি প্রজার নিকট অপরাধ করেচেন, আপনি প্রজার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। তাই আপনার দীন হীন প্রজা আজ আপনারই মঙ্গলের জন্য এ কৈফিয়ৎ যাচ্ঞা কচ্ছে!—ক্ষুব্ধ হবেন না। বিভীষিকার কথা বল্‌চেন ? কিন্তু আরও বিভীষিকা আছে, শুনুন। এই রূপযৌবনসম্পন্না নারী আবার আপনারই পুত্রহন্ত্রী! এই পুত্রহন্ত্রীকে আজ আপনি স্বেচ্ছায় সব বিলিয়ে দিচ্ছেন, আর হয়ত শ্বশুর প্রেতমূর্ত্তি তাই দেখে দেখে পরলোক হতে শিউরে উঠ্‌চে!—ঘন ঘন তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কচ্ছে! সম্রাট্, ভাবুন দেখি সে কি ভয়ানক!

জাহা। মহাব্বৎ, উন্মত্ত মহাব্বৎ, তুমি এ কি বল্‌চো ? কে শ্বশুর হত্যাকারিণী ? প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি কি তোমার মত বীরের হৃদয়কেও শেষটা বিচলিত কল্লে ?

মহা। না জনাব, তা করেনি। বিশ্বাস না হয়, এ নিন্, এই পত্রগুলি পড়ুন, বুঝ্‌তে পার্ব্বেন।

মহাব্বৎ খাঁ পত্র প্রদান করিলেন, খানখানান বিচলিত হইলেন। সম্রাট্ পত্র পড়িয়া মুখ বিকৃত করিলেন, রোষকষায়িত নেত্রে খানখানানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ সত্যি, খানখানান ?"

খান। না সম্রাট্, এ মিথ্যা! জাল!

জাহা। বুঝ্‌তে পেরেছি। যখন এতে কি আছে, তা না জেনে শুনেও তুমি ব'ল্‌ছ এ মিথ্যা, তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি খানখানান, যে তুমিই মিথ্যা! উঃ! মহাব্বৎ খাঁ, তুমি আজ এক আঘাতে আমায় কোথায় উড়িয়ে নে গেলে! (মস্তক অবনত করিলেন)

খান। সম্রাট্, এ অন্যায় অভিযোগ! আমি ব'ল্‌ছি, এ জাল—

মহাব্বৎ খাঁ প্রমাণ করুন। তার সাক্ষী আছে ?

(দ্রুত খয়ের-উন্নেসার প্রবেশ)

খ। আছে বৈ কি ? তার সাক্ষী আমি! কি পিতা, আরও প্রতিবাদ ক'র্ব্বেন ? আরও ভণ্ডামি! চুপ!—আর কথাটী কইবেন না। সম্রাট্, শাহানশা, জনাব, দাসীর একটা অনুরোধ! এ গুপ্ত খবর আমিই প্রকাশ ক'রে দিয়েছি, আমিই কুমার খুরমকে এ মিথ্যা অভিযোগ হ'তে নিষ্কৃতি দিয়েছি, আমিই আপনার চক্ষু খুলে দিলুম, মোহ ঘুচিয়ে দিলুম,— বিনিময়ে একটী পুরস্কার চাই।

জাহা। বড় মোহ ঘুচিয়ে দিয়েছ, খয়ের! উঃ! বড় মোহ! বল, কি তুমি চাও, বল ?

খয়ের। আমার পিতার জীবন রক্ষা করুন।

জাহা। মহাব্বৎ!

মহা। জাঁহাপনা, আমি বিচার চাই! বিচার চাই! আমার নিজের বিচার, কুমার খস্রুর হত্যার বিচার ও কুমার খুরমের প্রতি এই অন্যায় অভিযোগের বিচার! আগে এর বিচার করুন, তারপর জাঁহাপনা যা অভিরুচি হয় ক'র্ব্বেন। সম্রাট, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজ্ঞীর বিচার হ'চ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি আমার রক্ষিত!

জাহা। বুঝেছি মহাব্বৎ, আমি তোমার বন্দী! মহাব্বৎ, এতে আমার আপত্যি নেই; তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছি, অবশ্য তার শোধ দেব! চল, কক্ষান্তরে চল, আমি বিচার ক'র্ব্ব।

খান। কি! সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আজ একটা বিদ্রোহী সেনাপতির হস্তে বন্দী! আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেক্‌চি? কি দেক্‌চো, সৈন্যগণ?—পাষণ্ডকে আক্রমণ করো।

মহা। সাবধান সৈন্যগণ, এ শত্রু-পুরীতে একা প্রবেশ ক'রেচি ব'লে, মনে ক'রো না যে তোমাদের হাতে আছি। তোমাদের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে, মহাব্বৎ খাঁর এতটুকু শক্তি আছে! বাধা দেবার চেষ্টাটুকু মাত্র ক'ল্লে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল সম্রাটের বক্ষে বিদ্ধ হবে!—বুঝে শুনে অগ্রসর হয়ো। আসুন জাঁহাপনা! (মহাব্বৎ ছোরা উদ্যত করিয়া রাখিলেন। সম্রাট্ মহাব্বৎ খাঁর অনুসরণ করিলেন।)

খান। জাঁহাপনা, অনুমতি করুন, দুর্ব্বৃত্তকে এখনই নিপাত করি।

জাহা। যাও পাষাণ্ড সব, সরে যাও! আর বীরপনা দেখাতে হবে না! আমায় মুক্ত ক'ল্লে, তোমার বিপদ সর্ব্বাগ্রে! তোমাদের মত মিত্রের চেয়ে, মহাব্বৎ খাঁর মত শত্রু আমার ঢের ভাল!—শতগুণে শ্রেয়! অগ্রসর হও মহাব্বৎ, আর ফিরে চেয়ো না, অগ্রসর হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

খয়ের। কি দেখ্‌লেন, পিতা?

খান। দূর হ' পাপিয়সী, কে তোর পিতা? তুই আমার কন্যা? আর তোর মুখদর্শনও ক'র্ত্তে চাই না।

খয়ের। আমার অপরাধ নেই পিতা, অপরাধ আপনার! ভেবে দেখুন, এখনো সতর্ক হোন্‌। আমিই আপনার জীবন রক্ষা ক'রেছি!

খান। এ জীবন আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেব!

[প্রস্থান।

ক্রোড়-অঙ্ক।

নদীর অপর তীর—নুরজাহানের শিবির।

নুরজাহান ও সৈন্যগণ।

নুর। কি, এত আস্পর্দ্ধা এই পাষণ্ডের! অতর্কিতে সম্রাটের পবিত্র দেহের উপর আক্রমণ! একি সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেক্‌চি? সৈন্যগণ, এই লক্ষাধিক সৈন্যের সম্মুখে মুষ্টিমেয় পঞ্চসহস্র সৈন্য আজ বাদসাহকে ধরে নিয়ে গেলো—এ লজ্জা রাখ্‌বার স্থান নাই! আক্রমণ কর, আক্রমণ কর, ভীষণ গর্জ্জনে আক্রমণ কর; আক্রমণের প্লাবনে এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে জাহান্নমের পথে লয়ে যাও! কি, চেয়ে রইলে যে? যাও—যাও বল্‌চি —আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'ল্লে, নুরজাহানের কোপানল হ'তে কেউ পরিত্রাণ পাবে না।

সেনাধ্যক্ষ। সাম্রাজ্ঞি, সেতুপথ অগম্য। অসংখ্য রাজপুত তা দখল ক'রে বসে আছে—মোগল-সৈন্যের পদার্পণ মাত্র তা'রা কামান দাগ্‌তে সুরু

ক'র্ব্বে।—মুহূর্ত্তে শত-সহস্র যোদ্ধা ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে! তার চেয়ে তা'দের অপেক্ষা কোরে এখানে থাক্‌লে অধিকতর জয়ের সম্ভাবনা। স্থান বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে, যারা আক্রমণ ক'র্ব্বে, তা'রাই হার্‌বে। আমরা বলি, মহাব্বৎ খাঁই এসে আমাদের আক্রমণ করুক।

নুর। ভীরু, কাপুরুষবৃন্দ, প্রাণের ভয়ে কাতর হ'চ্চ? অপেক্ষা ক'র্ব্বে?—কার জন্য অপেক্ষা ক'র্ব্বে? যদি মহাব্বৎ খাঁ এপারে আস্‌বার অনুগ্রহ না করেন! যদি তিনি সেখানে থেকেই সম্রাটকে নিয়ে ধীর গজেন্দ্র-গমনে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সার মত সরে পড়েন? তবে? কি, উত্তর দিচ্চ না যে? উঃ, মনে ক'র্ত্তেও শরীর শিউরে উঠে! পাষণ্ড এক মুহূর্ত্তে কি কাণ্ডটাই না ক'র্ত্তে পারে! যাও, যাও বল্‌চি—নতুবা—

সৈন্যাধ্যক্ষ। সাম্রাজ্ঞি, ক্ষান্ত হোন্, আমরা প্রাণ দেব! এস সৈন্যগণ, চল, জলস্রোতের ন্যায় সেতুপথের উপর দিয়ে বিপক্ষের বাধা-বিঘ্ন সব প্লাবিত কোরে যতদূর পারি নিয়ে চলি।

(নেপথ্যে) জয়, সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁর জয়!

সৈন্যগণ। জয়, দিল্লীশ্বরের জয়!

[প্রস্থান।

নুর। এই তো বীরের ন্যায় কথা! সোহানা—সোহানা—

(সোহানার প্রবেশ)

সো। মা!

নু। শেরইয়ার কোথায়?

সো। তিনি বাদসাহের শিবিরে।

নু। তবে তিনিও বন্দী! উত্তম, প্রস্তুত হও। পিতা ও পতিকে রক্ষা ক'র্‌তে চাও তো প্রস্তুত হও। তোমার কন্যা? ও কি? ও কিসের রক্তবর্ণ শিখা হঠাৎ চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌লো!

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

সেনানায়ক। সাম্রাজ্ঞি, সব ব্যর্থ! তা'রা সেতুপথ দগ্ধ ক'রেচে! ওপারে যাবার উপায় নেই!

নু। নেই! নেই কি কাপুরুষ? নদীতে কত জল?

সে। তলস্পর্শ হবে না। পদযোগে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব!

নু। ভাটা না জোয়ার?

সে। পূর্ণ জোয়ার!

নু। হোক্, সাঁতার দাও, সাঁতার দাও!

সে। সাম্রাজ্ঞি, এ যে নিশ্চিত মৃত্যু!

নু। কাপুরুষ, মৃত্যুকে যদি এতই ভয়, তবে এ জীবন-মরণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্ত্তে এয়েছিলে কেন? সোহানা, তোর কন্যাকে দে, তুইও আয়। আমার হাতী? মাহুত, সজ্জিত কর, হাতী সজ্জিত কর, আর কেউ না যায়, আমি একা যাবো। মাহুত!—

মাহুত। জননি, এ যে—

নু। চুপ কর, কথাটী ক'য়ো না! সজ্জিত কর, হাতী সজ্জিত কর এস সোহানা—

সেনানায়ক। জননি, ক্ষমা করুন। মনে ক'র্ব্বেন না, তুচ্ছ প্রাণের জন্য কাতর হ'চ্ছি। যাঁর জন্য এত সতর্কতা, তিনিই যখন নিজে বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, তখন আর আমাদের ইতস্ততঃ কি? চল, ভাই সব, প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করি চল। যুদ্ধ অনেক ক'রেচি, অনেক ক'রেচো, কিন্তু এমন যুদ্ধ আর করনি। মনে রেখো, এ যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্য নয়, এ যুদ্ধ প্রাণ দেবার জন্য, বিসর্জ্জনের জন্য! আর ভয় কিসের? ম'র্ত্তে তো একদিন হবেই, চল আজ মরি!

এতগুলি লোক এক সঙ্গে মরা—সেও তো এক আনন্দ, সেও তো এক সুখ! এমন সুযোগ আর পাবে না—এস মরি!

[সকলের বীরগর্ব্বে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নদীর অপর তীর—মহাব্বৎ খাঁর শিবির।

মহাব্বৎ খাঁ।

মহা। নুরজাহান, এতদিনে তোমার দম্ভ চূর্ণ হ'লো! লড়্তে এসেছিলে মহাব্বৎ খাঁর সঙ্গে! মহাব্বৎ খাঁ যদি এতই দুর্ব্বল, তবে তার মোগল-সেনাপতি হওয়ার সার্থকতা কি? এখন তোমার প্রাণ আমার হাতে! এ প্রাণ রাখ্বো কি বিনষ্ট ক'র্ব্ব? এই তো বাদসাহ স্বহস্তে এতে তোমার মৃত্যুর আজ্ঞা অঙ্কিত কোরে দিয়েছেন! সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের এই তো উপযুক্ত কার্য্য! রাজার কার্য্য অতি কঠোর! তাতে স্ত্রী-পুত্র বিচার নেই—আপন-পর ভেদ নেই। কে আছো?

(করিমের নানা ভঙ্গিতে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ)

করি। (অৰ্দ্ধ স্বগতঃ) বাঁ দিকে, একটু সম্মুখের দিকে টেনে, কোমরের একটুখানি উপরে—ঠিক হ'য়েছে! ঠিক হ'য়েচে! এবার আর মনে না থেকে যায় কোথা! বুকটাও একটু ফুলান চাই বটে, আর ডা'ন পা'টা একটু সাম্‌নের দিকে ঝুকিয়ে দিতে হবে!

মহা। কে আছো?

করি। হুজুর!

মহা। এই রাজাজ্ঞা নাও। পঞ্চাশজন সৈনিক নিয়ে এখুনি যেয়ে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ইহকালের লীলা সাঙ্গ কোরে দিয়ে এসো। জগৎ দেখুক, মহাব্বৎ খাঁ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধরে না! যাও।

করি। ওরে বাবা! এত বড় একটা সঙ্গীন কাজ—

(টলিতে টলিতে জাহাঙ্গীরের প্রবেশ)

জাহা। মহাব্বৎ, মহাব্বৎ—

মহা। একি! সম্রাট্! জনাব—জনাব—

(সম্রাট্ দেয়ালে ঠেস দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া অধোমুখে রহিলেন।)

মহা। সম্রাট্, জাঁহাপনা, প্রভু, দুনিয়ার মালীক, বান্দার নিকটে একি শোকাভিনয়? একি হৃদয় বিদারক দৃশ্য?

জাহা। মহাব্বৎ, আমার সর্ব্বস্ব নাও, একটী মাত্র ক্ষুদ্র ভিক্ষা দাও!

মহা। ভিক্ষা! না সম্রাট্, ভিক্ষা নয়, আদেশ, আদেশ বলুন। প্রভু, এই আপনার উচ্চ আসন রয়েচে, একবার ওখানে বোসে আবার সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মত এ ভৃত্যকে আর একবার অনুমতি করুন দেখি, গোলাম প্রাণ দিয়ে তা পালন ক'রে কিনা?

জাহা। মহাব্বৎ, এ উন্মত্ত নারীকে ক্ষমা কর। সে নারী—নারী—তোমার ক্রোধের উপযুক্তা পাত্রী নয়! আমার সর্ব্বস্বের বদলে নুরজাহানকে আমায় ফিরিয়ে দাও!

(মহাব্বৎ খাঁ নীরব রহিলেন।)

জাহা। কি মহাব্বৎ, কি ভাব্‌চো? এখনো ভাব্‌চো? তোমার একটী বাক্যের জন্য হিন্দুস্থানের সম্রাট্ আজি তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! উৎকণ্ঠিত, চিন্তাক্লিষ্ট বদনে স্তব্ধ নয়নে চেয়ে আছে! উত্তর দাও,

বলো। মহাব্বৎ, আমার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হ’চ্চ? অস্থিরচিত্ত ব’লে ক্ষুব্ধ হ’চ্চ! ভাবুচো, এক মুহূর্ত্তে এত পরিবর্ত্তন! মহাব্বৎ, যদি জান্‌তে কি সে কঠিন বন্ধন!—কি সে প্রেম!—কি সে উন্মাদনা! যদি জান্‌তে, কি এক করুণা-উচ্ছ্বসিত উন্মত্তের বেশ নিয়ে সে আজ আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত পার্শ্ব পরিত্যাগ ক’রে গেচে! কি এক অশ্রুপ্লাবিত স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নিয়ে সে আজ তার জল্লাদ স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ ক’রেচে! যদি জান্‌তে—উঃ! সেই নুরজাহান! সেই চিরবাঞ্ছিত, চিরাকাঙ্ক্ষিত নুরজাহান! মহাব্বৎ, আগে বুঝ্‌তে পারিনি, এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, নুরজাহান আমার কে! মহাব্বৎ!—

মহা। সম্রাট্, সম্রাট্, ক্ষান্ত হোন্—আর নয়! কে আছো?

(প্রহরীর প্রবেশ)

রাজ্ঞীকে মুক্ত ক’রে দাও, তাম্বু ভাঙ্গো! কাবুলের পথে সম্রাটের পৃষ্ঠ রক্ষা কর। (করিমের হস্ত হইতে হুকুম-পত্র লইয়া) জাঁহাপনা, এই নিন্, আপনার স্বহস্তরচিত দণ্ডাজ্ঞা-পত্র অগ্নিতে দগ্ধ ক’রে সিন্ধুর খরস্রোতে ভস্মরাশি ভাসিয়ে দিন্! আর কেউ রাজ্ঞীর নখাগ্রও স্পর্শ ক’র্ত্তে পার্ব্বে না! [দণ্ডাজ্ঞা-পত্র প্রদান ও প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গোলকুণ্ডা—খুরমের প্রাসাদ।

খুরম্, তাজমহল ও খয়ের।

খুরম। আমি তখনি ব’লেছিলেম মমতাজ, মহাব্বৎকে হাত ক’র্ত্তে পার্ব্বে না।

তাজ। কিন্তু এ ব্যক্তিকে আমাদের চাই! যে কোন উপায়ে হ'ক্ তাকে আমাদের হাত ক'র্ত্তেই হবে!

খুরম। এ সে পাত্রই নয়! নিজে যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই প্রাণ দে ক'র্ব্বে, কেউ তাকে জোর ক'রে কিছু করাতে পার্ব্বে না। ভাল, সে এখন কোথায় আছে, কিছু সংবাদ পেলে?

খয়ের। তা কেউ ব'ল্‌তে পারে না, কুমার! কেউ বল্‌চে, মক্কার দিকে গিয়েছে, কেউ ব'ল্‌ছে, বঙ্গদেশে আছে, কেউ ব'ল্‌ছে দাক্ষিণাত্যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুই ঠিক খবর পাওয়া যাচ্চে না।

খুরম। আশ্চর্য্য পুরুষ এই মহাব্বৎ! রাজ্যটা হাতের মধ্যে পেয়েও কেমন লোষ্ট্রখণ্ডবৎ দূরে নিক্ষেপ কোরে চলে গেলো!

(আসফ খাঁর প্রবেশ)

আসফ। মমতাজ, ভাল আছিস্? খয়ের-উন্নেসা বেগম, ভাল আছো মা?

তাজ। একি! পিতা—পিতা যে!

খয়ের। পিতা!

খুরম। মন্ত্রিবর, আপনি এখানে!

আসফ। খুরম! আমি তোমাকে গুরুতর সংবাদ দিতে এসেচি। কুমার পরভেজের মৃত্যু হ'য়েচে, সম্রাট্ লাহোরে বিশেষ পীড়িত! তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন, কোনও উপকার না পেয়ে ফিরে এসেচেন। বোধ হয়, এ যাত্রা আর উঠ্‌বেন না!

খুরম। সে কি? অ্যাঁ! পরভেজ মৃত, সম্রাট্ মৃত্যু-শয্যায়!

আসফ। অস্থির হ'য়ো না—এখন অস্থির হবার সময় নয়। তোমার এখন এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত! এখন ন্যায্যভাবে এ রাজ্যের

মালীক তুমি, কিন্তু এ সিংহাসন বিনা রক্তপাতে দখল হবে না! রাজ্ঞী সম্রাটের মৃত্যু-শয্যায় তাঁকে দিয়ে শেরইয়ারের জন্য সিংহাসন লিখিয়ে নিতে চেষ্টা ক'র্ব্বে!

খুরম। তাইতো! এ বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

আসফ। তোমাকে এ অবস্থায় বাহুবলে রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন, ভারতে এখন তেমন ব্যক্তি একজন মাত্র আছেন। সে মহাব্বৎ খাঁ! কিন্তু তিনি এখন নিরুদ্দেশ। শুনেচি, আমেদনগরের কোনও পল্লীতে ছদ্মবেশে তিনি এখন বাস ক'চ্ছেন। যদি রাজ্য চাও, তাঁকে হাত ক'র্ত্তে চেষ্টা কর।

খুরম। মন্ত্রিবর, সে চেষ্টার ক্রটী হয় নি; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত!

আসফ। তার কারণ?

খুরম। তিনি রাজ্যের উপর আমার অধিকার স্বীকার কর্ত্তে চান্ না।

আসফ। এখন ক'র্ব্বেন। আমি তাঁকে চিনি, তখন পরভেজ ছিলো, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান, তাই তিনি তা অনুমোদন ক'র্ত্তে পারেন নি, কিন্তু এখন ন্যায়তঃ তুমি এ রাজ্যের ভবিষ্য-মালীক, এখন তিনি তোমার পক্ষ অবলম্বন ক'র্ত্তে দ্বিধা বোধ ক'র্ব্বেন না। চেষ্টা কর, যে ক'রে হ'ক্, এই লুণ্ঠিত রত্ন সংগ্রহ ক'র্ত্তেই হবে—তাঁকে ছাড়া কার্য্য-সিদ্ধি হবে না। বুঝ্‌লে?

খুরম। তাই হবে, আবার চেষ্টা ক'র্ব্ব—দেখা যাক্।

তাজ। ভগ্নি, আবার বোধ হয় আমাদের ছুট্‌তে হবে!

খয়ের। আমি প্রস্তুত আছি। পিতা, অনেক দূর হ'তে এয়েচেন—আগে বিশ্রাম করুন। তারপর—

আসফ। তারপর নেই মা, বিশ্রামও নেই মা! আমায় এখুনি ফির্ত্তে

হবে। আতি জরুরী কাজ, বিশেষ গোপনীয়,—তাই নিজেই এ সংবাদ দিতে গোপনে এসেচি, আবার গোপনেই এখন ফির্ত্তে হবে—কেউ টের না পায়! আমি চল্লেম—

তাজ। সে কি?

খুরম। একটু জলযোগ—

আসফ। কিছু না, এজন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। সময় আসুক, সব হবে!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

আমেদনগর—মোসাফিরখানা।

মোসাফিরগণ—১ম, ২য় ও ৩য় মোসাফির একদিকে, ৪র্থ ও ৫ম মোসাফির অন্যদিকে বসিয়া কাফি খাইতেছিলেন।

১ম মোসা। কেয়াবাৎ! ফূর্ত্তি করো মিঞা, ফূর্ত্তি কর। এত দিনে দুষমন দূর হ'লো। সে মহাব্বৎ খাঁও নেই, আর সে আমেদনগরের দুষমনও নেই—খুব ফূর্ত্তি কর।

২য়। লোকটা গিয়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের বিস্তর ক্ষতি হ'য়েচে।

৩য়। ক্ষতি হ'য়েচে কি, একটা পায়া খসে গেছে বলো! বাদ্‌সা কি মূর্খ, এমন লোকটাকে কিনা দিলে তাড়িয়ে!

২য়। তাড়িয়ে দিলে! সে স্ব-ইচ্ছায় গেল—বলো।

৩য়। ওহে, হ্যাঁ! হ্যাঁ! স্ব-ইচ্ছায় অমন সকলেই যায়, স্ব-ইচ্ছায়ই গিয়েছে বটে! অমন ঢের দেকেচি! আসল কথা ঐ তাড়িয়ে দিলে! কলঙ্কের ভয়ে রটান হ'চ্চে কিনা নিজ খোসে চলে গেচেন!

১ম। কলঙ্কের ভয়ে! কার কলঙ্কের ভয়ে মিঞা?

৩য়। উভয়েরই! সম্রাট্ ভাব্চেন, এমন কর্ম্মচারীটাকে বিনাদোষে দিলুম জবাব—লোকে কি বল্বে? মহাব্বৎ খাঁ ভাব্লে বিনাদোষে হলুম বরখাস্ত—লোকে কি ভাব্বে! ফলে উভয় পক্ষই এক কথায়। জান্বে কে?

২য়। ভারি তো মুন্সীয়ানা ঝাড়্ছো? আমি দিল্লীতে বিস্তর লোকের মুখে শুনে এলুম নিজ ইচ্ছায় গিয়েচে, তুমি বল্চো—

৩য়। কোথাকার ব্যাকুব হে তুমি! তুমি দিল্লীতে শুনে এলে, আর আমি যে নিজে মহাব্বৎ খাঁর আপন মুখে শুনে এলুম—সেটা কি? ওঃ! তা বুঝি জান না, মহাব্বৎ খাঁতে আর আমাতে যে আগে দোস্তি ছিল!

(৪র্থ ও ৫ম মোসাফির বিস্মিত ভাবে তৃতীয়ের দিকে চাহিলেন।)

১ম। বলো কি, বলো কি, তাই নাকি? তাই নাকি?

২য়। বল কি, সত্যি নাকি?

(চতুর্থ উঠিয়া তৃতীয়ের নিকটে আসিলেন।)

৪র্থ। তোমার সহিত দোস্তি ছিলো?

৩য়। ছিলো না? খুব দোস্তি! এক সঙ্গে খেতুম, এক সঙ্গে চল্তুম, এক সঙ্গে গান গাইতুম—

২য়। তুমি আবার গান গাইতে জানো নাকি?

৩য়। জানি না? তুমি আমার গান শোননি বুঝি? আ-হা-হা-হা কি গানই গাইতুম! শুন্তে, তবে বুঝ্তে!

১ম। একটু গাওনা শুনি।

৩য়। আরে ছিঃ ছিঃ, এখানে কি গান হয়! দস্তর মত আসর চাই, তেমন সমজ্দার চাই, উপযুক্ত যন্ত্র চাই, বীণা, সেতার, এস্রাজ, মতিহার, সারেঙ্গা, রেরেঙ্গা, গারেঙ্গা, মারেঙ্গা—

২য়। এ সব আবার কি মিঞা?

৩য়। বল্‌ছিলাম কিঁ? বুঝ্‌বে না!—ও বিদ্যেটা জানা না থাক্‌লে বুঝ্‌বে না। এই সা রে গা মা পা ধা আছে কি না? তার সা'র থেকে হ'য়েচে সারেঙ্গা, রে'র থেকে হ'য়েচে রেরেঙ্গা, আর গা'র থেকে বেরিয়েচে গারেঙ্গা—ইত্যাদি ইত্যাদি--বুঝ্‌তে পাল্লে?

১ম। ওঃ! এত বিদ্যে তোমার! আর আমরা এ পর্য্যন্ত খবরটী পর্য্যন্ত পাইনি! একটা গান দূরে থাক্ একটু "কুন্‌কুনি টুন্‌টুনিও" তো শুনেচি ব'লে মনে হয় না!—ছিঃ, দোস্ত!

৩য়। শোনাব, শোনাব, একদিন শোনাব, ভেবো না ভাই সব, একদিন শোনাব। এই মহাব্বৎ খাঁতে আর আমাতে ছিলেম এক ওস্তাদের শিষ্য। কার জানো? সেই তানসেনের! বেড়ে ওস্তাদ! নয়? তা ওস্তাদ্‌জী মহাব্বৎ খাঁর চাইতেও আমায় বেশী ভাল বস্‌তো!

৪র্থ। বাস্‌তো নাকি? তারপর?

৩য়। তারপর আর কি? তারপর সে দিন আবার বহু বৎসর পরে সেই মহাব্বৎ খাঁর সঙ্গে দেখা! চেহারাখানা অনেক বদ্‌লে গেচে! দেখেই এসে জড়িয়ে ধল্লো, আর দোস্ত দোস্ত ব'লে চীৎকার!

৪র্থ। ওঃ! তা হ'লে খুব জমকাল রকমের দোস্তি! জড়িয়ে ধল্লো!

৩য়। ধল্লো না? তার ইয়া মাফিক লম্বা লম্বা দাড়ি আমার বক্ষ ঘেঁসে গেল, আর বড় বড় দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার চুলগুলি পর্য্যন্ত উড়্‌তে লাগ্‌লো!

৪র্থ। চামচিকের মত বুঝি? ও বাবা! ইয়া মাফিক দাড়ি! দাড়ি-গুলি দিয়ে মহাব্বৎ খাঁ তলোয়ার সাফ কর্ত্তো বুঝি? যুদ্ধের সময়ে!

২য়। মহাব্বৎ খাঁ কি ব'ল্লে?

৩য়। ব'ল্‌বে আর কি? অনেক দিন পরে দেখা, স্পর্শ ক'রেই কেঁদে

ফেল্লে! আর মনের কথা হাউ মাউ কোরে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো! দেখে আমারও চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

৪র্থ। টপাস্ টপাস্ কোরে পড়্‌তে লাগ্‌লো বুঝি? মহাব্বৎ খাঁর লম্বা লম্বা দাড়িগুলিও তাতে ভিজে গেলো!

৩য়। ভিজ্‌লো না? তুমি ঠিক ধরেছ? তার পর তার কাহিনী ব'ল্লে! ব'ল্লে যে, সম্রাট্ একদিন চুপে চুপে ডেকে নে, তাকে কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ মাইনে চুকিয়ে বিদায় কোরে দিলেন!

৪র্থ। ব্যস, মহাব্বৎ খাঁও অম্নি দরিয়ায় ভেসে চলে গেলো! না?

(সকলের হাস্য)

২য়। তারপর, তারপর! তারপর কি হ'লো?

৩য়। তারপর আর কি? দুই বন্ধুতে পৃথক্! মহাব্বৎ খাঁর হিমালয়ের দিকে প্রস্থান!—আমার আমেদনগর পানে প্রত্যাবর্ত্তন! কি বল হে ৫ম? (৫ম মোসাফিরের প্রতি) তুমি একবারে চুপ কোরে রয়েছো যে? মহাব্বৎ খাঁকে সত্যি সত্যি বরখাস্ত কোরে দিয়েছিলো কিনা?

৫ম। দিয়েছিলো বৈকি? তুমি জেনে এলে, আর বরখাস্ত কোরে দিয়েছিল না?

৩য়। দেখ দেখ, যে বুঝ্‌বে দেখ! পরদেশী কিনা, এ নচ্ছার দেশের উজবক্ লোক তো নয়! ঠিক ধরেছে! এখন কি বল হে তুমি হামিদ্ মিঞা, (২য়ের প্রতি) কথাটা সত্যি কিনা? মুন্সীয়ানা হ'লো কিনা!

৪র্থ। আচ্ছা মিঞা, মহাব্বৎ খাঁর অনেক কথাতো ব'ল্লে, চক্ষেও দেখে এসেচো বটে, কিন্তু কৈ, তার ভৃত্য করিমের কথা তো কিছু ব'ল্লে না?

৩য়। আরে তোবা! তোবা! তার কথা কি আবার বলতে আছে

নাকি? সে যে একটা বদ্ধ জানোয়ার! তার কথা আবার কি বল্‌বো? সেটা অম্নি বুঝে নিতে হয়, অম্নি বুঝে নিতে হয়!

১ম। অম্নি বুঝে নিতে হয় কি?—যে মহাব্বৎ খাঁর একটী জানোয়ার ছিল?

৩য়। তাই, তাই, তাই!

৪র্থ। করিম একটা জানোয়ার?

৩য়। জানোয়ার ব'লে জানোয়ার! না জানে একটা কথা ব'ল্‌তে, না জানে চল্‌তে! যায় যায় হোঁচট্ খেয়ে পড়ে, পড়ে পড়ে উঠে' দৌড়ায়! বর্ণটী কাল মসী! দাঁতগুলি মূলোর মত! কাণ গুলি কুলো!—তোবা—তোবা—

৪র্থ। তবেরে বেল্লিক পাজি, আমার চেহারা এমন? রসো মজা দেখাচ্চি! (৫মের প্রতি) হুজুর, দাও তো দেখি তলোয়ার খানা!—দেখি একবার ব্যাটাকে—

৫ম। কি কর, কি কর—চুপ!

৪র্থ। আর চুপ! আমার চেহারা এমন? হুজুর, তুমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, আর কিনা ব'ল্‌চে, আমার চেহারা এমন! পাজি, বেল্লিক, নচ্ছার, জোচ্চোর—ব্যাটা—

৩য়। কে হে তুমি বেয়াদব, গালাগালি দিচ্ছ যে? ভারি অসভ্য তো!

৪র্থ। আমায় চেন না? বড় যে দোস্ত দোস্ত কচ্ছিলে, দেখ দেখি কেমন দোস্ত ঐ। ইয়া মাফিক দাড়ি—না? হাউ মাউ কোরে কেঁদে আকুল—না? আর তাঁর ভৃত্যের (নিজকে দেখাইয়া) রূপটা যে বড় থু থু কর্চ্ছিলে, দেখ দেখি একবার! মূলোর মত দাঁত—না? কুলোর মত কান—না? সেনাপতি, দিন্ না তলোয়ার খানা, দেই আপনার দোস্তদের একবার নাক-কানটী কেটে! বলি পালাও কেন? দাঁড়াও না! ও মনিবের দোস্ত!

৩য়। মহাব্বৎ খাঁ! অ্যাঁ—মহাব্বৎ খাঁ! অ্যাঁ! সত্যি মহাব্বৎ খাঁ এইখানে! [প্রস্থান।

২য়। ও মিঞা, যাও কেন, যাও কেন, দাঁড়াও না! দোস্তর সঙ্গে এত খাতির!—একটু প্রেম কোরে যাও না! ও মিঞা— [প্রস্থান।

১ম। ভারি মজাতো! সত্যি মহাব্বৎ খাঁ! আমেদনগরে! না, এ সংবাদটা কোতোয়ালের নিকট দিতে হ'লো! ব্যাটা ভারি ছদ্ম বেশ নিয়ে এসেচে যে! [প্রস্থান।

(পুরুষবেশে তাজমহল ও খয়ের-উন্নেসার প্রবেশ)

তাজ। মহাব্বৎ খাঁ, চিন্‌তে পারো!

৫ম মো বা মহাব্বৎ খাঁ। একি! মমতাজ বেগম! খয়ের-উন্নেসা বেগম! এখানে—এ বেশে!

তাজ। তোমারি উদ্দেশ্যে, মহাব্বৎ!

মহাব্বৎ। আমারি উদ্দেশ্যে? এর অর্থ কি? না চলুন, এভাবে এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমেদনগরী আমার শত্রু; ধরা পড়েছি, হয়ত এখনি বিভ্রাট ঘটাবে! চলুন, আবার অন্য বেশ নিতে হবে এখন।

তাজ। সেনাপতি, তুমি গোয়েন্দার কাজ কল্লেও পাত্তে!

মহা। কেন বেগম সাহেবা?

তাজ। তোমার চেহারা বদ্‌লাবার বেশ বাহদুরী আছে! তুমি যখন প্রথম এখানে ঢুকো, আমরা দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, কিন্তু চিন্‌তে পারিনি। বোধ হয়, এ বিভ্রাট না ঘট্‌লে আর চেনা হ'তো না!

মহা। সকলি পেটের দায়ে ক'র্ত্তে হয়, বেগম সাহেবা!

তাজ। পেটের দায়ে? মহাব্বৎ খাঁ পেটের দায়ে! আচ্ছা এস—নিরাপদ স্থানে পৌঁছে শোনা যাবে এখন। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মেবার—খুরমের প্রাসাদ।

খয়েরউন্নেসা।

খ। না, আর কেন? আমার দিন ফুরিয়ে আস্‌চে! এইবার আমাকে তল্পি-তল্পা গুছাতে হবে! দিব্য চক্ষে দেক্‌চি, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে বল্‌চে,—খয়ের, আর কেন, সরে পড়, তোমার অভিনয় তো শেষ হ'ল, আর তোমার এখানে থেকে দরকার কি? মহাব্বৎ খাঁ ফিরেছে, সম্রাটের জীবন-প্রদীপও 'নিবু নিবু' হ'য়ে আস্‌চে, আর তো কুমারের জন্য ভাব্‌তে হবে না! এইবার তোমার ছুটী! ছুটী?—না নির্ব্বাসন! ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি ভাবচি! স্বার্থপর মন, থেকে থেকে আবার কেন তুই এত অবাধ্য হচ্চিস্‌। এত শাসন, এত পীড়ন, তবু চুপি চুপি সুখের অন্বেষণ করিস? ধর্ম্ম মানিস্‌ না, কর্ম্ম মানিস্‌ না, নিবৃত্তির মর্য্যাদা বুঝিস্‌ না, এই তোর গর্ব্ব? না, তোকে আমি দমিত কর্ব্বো, পুনঃ অবাধ্য হ'লে সহস্র কষাঘাত কোরে—

(খুরমের প্রবেশ)

খু। তাজমহল! তাজমহল!—কৈ? খয়ের, মমতাজকে দেখেচ?

খয়েরউন্নেসা একদৃষ্টে কতক্ষণ খুরমের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

খু। কি ভাব্ছো খয়ের? তোমার বিষণ্ণ নয়ন, কাতর বদন, চিন্তা-ক্লিষ্ট মন,—কি হয়েচে?

খ। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) কিছু না। কুমার কি আমায় কিছু প্রশ্ন করেছিলেন? আমি শুনিনি—গোস্তাকী মাপ হয়!

খু। খয়ের, সংবাদ শুনেচ? পিতা দেহত্যাগ করেছেন!

খ। অ্যাঁ—বলেন কি? সম্রাট্—

খু। এই মাত্র দূত শ্বশুর মহাশয়ের পত্র নিয়ে এসেচে; তাতে আরো সব বিভ্রাটের কথা আছে! মমতাজ কোথা? বিশেষ পরামর্শের দরকার! তাকে দেখেচ?

খ। এই মাত্র এখানে ছিলেন, কোথায় গেলেন? খুঁজে নিয়ে আসি—

খু। না থাক্—আমিই যাচ্ছি। তুমি এখানেই থেকো। [প্রস্থান।

খ। যাক্! শেষ বন্ধনও ছিন্ন হ'লো! বিহঙ্গম, আর কেন? খাচা ভাঙ্গো—আর তোমার এ সংসারে কোন প্রয়োজন নেই,—তোমার তলব এসেচে! একটা কর্ম্মের স্রোতে এ পর্য্যন্ত নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে ব'সে ছিলে, এখন সে স্রোতে ভাটা!—আর তোমার কোন অবলম্বন নেই—পালাও, পালাও! উঃ! এ মধুর কান্তি, এ যে কন্দর্পের লীলাভূমি! খয়ের-উন্নেসা, আমি তোমার উপর অবিচার করেছি! এ প্রলোভন ত্যাগ দেবতার অসাধ্য,—মনুষ্য কোন্ ছার!—তুমি কোন্ তুচ্ছাতিতুচ্ছ নারী?—পালাও, পালাও! বেঁচে থাক্তে তুমি এ লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পার্ব্বে না—পালাও!

(খুরম ও তাজমহলের প্রবেশ)

খু। তোমার পিতা লিখেচেন, সিংহাসনের জন্য এখন তিনপক্ষ লড়াই

করবে। এক পক্ষ আমরা, দ্বিতীয়, রাজ্ঞী নুরজাহান—শেরইয়ারের জন্য! তৃতীয়, বুলাকী,—খস্রুর পুত্র।

তা। বুলাকী! সেই ক্ষুদ্র শিশু!

খু। হাঁ, আশ্চর্য্য হচ্চ যে? জান মমতাজ, এই তিন পক্ষের মধ্যে এখন কোন্ পক্ষ অধিক প্রবল? এই ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষ! সমস্ত মোগল-বাহিনী তাকে সিংহাসনে বরণ কর্ত্তে চাচ্ছে! আমাদের কথা কেউ বল্‌ছে না!

তা। বলো কি? তবে রাজ্ঞীর ভরসা?

খু। তাঁর ভরসা একরূপ নেই বল্লেই হয়! তিনি রঙ্গমহালের রক্ষী-বর্গ ও খোঁজাদের উপর নির্ভর ক'রেই এ অন্তর্সমরে নেবেছেন! তার ভরসা বর্ত্তমানের উপর নয় মমতাজ, তার ভরসা ভবিষ্যতের উপর!—ভবিষ্যতে যদি ভাগ্যচক্রবশে কখনও কোনওরূপে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তার উপর!

তা। উন্মত্ত রমণী! তিনি কোন্ অধিকারে এমন ভরসা ক'র্ত্তে সাহসী হ'চ্চেন, সেটাই আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

খু। তিনি বল্‌ছেন, সম্রাট মৃত্যুকালে শেরইয়ারকেই রাজ্য প্রদান ক'রে গেচেন। তাঁর বিশ্বাস, সেই কথা শুন্‌লে অনেকেই তাঁর পক্ষে পুনঃ যোগ দেবে।

তা। রাজ্ঞী অন্যায় বিশ্বাস করেন নি! মোগল সৈন্য সে কথা বিশ্বাস ক'ল্লে তা ক'র্ত্তে পারে! তা'দের বর্ত্তমান মনোভাব কি, জান্তে পেরেছো স্বামিন্?

খু। বল্লুম তো, বর্ত্তমানে তারা বুলাকীর পক্ষ নিয়েছে--বোধ হয় তাকেই সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা কর্চ্ছে।

তা। এর কারণ?

খু। এর কারণ, তা'দের বিশ্বাস, এ রাজ্য আকবর সা বাস্তবিক খস্রুকেই দিয়ে গিয়েছিলেন, পিতা তা বলে দখল করেছেন মাত্র। এখন তাঁর মৃত্যুর পর এ রাজ্য পুনঃ খস্রুর বংশধরের হাতে যাওয়াই উচিত।

তা। ওঃ! আচ্ছা বেশ, তা হ'লে তারা এতদিন শব্দ করেনি কেন? তারা ইচ্ছে কল্লে তো জাহাঙ্গীরকে জীবিতাবস্থায়ই বেদখল দিয়ে খস্রুকে সিংহাসনে বসাতে পার্ত্তো!

খু। এতদিন তারা একথা বুঝ্‌তে পারেনি, কেউ তাদের সেকথা বোঝায়নি—বরং সকলে বিপরীতই বোঝাবার চেষ্টা করেছে। এখন খান-খানান তাদের এইরূপ বুঝিয়েছে!

তা। খানখানান! তিনি কি তবে বুলাকীর পক্ষে?

খু। তোমার পিতা তাই লিখেচেন বটে।

তা। রাজ্ঞীর বিপক্ষে!

খু। কাজেই।

তা। এ আশ্চর্য্য! তার এ পক্ষ ত্যাগের কারণ?

খু। খানখানান চতুর! তিনি বুঝ্‌লেন, রাজ্ঞী এ সংগ্রামে জয়লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা—তাই স'রে পড়্‌লেন! আমি ও বুলাকী উভয়েই তার শত্রু বটে, কিন্তু তিনি বুঝ্‌লেন, বুলাকীকে হাত ক'র্ত্তে তার যত বেগ পেতে হবে, আমাকে হাত ক'র্ত্তে তার চেয়ে অনেক বেশী সহ্য কর্ত্তে হবে! তাই তিনি আমাকে বরণ না ক'রে তাকেই কল্লেন!

তা। ক্ষতি নাই! কুমার, লাফিয়ে পড়ো, এই বেলা জীবন-মরণ তুচ্ছ কোরে আপনার শতসহস্র রাজপুত সৈন্য নিয়ে এই দুরাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর ও অস্থিরচিত্ত সেনাপতির সমস্ত তেজোগর্ব্বের উপর সবেগে লাফিয়ে পড়! তার পর এই দুর্দ্দমনীয় সৈন্যের চাপে তা'দের ও তা'দের সমস্ত স্পর্দ্ধা ও গর্ব্বটাকে চূর্ণীকৃত কোরে দিয়ে একটা প্রলয়কালীন ঘূর্ণীবায়ুর

ত দ্রুত বেগে চলে যাও—কেউ আটকাতে পার্ব্বে না! কুমার, কিসের ভয়? কিসের দ্বিধা? ভেবে দেখ, মহাব্বৎ খাঁ আজ তোমারই, রাণা জগৎসিংহও তোমারই জন্য প্রাণ দিতে তাঁর সমগ্র মেবার-শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বোসে আছেন,—ভয় কি? অগ্রসর হও! এ সিংহাসন তোমারই—আর কারো নয়।—কি, মাথা নাড়্‌চো যে?

খু। তাজমহল, কার্য্যটী যতটা সহজ মনে কচ্ছো, বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। দিল্লী ও আগ্রার সমস্ত মোগলবাহিনী এখন বুলাকীর। আমি যদি আমার রাজপুত সৈন্য নিয়ে এখন তাদের আক্রমণ করি, তবে সে সঙ্ঘর্ষ বড় সহজ হ'বে না। মহাব্বৎ খাঁ আমাদের মধ্যে এখন নবীন সেনাপতি মাত্র! পরিণাম অনিশ্চিত!

তা। কিন্তু এ যে মহাব্বৎ খাঁ, কুমার!

খু। তাও মানি। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ! এখনো রাজপুত সৈন্যগণ একদিনের তরেও মহাব্বৎ খাঁর অধীনে লড়েনি। তারা তাঁর যুদ্ধের অদ্ভূত নিয়ম-প্রণালী কিছুই জানে না। যদি দৈবাৎ পদস্খলন হয়, আর উঠ্‌তে পার্‌বে না!—মনে রেখো, এ আমাদের শেষ যুদ্ধ!

খ। কুমার, আমি একটা কথা বল্‌তে পারি কি? যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার বোধ হ'চ্চে, আমাদের সময় নিতে হবে। এক কাজ করুন, কতকদিন চুপ কোরে বোসে থাকুন—রাজ্যের নামটীও কর্ব্বেন না! ইতি মধ্যে যা হবার হক্‌। বুলাকী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ কর্ব্বে নিশ্চয়, রাজ্ঞী নুরজাহানও তাতে বাধা দিতে চাইবে,—এই দুই দলেই প্রথম সংঘর্ষটা হ'য়ে যাক্‌। তাতে উভয় পক্ষই বলহীন হবে! যে জিত্‌বে, সেও আর ভাল কোরে উঠে দাঁড়াতে পার্ব্বেনা! আমরা সেই সুযোগে এই জয়ী দলকে আক্রমণ কর্ব্ব। মহাব্বৎ খাঁও ইতিমধ্যে অবিশ্যি তাঁর রাজপুত সৈন্যগণকে বেশ গড়ে তুল্‌তে পার্ব্বেন। তখন শ্রান্ত

ক্লান্ত মোগল বাহিনীকে পরাস্ত ক'র্ত্তে আমাদের আর কোন বেগই পেতে হবে না।

খু। খয়ের, তোমার মধ্যে একটা দক্ষ সৈনিকের ও রাজনীতিজ্ঞের মেধা আছে! আসফ খানও অবিকল এই উপদেশটাই দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বুলাকী সিংহাসন অধিকার কল্লে অবিলম্বেই তার দূত আমার নিকট বশ্যতা-স্বীকার প্রার্থনা ক'র্ত্তে আস্‌বে। তখন আমাদের তাই স্বীকার ক'র্ত্তে হবে!—কিছুতেই বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া হবে না! তার পর রাজ্ঞীতে ও তাতে বল-পরীক্ষা হ'য়ে গেলে পর—আমাদের সমরে অবতরণ! মহাব্বৎ খাঁও অবিশ্যি ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যদলটাকে বেশ প্রস্তুত কোরে তুল্‌তে পার্ব্বেন!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। খোদাবন্দ্, সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁ ও রাণা দ্বারে উপস্থিত।

খু। তাঁদের সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে এস। যাও তাজমহল, যাও খয়ের, আমি মন্ত্রিবরের উপদেশানুরূপই কার্য্য কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্ব।

[তাজমহল ও খয়েরের প্রস্থান।

মহাব্বৎ খাঁ ও রাণা জগৎসিংহ সৈন্যগণসহ প্রবিষ্ট হইলেন।

রাণা। কুমার, এইবার আপনি নিশ্চিন্ত!

খু। আসুন রাণা, আসুন সেনাপতি, আমি আপনাদের কথাই ভাব্‌ছিলাম।

রাণা। কুমার, আর আপনাকে 'কুমার' ব'লে সম্বোধন ক'র্ব্বনা। এখন আপনি সম্রাট্!

খু। মন্ত্রিবরের চিঠি দেখেছেন, রাণা?

রাণা। না, সম্রাট্ চিঠি দেখিনি। তবে দূতের মুখে মোটামুটী খবর জান্তে পেরেছি বটে।

খু। তবে এত মুক্ত কণ্ঠে এ কথা বল্‌বেন না! এই দেখুন, কি লিখেছেন! (পত্র প্রদান)

রাণা। (পত্র পড়িয়া) আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কুমার, আমরা প্রাণ দিয়ে আপনার পৃষ্ঠপোষণ ক'র্ব্ব। তবে আপাততঃ তিনি যা লিখেছেন, তা পালন করা মন্দ নয়। তাতে আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতির কথা নেই। এই অবসরে আমরা মেবারের সমস্ত অধিবাসিগণকে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী কর্ত্তে পার্ব্বো—আর এই মেবাররাজ্যে সম্রাট খুরমের অভিষেক ক্রিয়াও সম্পন্ন ক'র্ব্ব—কি বল মহাব্বৎ?

মহা। আমারও তাই মত। শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল!

রাণা। সম্রাট ভারতেশ্বরের অভিষেক-ক্রিয়া প্রথম মেবারে সম্পন্ন হবে, এজন্য মেবারবাসী গর্ব্ব অনুভব ক'র্‌ছে!

খু। রাণা, মেবারের এ সহৃদয়তা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না! আসুন আলিঙ্গন করি।—এই উষ্ণীষ আপনার!

(উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন।)

রাণা। জয় ভারতেশ্বরের জয়!

সকলে। জয় ভারতেশ্বরের জয়।

রাণা। সম্রাট্‌, মেবারের গৌরবময় রাজমুকুট সহজে কেউ স্পর্শ কর্ত্তে পারে না!—সেই মুকুট আমি নিঃসঙ্কোচে আজ, আমার অকৃত্রিম বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার মস্তকে স্থাপিত কল্লেম!

সকলে। জয় ভারতেশ্বর খুরমের জয়।

রাণা। না, আর ইনি খুরম নন্‌—সৈন্যগণ, আজ হ'তে ইনি সম্রাট্‌ সাজাহান হলেন। সম্রাট্‌, যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে এই নামেই আপনি আজ ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করুন! সম্রাট্‌ সাজাহান,

আসুন মেবারবাসিগণ দিল্লীশ্বরকে দেখ্‌বার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়েছে। —তারা আপনার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ব্বে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এলাহাবাদ—খস্রুর সমাধি-মন্দির।

সমাধি-বেদীর উপরে পুষ্পরাশি সজ্জিত করিতে করিতে মীণা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে ছিলেন,—

"প্রিয়তম, দেবতার দেবতা, সর্ব্বস্ব আমার, পরম দেবতা আমার, আজ তুমি কোথায়? এ অভাগিনীকে ফেলে আজ তুমি কোথায় রৈলে? দু'দিন না দেখ্‌লে যে হতভাগিনীর জন্য উন্মত্ত হ'তে, বিশ্ব অন্ধকার দেখ্‌তে, তোমার সেই সাধের প্রণয়-কুসুম আজ দিবারাত্রি ধূলিশয্যায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তোমারই সমাধির পাশে ভগ্ন-হৃদয়ে, দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হচ্চে! তবু কি দয়া হবে না? তবু কি এজন্মে আর একটী বারও তোমার সাক্ষাৎ পাবো না? উঃ! ভাব্‌তেও যে শরীর অবসন্ন হয়ে আসে! এ অটুট্ বন্ধন কে ছিন্ন কল্লে? এ সাধের বাসর কে শ্মশানে পরিণত কল্লে? এ যুগ্ম কুসুম কে নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ছিঁড়ে ফেলে দিলে? এ অভাগিনীকে কে অকালে এই স্বর্গের সুষমা হ'তে—"

আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না। ক্ষণপরে আবার বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয়তম, জানি না আজ তুমি কোন্ অজানা দেশে গেছো! জানি

না, আমার মত শত-সহস্র মীণা সেখানে তোমার পদতলে পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্ছে কিনা! জানি না কোন স্বর্ণরঞ্জিত মেঘশিখরের মায়াময় রাজ্যে অসংখ্য অপূর্ব্ব সামগ্রী পেয়ে তুমি আজ এ হতভাগিনীকে ভুলে গিয়েছ কি না! কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি, বলে দাও,—সেখান থেকে কি তুমি আমার এ কাতরোক্তি শুন্‌তে পাও? সেখান থেকে কি তুমি এ পরিত্যক্তা দাসীর এ করুণ অশ্রুজল এক দিনের তরেও দেখ? আর কি মর্ত্ত্যের সঙ্গিনীর জন্য সেখান হ'তে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে একটীও দীর্ঘ নিশ্বাস উঠে? এক দিন এ হতভাগিনীকে শত-সহস্র প্রেম-সম্ভাষণ কোরেও তোমার মন উঠ্‌তো না, তৃপ্তি হতো না! তোমার সেই চিরপ্রণয়িনী কালের নিষ্ঠুর বিধানে আজ কি এক বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাচ্ছে!—আর কি কখনো তোমার চরণ দর্শন কোরে সে দাসী কৃতকৃতার্থ হবে? প্রিয়তম!—"

(জানু পাতিয়া হাত জোড় করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।)

(হঠাৎ বুলাকীর প্রবেশ)

বু। মা, মা, মা, তারা আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে আস্‌চে!

মী। বুলাকী! বুলাকী! চুপ কর!—এমন পবিত্র মুহূর্ত্তে আমার সাধনায় বাধা দিও না!

বু। মা, মা, মা, ঐ এল, ঐ এসে পড়্‌লো! পালাও, পালাও,—সেই খানখানান! আমাকেও মার্ব্বে, আজ তোমাকেও মার্ব্বে!

(খানখানান ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

মীণা। কি দুষমন, কি পতিহন্তা আমার, কি মনে কোরে? আমার পতিকে নিয়েছ, আবার কি এ পবিত্র স্থানে আমার পুত্রের সমাধি রচনা কর্ত্তে এয়েচো?

খা। না বেগম সাহেবা, আমি এবার তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এয়েছি!

বেগম-সাহেবা, সম্রাটের মৃত্যু হয়েচে! এখন রাজ্য নিয়ে বিষম গোলযোগ! আমি এই মোগল-বাহিনীকে হাত কোরে কুমার বুলাকীকে নিতে এসেচি, যে কোরে হ'ক্ তাকে সিংহাসনে বসাবো!

বু না মা, আমি যাবো না। দুষমন্—দুষমন্! পিতৃ-শত্রু! আমি যাবো না।

মীণা। আয় বাছা আয়, কে তোকে নিয়ে যাবে? এই পবিত্র আশ্রমে আমি তোকে বক্ষ-সংলগ্ন কোরে রাখ্‌বো, কেউ তোকে স্পর্শও কর্ত্তে পার্ব্বে না। মর্ত্তে হয়, এইখানে দু'জনে একত্র ম'র্ব্ব, দু'জনে এক সঙ্গে তার চরণে লুটিয়ে পর্ব্ব; সে বড় সুন্দর—বড় মধুর হবে! আয় বাছা আয়,—আমার কোলে আয়।

খাঁ। বেগম-সাহেবা, আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন। আমায় অবিচার কর্ব্বেন না। আমি সত্যই আজ কুমারকে সিংহাসনে বসাতে এসেছি। বিশ্বাস না হয়, এই সৈন্যদলকে জিজ্ঞাসা করুন্। উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বল্‌বে না—তা'দের এতে কোন স্বার্থ নেই।

মী। (সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা বুলাকীকে সিংহাসনে বসাতে চাও?

সৈন্যগণ। হাঁ হুজুর, আমরা তাঁর জন্য প্রাণ দেব!

মীণা। তোমাদের এতে স্বার্থ?

সৈন্য। আমরা রাজ্ঞী নুরজাহানের অত্যাচার সহ্য কর্ত্তে পার্‌বো না।

মীণা। বেশ, খুরমকে সিংহাসনে বসাও না—খুরম তো আছে? সম্রাটের মৃত্যুর পর তারই দাবী সর্ব্বাগ্রে!

খান। আপনিও একথা বল্‌চেন, বেগম সাহেবা? তাঁর দাবা কুমারের দাবীর উপরে? এ রাজ্য আকবর সা কুমার খস্রুকেই দিয়ে গিয়েছিলেন, জাহাঙ্গীর তা' বলে দখল কোরেচেন মাত্র। তাঁর মৃত্যুর

পরে সে বলাধিকৃত রাজ্য আবার তার ন্যায্য মালাক বা তাঁর বংশধরের নিকট আসাই সঙ্গত!

মীণা। এতই যদি ন্যায় বিচার তোমার খানখানান, তবে সে সময় সে ন্যায্য মালীককে হত্যা কর্ব্বার কি প্রয়োজন ছিল?

খান। বেগম-সাহেবা, আপনি সকলই জানেন! বৃথা তিরস্কার কর্ব্বেন না। তখন আমি রাজ্ঞীর দাস, তাঁকে অমান্য কর্ব্বার আমার কোন উপায় ছিল না, তাই তিনি যা আজ্ঞা করেছিলেন, তাই আমি কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিলুম কিন্তু এখন তাঁর সে ক্ষমতা গিয়েছে, আমিও অধর্ম্মের দাসত্ব হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এখন মনে ভেবেছি, কুমারের অধীনে লড়ে', তাকে উচ্ছেদ কোরে, সে গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ব্বো!

মীণা। পার্ব্বে?

খান। পার্ব্বো।

মীণা। তাকে উচ্ছেদ কর্ত্তে পার্ব্বে? আমার সেই পতিহন্ত্রীকে—উচ্ছেদ—কর্ত্তে—পার্ব্বে?

খান। অবশ্য পার্ব্বো। এই মোগলবাহিনীকে সেজন্য আমি প্রাণপণ গঠিত করেছি—কোন সন্দেহ কর্ব্বেন না।

মীণা। ঠিক্ বল্‌ছো? সত্যি বল্‌ছো? খানখানান!—বুলাকী! না খানখানান, এ স্বপ্ন! অথবা এ তোমারই আর একটা চালাকী মাত্র! খানখানান, তুমি বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা, তুমি এ মিথ্যা প্রলোভন দেখাচ্চ!

খান। আল্লার দোহাই! বিশ্বাস করুন, এ মিথ্যা নয়—সত্যি!—বলনা সৈন্যগণ! চুপ ক'রে রইলে কেন?—বলনা!

সৈন্যগণ। মিথ্যা নয় হুজুর, বিশ্বাস করুন, আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আমরা কুমারের জন্য প্রাণ দেব!

মীণা। দেবে? দেবে? তোমরা বল্‌ছো দেবে? বুলাকী! উঠ, তবে উঠ—সিংহাসনে চেপে বস, যাও।

বু। না মা, আমি যাবো না!

মীণা। না বাছা—যাও, সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, এতদিনে পিতৃ-শত্রু নিপাত কর, যাও—পিতার হত্যার এইবারে প্রতিশোধ নাও! এস, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, এস—

বু। না মা, আমি যাবো না।

মীণা। ভীরো! যাবে না? পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না?—বুলাকী!

বু। মা, মা, মাপ কর,—যাবো, যাবো—চল, আমি যাবো।

[উভয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মেবার—খুরমের মহল।

খুরম ও তাজমহল।

খু। তাজমহল, অভিষেক আমাদের স্থগিত রাখ্‌তে হবে। এইমাত্র তোমার পিতার পত্র পেয়েছি, তিনি লিখেচেন, বুলাকী সিংহাসনে ব'সেচে, অসংখ্য সৈন্য তার পৃষ্ঠপোষক! স্বয়ং রাজ্ঞী তার হাতে পরাজিত ও বন্দী! বলে তাকে পরাজয় করা এখন একরূপ অসম্ভব!

তাজ। তবে?

খু। তিনি বল্‌চেন, এখন আমাদিগকে বলে নয়, ছলে যুদ্ধ জয় কর্ত্তে হবে!

তাজ। সে কি রকম?

খু। তাও তিনি লিখেচেন, লিখেচেন কেন, একরূপ কোরে পাঠিয়েছেন!—তিনি দিল্লীতে রটিয়েছেন যে, আমার ভয়ঙ্কর অসুখ! কেবলি রক্তবমন হচ্চে, উঠবার শক্তি মাত্র নেই, তাই আমি দিল্লীতে যেয়ে সম্রাটের নিকট স্বয়ং বশ্যতা স্বীকার কর্ত্তে অশক্ত! সবাই তা বিশ্বাস ক'রেছে!

তাজ। বিশ্বাস করেচে! এই তুমি এমন সুস্থ শরীরে এখানে—আর সবাই তা বিশ্বাস করেছে?

খু। আশ্চর্য্য হচ্চ? কিন্তু আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, তাজমহল! তিনি এখন এইটুকু রটিয়েছেন, কিন্তু শীঘ্র রটাবেন,—আমি মৃত!

তাজ। বলো কি? তাতে লাভ?

খু। বলেছি তো, ছলে যুদ্ধ জয় ক'র্ত্তে হবে! এ একটা ছল!

তাজ। তার পর!

খু। তারপর আর কি? তারপর, যে দিন এই মৃত্যুর কথা রটান, সে দিনই একটা দূত-দ্বারা সম্রাট্ বুলাকীর নিকট যাচ্ঞা—খুরমের মৃত দেহটা আগ্রায় সমাধিস্থ কর্ব্বার অনুমতি হোক্। বুলাকী অবিশ্যি তা সানন্দে স্বীকার ক'র্ব্বে! তখন যুদ্ধবাহিনীটাকে একটা শোকযাত্রার মিছিলে পরিণত কোরে সম্রাট সাজাহান একবারে সসৈন্যে নির্ব্বিবাদে আগ্রার রাজ-পথে যেয়ে উপস্থিত হবেন! তার পর অপ্রস্তুত আগ্রাবাসীকে আক্রমণ!—দুর্গ জয়!—সিংহাসন অধিকার!

তাজ। ওঃ! এ যে একটা নূতন কাণ্ডকারখানা!

খু। এ নূতন হলেও আমাদের ক'র্ত্তে হবে, তাজমহল! এ না ক'ল্লে আর আমাদের উপায় নেই। চল, এখন আমায় রোগ-শয্যায় শুইয়ে দেবে, চল। একটা ছাগশিশুর প্রয়োজন ছিল—গোপনে সংগ্রহ কর্ত্তে হবে—তা—

তাজ। ছাগশিশু!

খু। আমায় রক্তবমন ক'র্ত্তে হবে যে! সাবধান, দেখো যেন ধরা পড়িও না—হুঁসিয়ার!—

তাজ। তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট্, তোমার এই দুরবস্থা! অভিষেক তা'হলে এখন আর হ'চ্চে না?

খু। না, যে দিন আগ্রা যাবো, কবরে সেঁধুতে হবে, সে দিন যাত্রাকালে সম্রাট্ হয়ে যাওয়া যাবে এখন! সেদিন তোমার আমার অভিষেক! চলো যাই—উদয় সাগরে তরণী ভাসাবার ব্যবস্থা হচ্চে, হ্রদের হাওয়ায় মনটা একটু পাতলা ক'র্ত্তে হবে—চলো।

তাজ। উত্তম—চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—দরবার-গৃহ।

আসফ খান, বুলাকী ও খানখানান।

বু। মন্ত্রী মহাশয়, এ সংবাদ তবে সত্যি?

আ। হাঁ সম্রাট্, অমঙ্গল সংবাদ কখনো মিথ্যা হয় না! আমার কন্যা সত্যি বিধবা হয়েচে! আজ প্রাতে মেবার থেকে দূত এসেচে, কন্যা আমার কুমারের দেহ আগ্রাতে সমাধিস্থ কর্ত্তে চান্। সম্রাটের যদি আজ্ঞা হয়—

বু। কেন হবে না মন্ত্রী মহাশয়? স্বচ্ছন্দে! পিতৃব্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী

ছিলেন বটে, কিন্তু তবু তিনি আমার পিতৃব্য!—আমার পিতৃব্যের মতই তাঁর সমাধি হওয়া উচিত। আপনি রাজধানীতে অবিলম্বে আজ্ঞা প্রচার করুন, যেন সম্রাট-পুত্র খুরমের সমাধি উপলক্ষে রীতিমত তথায় সম্মান-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। আমি নিজেও সে দিন শোক-পরিচ্ছদ নিয়ে সে শোকানুষ্ঠানে যোগদান ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'র্ব্ব।

আ। সম্রাটের বদান্যতা অসীম! আমি দূত মুখে এই সংবাদই তবে প্রেরণ করি! আসি জনাব!

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

বু। খানখানান, তুমি কুমার শেরইয়ারকে অন্ধ করেছ?

খা। না সম্রাট, আমি করিনি, তবে আমার লোক-জনেরা করেছে বটে।

বু। তবেই তুমি ক'রেছ! কি সাধ্য তোমার অনুচরদের খানখানান, যে তা'রা তোমার অনুমতি ব্যতিত কুমারের দেহ স্পর্শ করে! খানখানান, আমার এ সিংহাসন টেক্‌বে না! এত নিষ্ঠুরতার উপর যার ভিত্তি স্থাপিত, তার স্থায়িত্ব আকাশকুসুম! তুমি যাও; মনে রেখো, অধর্ম্মের উপরে কখনো রাজ্য স্থাপিত হয় না।—আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী!!

[খানখানানের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আগ্রা কবরখানার এক পার্শ্ব।

শূন্য বাক্স লইয়া শববাহকদিগের ও সৈন্যগণের প্রবেশ ও ধীরপদে প্রস্থান। তৎপরে অশ্বপৃষ্ঠে বুলাকীর প্রবেশ।

বু। উঃ! এত সৈন্য-সামন্ত কেন? এত লোক-জন কোত্থেকে এল? আগ্রায় তো এত সেনা নেই! কোনরূপ ষড়যন্ত্র হয় নি তো? এত সৈন্য! ব্যাপার কি? যে দিকে চাচ্ছি, কেবলি মানুষ! কেবলি মানুষ! কেবলি কাল কাল শিরোস্ত্রাণ, আর ঝক্-ঝকে তরবারি! এত অস্ত্র-শস্ত্র কেন? এত জনসমাগমের কি প্রয়োজন?

(নেপথ্যে) জয় সম্রাট বুলাকীর জয়!

হঠাৎ নেপথ্যে তোপধ্বনি, বন্দুকের শব্দ, কোলাহল প্রভৃতি!

(নেপথ্যে পুনঃ) জয় সম্রাট সাজাহানের জয়!

বু। ও কি! ও কিসের কোলাহল? সম্রাট সাজাহান আবার কে! বুলাকী! পালাও, পালাও,—এ খুররমের কবর-যাত্রা নয়, এ তোমারই সমাধি-যাত্রা!—পালাও—পালাও!

(নেপথ্যে পুনঃ) জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়!

[বুলাকীর দ্রুত প্রস্থান।

(সৈন্যগণসহ খানখানানের প্রবেশ)

খা। একি! একি হলো! শান্ত শিষ্ট নীরব শোকবাহিনী হঠাৎ এমন চঞ্চল ও উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন?

জনৈক সৈন্য। সেনাপতি, সব সৈন্য দুর্গের দিকে ছুটেছে! দুর্গ-শিখরে রাজপুত-জয়-পতাকা 'পত্ পত্' কোরে উড়্‌ছে!

থান। উড়ছে? ব্যস্! আকাশ-কুসুম ভেঙ্গে পল্লো! এক মুহূর্ত্তে সব গেল! আর কেন, পালাও, পালাও সৈন্যগণ, এইবার পালাও!

(দ্রুত মহাব্বৎ খাঁ, খুরম ও রাজপুত সৈন্যগণের প্রবেশ)

মহা। পালাবে কোথা? সেনাপতি, আর পালাবার সুযোগ নেই! এইবার শেষ পরীক্ষা! এসো, মহাব্বৎ খাঁর সঙ্গে বল পরীক্ষা ক'র্ত্তে চেয়েছিলে, এইবার এসো—দেখা যাবে!

(উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ—মহাব্বৎ খাঁ মোগলদিগকে হঠাইয়া লইয়া গেলেন।)

(রাণা জগৎ সিংহের প্রবেশ)

রাণা। সম্রাট্, আমি আপনাকে সম্রাট্ করেছি, নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করেছি, এই নিন্, এই রাজমুকুট ও রাজদণ্ডও আমিই আপনাকে অর্পণ কল্লেম! আগ্রার দুর্গ জয় ক'রে এই রাজ-সম্পদ্ আমি আপনার জন্য সংগ্রহ কোরে এনেছি,—দুর্গ এখন আপনারই! আসুন, রাজবেশে দুর্গপ্রবেশ কর্ব্বেন, আসুন!

খুরম। রাণা, আপনার ঋণ অপরিশোধনীয়। মেবারই আমায় এই ভারত-সম্রাজ্য দান কল্লে!

রাণা। জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়!

সকলে। জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

আগ্রা-দুর্গস্থ কক্ষ।

বন্দিনী নুরজাহান।

নুর। এত দিনে সব শেষ হলো! শেরইয়ার অন্ধ, সোহানা আমার, অন্ধের সহচরী!—আর রক্ষা হয় না! উঃ, এই খানখানানকে আমি রক্ষা কর্ত্তে যেয়ে এই বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি।—মহাব্বৎ খাঁকে শত্রু করেছি! সেই শেষকালে শেরইয়ারকে অন্ধ কল্লে! যদি একবার তাকে পেতাম! যদি আবার একবার সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সে হারাণো ক্ষমতাটুকু ফিরে আস্‌তো! না, সে আকাশ-কুসুম—আকাশ-কুসুম মাত্র! নুরজাহান, আর তা হয় না! এতদিন উঠেচো, এখন পড়ো, এখন তোমার পড়্‌তে হবে। আশ্চর্য্য! আমার পতন! এ যেন একটা মস্ত আজগুবী কথা! —অতি অভিনব ব্যাপার! কিন্তু তবু আজ অতি সম্ভাবিত! উত্থানের পর পতন,—এ চিরনির্দ্ধারিত, কেউ তা রোধ ক’র্ত্তে পারে না। নুরজাহান, তোমায় পড়্‌তে হবে—পড়ো!

(অন্ধ শেরইয়ারকে লইয়া সোহানার প্রবেশ)

সো। মা—মা—

নু। সোহানা! শেরইয়ার! শেরইয়ার! অন্ধ শেরইয়ার!—

শে। কোন দুঃখ নেই মা! আমার চক্ষু গিয়েছে, কিন্তু আমি তদপেক্ষাও প্রিয়তর সামগ্রী হাতের মুঠোতে পেয়েছি! সোহানা, আর তুমি আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছেড়ে যাবে না?

সো। না কুমার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি এক মুহূর্ত্তে কখনো প্রলয়ের ঝঞ্ঝাতে প্লাবিত হয়েও যায়, তবু আমি তোমায় আর নিমেষের তরেও পরি-

ত্যাগ ক'র্ব্ব না! স্বামী আমার, পরম উদার দেবতা আমার, আমায় নিয়ে তুমি এ দারুণ কষ্ট ভুলে থাকৃতে পার্ব্বে?

শে। পার্ব্বো, সুধু পারা নয়,—অতি শান্তিতে থাকৃবো! সোহানা, সুধু এক দুঃখ!—যদি এক একবার তোমার ও ভুবনমোহন মুখখানা দেখ্‌তে পেতাম!

নু। উঃ! উঃ! নুরজাহান, এই দেখ্‌তে তুমি এখনো বেঁচে আছ! এও তোমার ভাগ্যে ছিল! শেরইয়ার, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,—আর নয়! আর আমার সম্মুখে ও কাতর অভিনয় ক'রো না,—নুরজাহান সহ্য করতে পার্ব্বে না!

(নেপথ্যে) জয় সম্রাট সাজাহানের জয়! জয় সম্রাট সাজাহানের জয়!!

নু। ওকি! ও আবার কিসের কোলাহল! ও আবার কা'র জয়ধ্বনি?

সো। মা, খুরম দুর্গ অধিকার করেছে!

নু। খুরম দুর্গ অধিকার করেছে! মৃত, কবরপন্থী খুরম কবর থেকে উঠে এসে শেষটা আগ্রার দুর্গ অধিকার কল্লে!

সো। না মা, মৃত নয়,—ও একটা ছলনা—ছলনা মাত্র! সেই ছলে সৈন্যবল সহ সে নির্ব্বিবাদে আজ আগ্রা প্রবেশ ক'রে জীয়ন্তে ভারত-সাম্রাজ্যের আধিপত্য সবলে কেড়ে নিয়েচে!

নু। এও একটা স্বপ্ন! অদৃষ্ট, একবারে এবার অনেকগুলি রকমারি প্রদর্শন কল্লে! শেষটা এও কপালে ছিল!—নুরজাহান, শেষটা তুমি খুরমের বন্দিনী!—তাজমহলের করতলগতা! উঃ!

(মীণার শাণিত ছুরিকা-হস্তে প্রবেশ)

মীণা। রাজ্ঞি, অদৃষ্টের আরও একটা রকমারি দেখ! আর কেন?—আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, পতি গিয়েছে, পুত্রও গেল, দুর্গও দুষ্‌মনের

হাতে সঁপে দিয়ে এলুম,—আর কেন ?—এসো এবার তোমায় যাওয়াচ্ছি ! পাপিয়সি,—ভুজঙ্গিনি,—মায়াবিনি,—এই তোর শেষ ! শ্বশুর হত্যার এই প্রতিশোধ !—(বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত !)

(সহসা তাজমহলের ও তদ্‌পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুরমের প্রবেশ)

তাজ। ভগ্নি, ভগ্নি, কি কর—কি কর ? ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ো না—(মীণার হস্ত ধরিলেন) প্রকৃতিস্থ হও। ভগ্নি কিসের প্রতিহিংসা,—কিসের প্রতিশোধ ? শ্বশুর হত্যার ? তা কি বাকি রয়েছে, ভগ্নি ? ভগ্নি, চেয়ে দেখ দেখি একবার ওই মূর্ত্তির দিকে—কি মূর্ত্তি, কি হয়েচে ! অহর্নিশি চিন্তা, অহর্নিশি পরিতাপ, অহর্নিশি কি নরকাগ্নি ওই দেহের মধ্যে জ্বল্‌ছে ! আরো প্রতিশোধ চাও ? না ভগ্নি, এর পর আর প্রতিশোধের স্থান নেই। যতক্ষণ লোকের দম্ভ, ততক্ষণ প্রতিশোধ ! যখন দম্ভ নাই—শক্তি নাই, তখন তা'দের উপর ক্রোধেরও স্থান নাই—তখন সে স্থান জুড়ে ব'সে থাকে সুধু দয়া, অনুকম্পা, কৃপা ! ভগ্নি, আমার অভাগিনী পিসিমাকে ক্ষমা কর !

মীণাবেগমের হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তা। পিসিমা, বড় সঙ্কটে পড়ে' তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আর তোমার সহিত আমার শত্রুতা নাই, আর আমায় শত্রু বলে ভেব না। এস, স্বহস্তে আমি তোমায় মুক্ত করে দিই, এস।

নু। তাজমহল ! তাজমহল ! না, না,—এ আমি কি বল্‌ছি ? তুমি যে এখন সাম্রাজ্ঞী ! আমি তোমার বন্দিনী মাত্র ! সাম্রাজ্ঞি, তুমি জিতেছো, আমি হেরেছি ! কিন্তু মুক্তি নয়, মুক্তি নয়, সাম্রাজ্ঞি ! তুমি

আমায় হত্যা কর—হত্যা কর! আমি মুক্তি চাই না, মৃত্যু চাই! মৃত্যু চাই! মৃত্যু চাই!—আমায় হত্যা কর! এই ছুরি নাও, আমায় মারো—মারো—মারো!—এখুনি এই ঘৃণিত জীবনের শেষ কর! কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? করবে না?—বধ করবে না? ওঃ! বুঝেছি, তোমরা এইরূপ ক'রে আমার উপর প্রতিশোধ নেবে! তাজমহল, তা পার্ব্বে না—পার্ব্বে না,—নুরজাহান চিড়িয়াখানার জানোয়ার সাজ্‌বার জন্যে বেঁচে থাক্‌বে না! নুরজাহান হেরেছে বটে, কিন্তু সে নুরজাহানের মত হার্‌বে! রসো, তোমার অনুকম্পা ভিক্ষায় আর প্রয়োজন কি? নিজের কাজ নিজেই কচ্ছি—রসো।

(আত্ম-হত্যায় উদ্যত)

সো। মা—মা—মা—কোথা যাও!—তোমার অভাগিনী কন্যাকে ফেলে কোথা যাও!

নু। সোহানা! সোহানা!— উঃ, কি কল্লি সর্ব্বনাশি! সারা জীবন এ প্রাণটাকে স্নেহের অস্বাদনে বিমুখ রেখে, শেষকালে এ সঙ্কট-সময়ে আমার তৃষিত প্রাণের সম্মুখে এক স্নেহের উৎস ধল্লি!

সো। মা, চেয়ে দেখ, স্বামী অন্ধ, সংসার স্বজন-শূন্য, চারিদিকে কি উৎকট বিভীষিকা!—তুমি গেলে আমার কেউ নেই, কেউ নেই!

নু। না, এক দিকে সাগর, এক দিকে দাবানল! এক দিকে কুম্ভীর, এক দিকে ব্যাঘ্র! এক দিকে অরণ্য, আর এক দিকে সলিল!—কোথা যাই—কোথা যাই!

খু। সাম্রাজ্ঞি! কেন বৃথা অনুশোচনা কচ্ছেন? যত দিন পিতা ছিলেন, তত দিন এ সাম্রাজ্য আপনারই ছিল, কেউ তা কেড়ে নিতে পারেনি—এখন পিতা নেই—ন্যায়তঃ এ রাজ্য আমার। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই তো রাজ্য পেয়ে থাকে। মনে করুন না কেন, পিতার মৃত্যুর পর আপনারই সন্তান আজ আপনারই আশীর্ব্বাদ মস্তকে লয়ে এ সিংহাসনে

উপবেশন ক'র্ত্তে যাচ্ছে!—কেন এতে দুঃখিত হচ্চেন? সাম্রাজ্ঞি, প্রকৃতিস্থ হোন্, আশঙ্কা দূর করুন, এ ভারত-সাম্রাজ্য তার কোটী কোটী প্রজা নিয়ে এক দিনের তরেও আপনার অমর্য্যাদা কর্ব্বেনা।—আপনার ব্যয় পোষণার্থ রাজকোষ হ'তে মাসে মাসে সহস্র আসরফি প্রেরিত হবে!

সো। চলো মা, চলো,—ওই দিনমণি অস্ত যাচ্ছে, এখনো স্নানাহার করো নি, চল।

নু। উঃ! মাতৃস্নেহ! কি অবাধ্য তুই! কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! বিধাতার লিপি! উত্থানের পর পতন, পতনের পর উত্থান! চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ! চলো।

(সোহানার সহিত অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

খু। ধর্ম্মের বিচিত্র লীলা! অদ্ভুত! তাকে অবজ্ঞা ক'ল্লে নুরজাহানেরও পতন হয়!

(আহত খয়েরউন্নেসাকে লইয়া সৈন্যগণের প্রবেশ)

খু। একি! একি! কে এ? খয়ের উন্নেসা!

জনৈক সৈন্য। জনাব, বেগম সাহেবা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন!

খ। প্রভো—জীবন সর্ব্বস্ব—

তা। খয়ের, খয়ের, ভগ্নি আমার, একি সর্ব্বনাশ!

খয়ের। দিদি, আমি চল্লেম! দুঃখু ক'রো না। কিসের দুঃখু? আজ হ'তে সব গোলমাল মিট্‌লো! প্রভো, আজ শেষ কালে—অন্তিম সময়ে একবার প্রাণভরে দেখি—সম্মুখে দাঁড়াও!

খু। (নিকটে আসিয়া) খয়ের! খয়ের! তুমি কি স্বেচ্ছায় একাজ করেছো?

খয়ের। স্বেচ্ছায়! আর কেন? যতক্ষণ কণ্টক থাকে, ততক্ষণই

তার উচ্ছেদের জন্য কণ্টকের প্রয়োজন! তার পর কণ্টক কণ্টক মাত্র! আমি তোমাদের পথ ছেড়ে চল্লুম! অভিমান করিনি—দুঃখিত হ'য়ো না। আমার মরাই ভাল! শুধু এক দুঃখ রইল—

তাজ। কি দুঃখ, কি দুঃখ তোর বোন্—বল্ বল্ কি দুঃখ তোর?

খয়ের। দিদি, একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ জীবন কর্ত্তন করেছি, কখনো তাঁকে স্পর্শও কর্ত্তে পারিনি, তাঁর একটী প্রিয়বাক্যও শুনিনি, শেষবার যদি একবার—(চুপ করিলেন)।

তাজ। সম্রাট্ সাজাহান, এই দিকে এস! (খুরমের হস্ত খয়েরের হস্তের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়া) ভগ্নি, এই নাও, অপেক্ষা কল্লে না, তোমায় উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পাল্লাম না!—আমায় অপরাধী রেখে চলে গেলে! তবে যাও ভগ্নি, এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে তবে সেইখানে যাও, যেখানে তোমার মর্য্যাদা সবে ঠিক্ ঠিক্ বুঝবে!—বুঝে তুলাদণ্ডে মেপে ঠিক্ ঠিক্ প্রতিদান দেবে! আমরা এ ক্ষুদ্র জগতের লোক—তোমার মর্য্যাদা, তোমার মহিমা কি বুঝ্‌বো?—কি পুরস্কার দেব!

(উন্মত্ত খানখানানের দ্রুত প্রবেশ)

খান। খয়ের, খয়ের, কন্যা আমার, স্বর্গের পারিজাত আমার—শুকিয়ে গেলে!

খয়ের। পিতা—পিতা—উঃ!

খু। খয়ের! খয়ের!

খয়ের। আর কেন, পদধূলি—দাও—

তা। ভগ্নি!

খু। সব শেষ!!

যবনিকা।